গভীর অন্তর্বাস

JADAVPUR UNIVERSITY

LIBRARY

Class No ৮৯১.৪৪-৮৯১.৪ "১৮"

Book No ৪২ম
প্র.অ. (OR)

সপ্তম খণ্ড—১৩২৫

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

‘রহস্য-লহরী’

উপন্যাস-মালার সপ্তত্রিংশ উপন্যাস

UNIVERSITY LIBRARY

প্রসীর অজ্ঞাতবাস

[প্রথম সংস্করণ]

1911(49)

"মানসী" প্রেস

১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা

শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফাল্গুন, ১৩২৫ সাল।

Rs 5- O P.

JADAVPUR UNIVERSITY
LIBRARY KOLKATA-32
Acc No. GN 3610A
Date 18.11.05

উৎসর্গ

—o—

রহস্য-লহরীর পৃষ্ঠপোষক

সাহিত্যরসজ্ঞ, উদারচেতা, বহুগুণালঙ্কৃত,

রঙ্গপুরের অন্যতম ভূম্যধিকারী

শ্রীযুক্ত বেনোয়ারিলাল বাগ্‌চি

মহোদয়ের করকমলে

শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন স্বরূপ

এই গ্রন্থ

অর্পিত হইল।

শ্রীমতী ইন্দু নলিনী দেবী
জেলা হুগলী
শিবপুর

নিবেদন

'রহস্য-লহরী' উপন্যাসমালার সপ্তত্রিংশ উপন্যাস রূপসীর অজ্ঞাত-বাস প্রকাশিত হইল। রূপসীর নব-রঙ্গ পাঠ করিয়া যে সকল পাঠক উহার পরবর্ত্তী বিস্ময়াবহ ও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলী জানিবার জন্য উৎসুক আছেন, তাঁহারা 'রূপসীর অজ্ঞাতবাস' পাঠে তৃপ্তিলাভ করিলে আমাদের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সফল মনে করিব। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে 'রূপসীর নবরঙ্গ' পাঠ করেন নাই, 'রূপসীর অজ্ঞাতবাস' পাঠে তাঁহাদের রসভঙ্গ বা তৃপ্তির ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কা নাই, কারণ ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপন্যাস; পূর্ব্বপ্রকাশিত উপন্যাসের সহিত ইহার বিশেষ কোন যোগ নাই, স্থানে স্থানে দুই-একটি পূর্ব্বপ্রসঙ্গের উল্লেখ আছে মাত্র। তবে যে সকল নূতন গ্রাহক এই উপন্যাসের নায়িকা অপূর্ব্ব রহস্যময়ী কুমারী আমেলিয়ার অনুষ্ঠিত দুঃসাহসিকতা ও কূট কৌশলপূর্ণ বিচিত্র কার্য্যাবলীর বিবরণ পাঠ করিতে সমুৎসুক, তাঁহারা তৎসম্বন্ধীয় অন্য তিনখানি উপন্যাস (১) রূপসী বোম্বেটে, (২) রূপসীর প্রতিহিংসা, (৩) রূপসীর নব-রঙ্গ পাঠ করিলে তাহার সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে পারিবেন। 'রূপসীর অজ্ঞাতবাসে'র পর যদি ভবিষ্যতে তাহার সম্বন্ধে অন্য কোন বিবরণ ইয়োরোপ হইতে সংগৃহীত হয়—তবে তখন তাহা পাঠক মহোদয়গণের গোচর করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই খণ্ডের পরবর্ত্তী উপন্যাস "শোণিত-তৃষা" রহস্য-লহরীর ষষ্ঠ বর্ষের শেষ উপন্যাস। ইটালী দেশের একটি অতীব কৌতূহলোদ্দীপক, লোমহর্ষণ ঘটনাবলম্বনে এই উপন্যাস রচিত। এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ নূতন এবং ইটালী দেশের নানা বৈচিত্র্যে ও বিশেষত্বে ইহার আদ্যোপান্ত অতীব চিত্তাকর্ষক। এই চিত্তাকর্ষক উপন্যাসের বিশেষ পরিচয় দিয়া আমরা পাঠকগণের রসভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করি না।

'রূপসীর নব-রঙ্গে' আমরা নিবেদন করিয়াছিলাম—'রূপসীর অজ্ঞাতবাসে'র আকার বর্দ্ধিত করা অবশ্যম্ভাবী হইলে ব্যয়বৃদ্ধির অনুপাতে ইহার যৎসামান্য মূল্য বৃদ্ধি করাও অপরিহার্য্য হইবে। আমরা এ পর্য্যন্ত যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিয়াছি, তথাপি—কাগজের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইলেও—'রহস্য-লহরী'র মূল্য বৃদ্ধি করি নাই। 'রহস্য-লহরী'র অন্যান্য আধুনিক উপন্যাস সাধারণতঃ প্রায় দেড় শত পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান উপন্যাসখানিতে ইহার পূর্ব্ব খণ্ড অপেক্ষা ২০ পৃষ্ঠা অধিক থাকায় ব্যয়ের অনুপাতে ইহার মূল্য যৎকিঞ্চিৎ অধিক ধার্য্য করিতে হইল। কাগজের মূল্য হ্রাস হইলে আমরা হিতৈষী গ্রাহক মহোদয়গণের কয়েকটি পয়সা অধিক লাগাইতাম না। বলা বাহুল্য, ইহার পরবর্ত্তী উপন্যাস তাঁহারা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মুল্যেই প্রাপ্ত হইবেন। ইতি

শ্রীমতী ইন্দু নলিনী দেবী
জেলা হুগলী

রূপসীর অজ্ঞাতবাস

সূচনা

যে সুবিস্তীর্ণ সুবিশাল লবণাম্বুরাশি প্রাচীন ও নূতন এই দুই মহাদ্বীপকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে, অবস্থান-ভেদে তাহা বিভিন্ন মহাসাগর নামে পরিচিত হইলেও সেই সকল সমুদ্র বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে সুসভ্য মানব জাতির দুরধিগম্য নহে। পাশ্চাত্য দেশের নাবিকেরা অর্ণবযানে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; ইচ্ছামত স্থানে যাইতেছে; অজ্ঞাত-পূর্ব্ব অনাবিষ্কৃত নূতন নূতন দ্বীপ আবিষ্কার করিয়া সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে; এবং সমুদ্রের মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বীপগুলির অবস্থান নির্দ্দেশে সমর্থ হইয়াছে। এই সকল মানচিত্রে মহাসমুদ্রসমূহের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্রতম দ্বীপেরও অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে।

কিন্তু মানবের জ্ঞানের অহঙ্কার যতই অধিক হউক, তাহাদের আবিষ্কারের শক্তি যতই প্রবল হউক, অনন্ত মহাসমুদ্রে মনুষ্যের বাসযোগ্য সমুদয় দ্বীপ তাহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে—কোথাও কোন ক্ষুদ্র দ্বীপ তাহাদের শ্যেনদৃষ্টি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই, একথা কেহই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন না। বিশাল সমুদ্রের মানচিত্রের কোথাও কোন ত্রুটি নাই, একথা কোন ভৌগোলিক কি জোর করিয়া বলিতে পারেন? বস্তুতঃ, বিভিন্ন সমুদ্রে এখনও এরূপ অনেক দ্বীপ বর্ত্তমান আছে, যাহাদের অবস্থান সমুদ্রের কোন মানচিত্রেই লক্ষিত হয় না, সমুদ্রে সমুদ্রে পরিভ্রমণ করিয়াও সাগরবিহারী নাবিকেরা এ পর্য্যন্ত তাহাদের সন্ধান জানিতে পারে নাই।

প্রশান্ত মহাসাগরে পানামা যোজকের পশ্চিমাংশে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের

লীলা-নিকেতন হনোলুলুর ঠিক দক্ষিণে এইরূপ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে ; কিন্তু সমুদ্রের কোন মানচিত্রে তাহার উল্লেখ নাই। সমুদ্রচর কোন জাতিও এই দ্বীপের সন্ধান অবগত নহে।

কিন্তু যে সকল নাবিক বহুদিন হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ চালাইয়া আসিতেছে, তাহাদের অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়—তাহারা জাহাজের 'সার্চ্চ লাইটে'র সাহায্যে বহুদূরে গিরি-পরিবেষ্টিত একটি দ্বীপ দেখিয়াছে, কিন্তু উহার নিকটস্থ হইতে সাহস করে নাই ; কারণ তাহারা শুনিয়াছে যদি কোন জাহাজ ঝটিকা-বেগে উহার পার্ব্বত্য প্রাকারে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে তাহার আর রক্ষা নাই ! অনেক জাহাজ এই ভাবে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল কাহিনী আরব্যউপন্যাস-বর্ণিত উপকথার ন্যায় অনেকেই অবিশ্বাস করেন।

কিন্তু এই দ্বীপটির অস্তিত্ব অস্বীকার করা মূঢ়তামাত্র। পৃথিবীর বিষুবরেখা এই দ্বীপটির কিঞ্চিৎ দক্ষিণে অবস্থিত। সমুচ্চ গিরিশ্রেণী উন্নত দুর্গ-প্রাকারের ন্যায় ইহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করায় ইহা মনুষ্যের দুরধিগম্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ বৃক্ষলতা-বর্জ্জিত ভীষণদর্শন ধূসর গিরিশ্রেণীর অন্তরালে যে কোন দ্বীপ আছে—ইহা মানব-কল্পনার অতীত !

এই দ্বীপটির পরিধি প্রায় নয় মাইল। বাহ্যদৃষ্টিতে ইহা জনমানবশূন্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা পৃথিবীর নানাজাতীয় মনুষ্যের বাসভূমি। বহির্জ্জগতের সহিত এই দ্বীপবাসীগণের কোন সম্বন্ধ আছে—ইহা অনুমান করা অসম্ভব ; কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি খ-পোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রচর 'গল'পক্ষীর ন্যায় উহার গিরিপ্রাকার অতিক্রম পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদেশ হইতে নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, তাহা হইলে প্রকৃতিদেবীর স্বহস্তরচিত সুরম্য উপবনের ন্যায় এই দ্বীপটির শোভা দেখিয়া তাহাকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইতে হইত। সে দেখিতে পাইত, দ্বীপটির আকার একটি ডিম্বের ন্যায় ; দ্বীপের মধ্যস্থলে একটি প্রশস্ত হ্রদ ; গিরি-নির্ঝরিণী সমূহ পয়ঃপ্রণালীর আকার ধারণ করিয়া চারিদিক হইতে এই হ্রদে জলধারা ঢালিয়া দিতেছে। হ্রদের চতুষ্পার্শে স্থলভাগ ; তাহা

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাপ্রকার অট্টালিকা, কুটীর প্রভৃতিতে পূর্ণ। এই দ্বীপটি সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ, এবং বহুসংখ্যক লোক অল্প দিন হইতে এই উপনিবেশে বাস করিতেছে।

এই সকল অট্টালিকা, কুটীর প্রভৃতির গঠন-প্রণালী মরক্কোদেশীয় আদর্শের অনুরূপ; যেন ইহা মুর জাতীয় লোকের একটি নগর। নগরের বহির্ভাগে সুন্দর সুন্দর উদ্যান; তাহা নানাজাতীয় ফল ফুলের বৃক্ষে ও শ্যামল লতা-বিতানে শোভিত; কোথাও হরিদ্বর্ণ সুপ্রশস্ত, প্রান্তরস্থিত শস্যক্ষেত্র, বায়ুপ্রবাহে শস্যশীর্ষ হিল্লোলিত হইতেছে। নগরের সুপ্রশস্ত রাজপথগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুদক্ষ শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রবৎ প্রসারিত।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মধ্যাহ্ন কাল। এই দ্বীপের অধি-বাসীগণ সকলেই স্ব-স্ব কার্য্যে রত হইয়াছে। কেহ ক্ষেত্রে কৃষিকর্ম্ম করিতেছে, কেহ বাগানে কায করিতেছে। কতকগুলি শ্রমজীবি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া নানা শ্রমসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে। কোথাও রাজমিস্ত্রীরা গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে; কোথাও সুরকী ভাঙ্গা হইতেছে; কোথাও কামারের কারখানায় নানাপ্রকার লোহার জিনিস প্রস্তুত হইতেছে।—সকলের মুখেই ব্যস্তভাব, সক-লেই কার্য্যতৎপর। কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নাই, যেন কলে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে!

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, প্রশান্ত মহাসাগরস্থ অন্যান্য দ্বীপের অধিবাসী-বর্গের সহিত এই দ্বীপের অধিবাসীবর্গের আকৃতি প্রকৃতি বা বর্ণগত সাদৃশ্য নাই। ইহাদের সকলেই শুভ্রবর্ণ, সকলেরই ভাষা ইউরোপীয়; কিন্তু তাহাদের সক-লের ভাষা ইউরোপের কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট দেশের ভাষা নহে। এই সকল লোক বহুভাষা-ভাষী! কাহারও ভাষা ইংরাজী, কাহারও ফরাসী, কাহারও ওলন্দাজী, কাহারও ইটালীয়; কেহ গ্রীক, কেহ দিনেমার, কেহ পর্টুগীজ; কেহ জর্ম্মাণ, কেহ মার্কিণ, কেহ রুশীয়ান, কেহ স্পেনবাসী। এমন কি, প্রাচ্য ভূখণ্ডের মধ্যে চীন জাপানের লোকও এখানে বর্ত্তমান! এরূপ অল্প স্থানে পৃথি-বীর এত বিভিন্ন দেশের লোক অন্য কোথাও আছে কি না সন্দেহ!—এই সকল

লোক ফেরারী আসামী! স্বদেশে কোন-না-কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবার ভয়ে তাহারা এইস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু ফেরারী আসামী হইলেও এই দ্বীপে আসিয়া তাহারা শান্ত শিষ্ট গৃহস্থের ন্যায় বস-বাস করিতেছে। কারণ ইহারা জানে কোনরূপ বে আইনি কায করিলে, বা এই দ্বীপের শাসন-প্রণালী অগ্রাহ্য করিলে তাহাদিগকে অতি কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। সেই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল নাই! এখানে সংযত ভাবে স্ব-স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম না করিলে কাহারও নিরাপদে বস-বাস করিবারও উপায় নাই। এই জন্য অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোকও মেষের ন্যায় শান্ত, নির্ব্বিরোধ পল্লীবাসীর ন্যায় সংযত।

সেই দিন মধ্যাহ্নকালে পাহাড়ের এক অংশে কতকগুলি লোক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে রত ছিল; তন্মধ্যে দুইজন একটু দূরে এক সঙ্গে কায করিতেছিল। তাহাদের একজন একটা প্রকাণ্ড ছেনি দিয়া পাহাড় কাটিতেছিল, আর একজন একটা সুবৃহৎ স্থূল হাতুড়ি দিয়া সেই ছেনির উপর আঘাত করিতেছিল। 'ডিনামাইট' দ্বারা পাহাড়ের কিয়দংশ উড়াইয়া দিবার আবশ্যক হওয়ায় এই স্থানে একটি বৃহৎ গহ্বর খননের ভার এই দুই ব্যক্তির উপর প্রদত্ত হইয়াছিল।

এই ব্যক্তিদ্বয়ের মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত, তাহাদের একজন ফরাসী, আর একজন জর্ম্মান।

ছেনি দিয়া পাহাড় কাটিতে কাটিতে উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল, ইহাদের মধ্যে কিছু দিন হইতেই মনান্তর চলিতেছিল; কিন্তু আজ তাহাদের মনের আগুন কথায় কথায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! কায করিতে করিতেই তাহারা ঝগড়া করিতে লাগিল। অন্যান্য লোক দূরে ছিল, —তাহারা তাহাদের কলহ শুনিতে পাইল না।

কলহ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ফরাসীটার হাতেই ছেনি ছিল, জর্ম্মানটা সেই ছেনির উপর হাতুড়ি ঠুকিতেছিল; সে ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া, তাহার হাতের হাতুড়ি দ্বারা ছেনির উপর আঘাত না করিয়া

তাহা সবেগে ফরাসীটার হাতের উপর বসাইয়া দিল.! সেই প্রচণ্ড আঘাতে তাহার দক্ষিণ হস্তখানি নিষ্পেষিত হইল।

আহত ফরাসীটা অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া জর্ম্মানটার মুখে সবেগে পদাঘাত করিল। জুতার গোড়ালীর আঘাতে জর্ম্মানটার মুখ দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। সে চিৎ হইয়া পড়িয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া বিকৃত স্বরে গর্জ্জন করিতে করিতে অতি কুৎসিত ভাষায় ফরাসীটাকে গালি দিল, তাহার পর উঠিয়া হাতুড়ীটা তুলিয়া লইয়া ফরাসীটাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

ফরাসীটা দেখিল, যদি তাহার 'বন্ধু' তাহার মস্তকে হাতুড়ীর একটি ঘা বসাইতে পারে—তাহা হইলে তাহার মাথাটি ছাতু হইয়া যাইবে! সুতরাং সে আত্মরক্ষার জন্য সেই স্থান হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

ফরাসীটা যে স্থান দিয়া পলায়ন করিতেছিল তাহার নিকটেই অনেক-গুলি শ্রমজীবি বিভিন্ন কার্য্যে রত ছিল; তাহারা হাতের কায বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে দেখিল, ফরাসীটা প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতেছে—এবং জর্ম্মানটা হাতুড়ী লইয়া সবেগে তাহার অনুসরণ করিতেছে; তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল—ফরাসী শ্রবজীবিকে হত্যা না করিয়া সে নিরস্ত হইবে না। কেহ কেহ তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইল; কিন্তু জর্ম্মানটা হাতুড়ী তুলিয়া তাহাদিগকে মারিতে উদ্যত হইল! ভয়ে আর কেহ তাহাকে বাধাদানের চেষ্টা করিল না।

ফরাসী শ্রমজীবি যখন দেখিল পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষার উপায় নাই, তাহার আততায়ী তাহার অদূরে আসিয়া পড়িয়াছে; তখন সে আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, এবং চক্ষুর নিমিষে পদপ্রান্ত হইতে একখণ্ড ইষ্টক কুড়াইয়া লইয়া তাহা আততায়ীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু তাহা জর্ম্মানটার মস্তকে না লাগিয়া সশব্দে তাহার স্কন্ধদেশে নিপতিত হইল। সেই প্রচণ্ড আঘাতে

জর্ম্মানটা তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইল, এবং যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে মুখব্যাদান পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় শুভ্র বেশধারিণী একটি পরমা সুন্দরী যুবতী একটি সুবৃহৎ তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল। তাহাকে সেখানে হঠাৎ সমুপস্থিত দেখিয়া শ্রমজীবিরা উঠিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল; কিন্তু যুবতী তাহাদের কাহারও প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া আরক্ত নেত্রে ফরাসীটার দিকে চাহিল। তাহার তীব্র দৃষ্টিপাতে ফরাসীটা অত্যন্ত ভীত হইয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

এই যুবতী আমেলিয়া কার্টার।

আমেলিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ভূতলশায়ী জর্ম্মানটার নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে টানিয়া তুলিয়া বলিল, "তুমি? শ্লেসিং!—এ কি ব্যাপার?"

অনন্তর সে ফরাসীটার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সালানডার্ট, তুমি শ্লেসিংকে ইট ছুড়িয়া মারিলে কেন?"

এই ফরাসীটার নাম সালানডার্ট। সে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া আমেলিয়ার সম্মুখে আসিয়া কুণ্ঠিত ভাবে ফরাসীভাষায় বলিল, "কর্ত্রী, আমি উহাকে মারিয়াছি, এ কথা অস্বীকার করিব না; কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ঐ হতভাগাই আমাকে এরূপ করিতে বাধ্য করিয়াছে। আমি এক সপ্তাহ হইতে এই জর্ম্মানটার সঙ্গে একত্র কায করিতেছি; প্রথম দিন হইতেই সে আমাকে জ্বালাতন করিতেছে। আমি সকল নিন্দাকুৎসা সহ্য করিতে পারি—কিন্তু কেহ আমার সম্মুখে আমার স্বদেশের নিন্দা করিলে তাহা আমার অসহ্য! কিন্তু এ দেশের আইন কিরূপ কঠোর তাহা জানি বলিয়াই উহার কোন কথার প্রতিবাদ করি নাই। আজও কায করিতে করিতে প্রায় বিশ মিনিট পূর্ব্বে সে আমার স্বদেশ সম্বন্ধে অতি কদর্য্য ভাষায় গালাগালি আরম্ভ করিল, শুনিয়া রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল; আমিও উহাকে গালি দিলাম। তাহা শুনিয়া শ্লেসিং হাতুড়ী তুলিয়া এরূপ জোরে আমার

হাতের উপর আঘাত করিল যে, আমার হাতখানি পিষিয়া গেল !—আমার হাতের কি অবস্থা হইয়াছে দেখুন কর্ত্রী !”

আমেলিয়া তাহার নিষ্পেষিত হাতখানি দেখিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিল, তাহার পর বলিল, “তাহার পর কি হইল ?”

সালানডার্ট বলিল, “আমি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম—তাহার পর উহার মুখে লাথি মারিলাম। লাথি খাইয়া শ্লেসিং ক্ষেপিয়া উঠিল, এবং হাতুড়ী তুলিয়া আমার মাথায় মারিতে আসিল ! আমার মাথায় যদি সে সেই হাতুড়ীর এক ঘা বসাইতে পারিত, তাহা হইলে সেইখানেই আমাকে ‘অক্কা’ পাইতে হইত। আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিলাম, শ্লেসিং আমাকে মারিবার জন্য আমার পশ্চাতে দৌড়াইতে লাগিল। এইখানে আসিয়া দেখিলাম, —সে আমাকে ধরে আর কি ! তখন আত্মরক্ষার জন্য অগত্যা উহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া ইট ছুড়িলাম ; ইটখানা উহার মাথায় না লাগিয়া ঘাড়ের উপর পড়িয়াছে। যাহা যাহা ঘটিয়াছে—সমস্তই আপনাকে বলিলাম ; আমার একটি কথাও মিথ্যা নহে, আপনার নিকট কোন কথা গোপন করি নাই।—আমার কথা যে সত্য, ইহার সাক্ষীরও অভাব নাই।”

আমেলিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, “শ্লেসিংএর সঙ্গে কাহারও সদ্ভাব নাই, এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত সে লোকের সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিতেছে !—যাহা হউক, তোমার কথা সত্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে দোষ উহারই। তোমরা সকলেই নিজের ইচ্ছায় এই দ্বীপে আসিয়াছ,—এবং এখানে আসিবার পূর্ব্বে এই দ্বীপের আইনানুসারে চলিবে, অঙ্গীকার করিয়াছ। এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে কিরূপ শাস্তি পাইতে হয়, তাহাও তোমরা জান।—তোমার কথা শুনিলাম ; শ্লেসিংএর কি বলিবার আছে—তাহা পরে শুনিব।”

আমেলিয়া পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র রৌপ্য-নির্ম্মিত ‘হুইশ্ল’ বাহির করিয়া তাহাতে ফুৎকার প্রদান করিল। সেই শব্দ শুনিয়া দশ বারজন লোক অবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। আমেলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে শ্লেসিং ও সালানডার্টকে দেখাইয়া বলিল, “এই দুইজন লোককে আমার বাগানবাড়ীতে

লইয়া চল। উহারা এই দ্বীপের আইন অমান্য করিয়াছে। উহাদের অপরাধের রিচার হইবে।”

আমেলিয়া তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার বাগান-বাড়ীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। সে শুভ্র প্রস্তরনির্ম্মিত দেউড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র শুভ্রপরিচ্ছদধারী কৃষ্ণকায় একটি নিগ্রো পরিচারক দেউড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল। আমেলিয়া গৃহপ্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল ; ভৃত্য ঘোড়া লইয়া আস্তাবলের দিকে চলিল।

আমেলিয়া তাহার বাসগৃহের সুপ্রশস্ত মুক্ত বারান্দায় উঠিয়া আসিল। দুইজন লোক বারান্দার একপাশে চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছিল। তাহারা আমেলিয়াকে দেখিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া তাহার সম্মুখে আসিল। এই দুই-জনের একজন আমেলিয়ার মাতুল গ্রেভিস, অন্যজন তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রবার্ট কার্টার!—আমেলিয়া রবার্ট কার্টারকে মার্কিণ পুলিশের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই দ্বীপে লইয়া আসিয়া এই স্থানে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল।

রবার্ট কার্টার আমেলিয়ার অপ্রসন্ন মুখভাব লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, “ব্যাপার কি, আমেলিয়া? তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে—তুমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছ!”

আমেলিয়া তাহার হস্তস্থিত চাবুক দূরে নিক্ষেপ করিয়া শ্রান্তভাবে এক-খানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল, তাহার পর রবার্ট কার্টারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “হাঁ বব, আজ আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে ; আমার খুব রাগও হইয়াছে।—মামা, আপনি বসুন ; বব, তুমিও বৈস। ব্যাপার কি, তাহা বলিতেছি।”

গ্রেভিস ও বব দুইখানি চেয়ার আনিয়া আমেলিয়ার সম্মুখে উপবেশন করিলে, আমেলিয়া পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কথা তাহাদের গোচর করিল ; তাহার পর বলিল, “সালানডার্ট সত্য কথা বলিয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। লোকটার প্রকৃতি কুটিল নহে ; এই দ্বীপের আইন-কানুনের প্রতিও তাহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা

আছে। কিন্তু শ্লেসিং এই দ্বীপে আসিয়া-পর্য্যন্ত ঝগড়া-বিবাদ লইয়াই আছে; কাহারও সহিত তাহার সদ্ভাব নাই! যাহা হউক—আমি উহাদের উভয়কেই এখানে আসিবার জন্য আদেশ করিয়াছি। উহারা আসিলে, কে অপরাধী তাহা শীঘ্রই সপ্রমাণ হইবে। অপরাধীকে গুরুতর শাস্তি প্রদান না করিলে অন্যান্য লোককে শাসনে রাখা কঠিন হইবে।"

এই সময় পূর্ব্বোক্ত নিগ্রো ভৃত্য আমেলিয়ার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে সসম্মান অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল, "কর্ত্রী, আপনার আদেশে কয়েকজন লোক আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদিগকে এখানে আনিব কি?"

আমেলিয়া বলিল, "হাঁ, তাহাদিগকে লইয়া এস।"

সালানডার্ট হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া আমেলিয়ার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল, তাহার পশ্চাতেই শ্লেসিং; একজন আমেরিকান ও একজন ইংরাজ প্রহরী তাহাকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছিল।—সে পেচকের মত গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

আমেলিয়া প্রহরীদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আজ এই দ্বীপের প্রচলিত আইন লঙ্ঘিত হইয়াছে; এ জন্য অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু কে প্রকৃত অপরাধী, তাহা বিচারের পূর্ব্বে আমি তোমাদের সকলকেই কয়েকটি কথা স্মরণ করাইয়া দিব। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া ক্রমে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছি। প্রশান্ত মহাসাগরে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে আমি কি জন্য এই দ্বীপটিই উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনোনীত করি—তাহাও বোধ হয় তোমরা অবগত আছ। সমুদ্রের যে সকল মানচিত্র আছে—তাহাতে এই দ্বীপের উল্লেখ নাই; আমার জাহাজের কাপ্তেন ভিন্ন পৃথিবীর কোন দেশের কোন জাহাজের কাপ্তেন জাহাজ লইয়া এই দ্বীপে আসিবে—তাহার সম্ভাবনা নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যে সকল লোক দুষ্কর্ম্ম করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য—তাহাদিগকে আশ্রয়দানের জন্যই আমার এই উপনিবেশ স্থাপন। আমি জানি অপরাধীদের কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের কোন

উপকার করা যায় না; তাহাতে তাহাদের নৈতিক অধোগতি ভিন্ন উন্নতি হয় না। তাহাদের চরিত্র অধিকতর কলুষিত হয়, নূতন নূতন পাপে তাহারা অভ্যস্ত হয়। আমার আশ্রয়ে বাস করিয়া তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হইবে, তাহারা সৎপথে থাকিয়া স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব জীবিকার সংস্থান করিবে—এই উদ্দেশ্যেই আমি তাহাদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য করিতেছি।

"কিন্তু দেশ দেশান্তরের অপরাধীদের আশ্রয় দান করা যে কতদূর বিপজ্জনক কার্য্য, তাহা তোমাদের অজ্ঞাত নহে। তোমাদের সকলের মঙ্গলের জন্যই আমি এই বিপদ অগ্রাহ্য করিয়াছি। পৃথিবীর সকল দেশের সর্ব্বশ্রেণীর অপরাধীদের একস্থানে দলবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে শৃঙ্খলার সহিত শাসিত ও পরিচালিত করা কিরূপ কঠিন ও সঙ্কটসঙ্কুল কার্য্য, তাহাও তোমাদের অজ্ঞাত নহে। এই সকল বিভিন্ন দেশীয় অপরাধীর ভাষা ভিন্ন,—রুচি, প্রবৃত্তি, আচার ব্যবহার, জীবনযাপনের প্রণালী সকলই স্বতন্ত্র; তাহাদিগকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যাওয়ার মত দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কার্য্য আর কি আছে?

"যাহারা রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত, যাহারা চুরী করিয়াছে, ডাকাতি করিয়াছে, প্রবঞ্চনা দ্বারা অপরের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, তহবিল ভাঙ্গিয়াছে, পকেট মারিয়াছে, জাল করিয়াছে, এবং কোন-না-কোনরূপে রাজবিধান লঙ্ঘন করিয়াছে—তাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার ভয়ে আমার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছি। কেবল যাহারা নরহত্যা দ্বারা হস্ত কলুষিত করিয়াছে—তাহারাই আমার অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়াছে। এ দ্বীপে নরহন্তাদের স্থান নাই; কারণ এখানে আসিয়াও তাহারা রক্তস্রোত প্রবাহিত করিতে পারে। নর-রক্তপাতে এই দ্বীপের ভূমি কলুষিত হয়—ইহা আমার ইচ্ছা নহে।

"আমি যে উদ্দেশ্যে এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই, তাহা তোমরা এই দ্বীপের চতুর্দ্দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারিবে। তোমাদেরই সমবেত শক্তিতে, তোমাদের অক্লান্ত চেষ্টা-যত্নে ও পরিশ্রমে এই দ্বীপ ভূস্বর্গে

পরিণত হইয়াছে। সুখ, শান্তি, সন্তোষ ও প্রাচুর্য্যে আমাদের এই ক্ষুদ্র উপনিবেশ পৃথিবীর যে কোন দেশের আদর্শ হইবার যোগ্য ; অথচ এই দ্বীপের জন-সংখ্যা দেড়সহস্রের অধিক নহে ! দেড় হাজার লোক প্রাণপণে চেষ্টা করিলে কিরূপ অসাধ্যসাধন করিতে পারে—তাহা তোমরাই প্রতিপন্ন করিয়াছ। তোমরা সকলেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলাভঙ্গকারী অপরাধী ; কিন্তু এখানে যেরূপ শান্তি ও শৃঙ্খলা বর্ত্তমান, পৃথিবীর কোন দেশে তাহা নাই এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।—আমি অর্থব্যয় করিতেছি, তোমরা প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছ ; আমি কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্দেশ করিতেছি, তোমরা সকলেই অবিচলিত চিত্তে সেই পথে চলিতেছ। আমার শক্তি আছে—সেই শক্তিতে তোমরা পরিচালিত হইতেছ। যাহাদের প্রতিভা আছে—তাহারা তাহাদের প্রতিভাস্ফুরণের জন্য যথাযোগ্য উৎসাহ লাভ করিতেছে। আমি সকলের প্রতি নিরপেক্ষ ব্যবহার করিতেছি ; কারণ আমি জানি পক্ষপাতে শাসনতন্ত্র কলুষিত হয়, তাহাই অসন্তোষের বীজ। তোমরা চেষ্টা-যত্ন ও পরিশ্রমে যে সকল পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিতেছ—তাহা যাহাতে ইয়োরোপে নীত হইয়া উচিত মূল্যে বিক্রীত হয়, আমি তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছি। স্বদেশে যাহারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া অর্দ্ধাহারে, কঠোর পরিশ্রমে, নানা অনিয়মে, অত্যাচারে ও অশান্তিতে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিকষ্টে অতিবাহিত করিত,—এখানে আমার আশ্রয়ে তাহারা কত সুখে, কেমন শান্তি ও সন্তোষের সহিত কালযাপন করিতেছে তাহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ।

"বস্তুতঃ, তোমাদের কাহারও অভিযোগ করিবার কোন কারণ নাই। আমার শাসন-ছত্রতলে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতেছে—ইহা এক জনেও বলিতে পারিবে না। আমি কাহারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করি নাই ; কাহাকেও এখানে জোর করিয়া ধরিয়া রাখি নাই। ইচ্ছা করিলেই তোমরা এই দ্বীপ হইতে চলিয়া যাইতে পার। আমার জাহাজ প্রতিমাসে একবার করিয়া এই দ্বীপ হইতে দেশান্তরে যাত্রা করে ; যাহার ইচ্ছা সে সেই জাহাজে যে-কোন স্থানে যাইতে পারে—কিন্তু ইচ্ছা করিলেই আর এখানে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।— আমার

এই দ্বীপের আইন অতি কঠোর, এখানে অপরাধীর দণ্ড অতি গুরুতর; নির্ব্বাসনই সেই দণ্ড। অপরাধীগণকে জাহাজে তুলিয়া তাহাদের নিজের দেশে রাখিয়া আসা হয়। পুলিশ তাহাদের ধরিবার জন্য গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট লইয়া ঘুরিতেছে, তাহাদের দেখিলেই ধরিয়া লইয়া গিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করে; সুতরাং স্বাধীনতার স্বর্গসুখে বঞ্চিত হইয়া তাহারা নিদারুণ কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। ইহাই তাহাদের শাস্তি।

"কিন্তু আমাকে বাধ্য হইয়াই অপরাধীদের প্রতি এইরূপ গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে; নতুবা এই রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, আমার সকল চেষ্টা যত্ন পরিশ্রম ব্যর্থ হয়।—আমি কোন কারণেই তাহার অনুমোদন করিতে অসমর্থ। আজ মধ্যাহ্নকালে আমি স্বয়ং এই উপনিবেশের প্রচলিত আইন লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি; তাহা আমি উপেক্ষা করিতে পারিব না। আমি সালানডার্ট ও শ্লেসিং উভয়েরই অপরাধের বিচার করিব।—সালানডার্ট, তোমার কি বলিবার আছে, অগ্রে বল; তাহার পর শ্লেসিংএর বক্তব্য শুনিতেছি।"

আমেলিয়ার কথা শেষ হইলে সালানডার্ট কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া তাহার বক্তব্য বিষয় বলিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল।

আমেলিয়া তাহাকে বলিল, "সালানডার্ট, দুইমাস পূর্ব্বে তুমি এই দ্বীপে আনীত হইয়াছ। তুমি বুদ্ধিমান, শান্তিপ্রিয়, কর্ম্মঠ এবং বিনয়ী। তুমি দুর্ম্মতিবশতঃ প্যারিসে তোমার ভূতপূর্ব্ব মনিবের তহবিল ভাঙ্গিয়া দশহাজার ফ্রাঙ্ক আত্মসাৎ করিয়াছিলে। পুলিশ তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইলে, তুমি প্রাণভয়ে আমার প্যারিসস্থ এজেণ্টের শরণাপন্ন হইয়াছিলে। তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে—আমার আশ্রয়ে থাকিয়া কঠোর পরিশ্রমে যে অর্থ উপার্জ্জন করিবে—তদ্বারা তোমার ভূতপূর্ব্ব মনিবের ক্ষতি পূরণ করিবে,—এবং এই দ্বীপের আইন অনুসারে সাধুভাবে কালযাপন করিবে। আমি এক দিনের জন্যও তোমার কোন ত্রুটি দেখিতে পাই নাই; তোমার কার্য্যে যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম। তোমাকে যথাযোগ্য সাহায্য করিতেও ত্রুটি করি নাই।

কিন্তু অদ্য তুমি এই রাজ্যের আইন-লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী হইয়াছ। —তোমার আত্মসমর্থনের জন্য কি বলিবার আছে বল।”

সালানডার্ট বলিল, “কর্ত্রী, আপনি যাহা বলিলেন, সে সমস্তই সত্য; আমি অপরাধী, ইহা অস্বীকার করিতে পারিব না। কিন্তু এক সপ্তাহকাল শ্লেসিং আমাকে যে ভাবে উত্যক্ত করিয়াছে, আমার প্রতি যেরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছে, —তাহাতে মানুষমাত্রেই আমার মত অবস্থায় পড়িলে এইরূপ কায করিতে বাধ্য হইত। ইহা ভিন্ন আমার আত্ম-সমর্থনের জন্য আর কিছুই বলিবার নাই।” শ্লেসিং তাহার সহিত যেরূপ আচরণ করিয়াছিল, তাহা সে পুনর্ব্বার আনুপূর্ব্বিক সকলের নিকট বলিতে লাগিল।

আমেলিয়া ধীরভাবে তাহার সকল কথা শুনিল, কিন্তু কোন মতামত প্রকাশ করিল না। অনন্তর সে প্রহরীদ্বয়কে ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহারা শ্লেসিংকে তাহার সম্মুখে আনিয়া স্থাপন করিল। আমেলিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “শ্লেসিং, তুমি প্রায় একমাস পূর্ব্বে এখানে আনীত হইয়াছ। তুমি আমেরিকায় ছিলে; চুরীর অভিযোগে নিউইয়র্কের পুলিশ তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইলে তুমি প্রাণভয়ে আমার নিউইয়র্কের এজেণ্টের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলে। তুমি তাহাকে বলিয়াছিলে—তুমি নিরপরাধ, দুষ্টলোকের চক্রান্তে তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে!—আমি তোমার এই উক্তি সত্য মনে করিয়া—তুমি এই দ্বীপের প্রচলিত আইন অনুসারে চলিতে সম্মত হইলে—তোমাকে জাহাজে তুলিয়া এখানে লইয়া আসিবার আদেশ প্রদান করি। তাহার পর, তুমি যে কার্য্যের যোগ্য, সেই কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করি। হয় ত তুমি মনে করিয়াছিলে, এই দ্বীপে আসিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছ! তোমার ইচ্ছা, কোন কায কর্ম্ম না করিয়া দুবেলা দুপেট খাইবে, আর সমস্ত দিন পড়িয়া-পড়িয়া ঘুমাইবে, কিংবা ক্রমাগত লোকের সঙ্গে কলহ করিবে। আমি তোমার সম্বন্ধে যে সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাইয়াছি—তাহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। তোমার আচরণ প্রথম হইতেই অত্যন্ত আপত্তিকর;—কিন্তু তথাপি তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের ত্রুটি হয় নাই। তোমার বিরুদ্ধে

সালানডার্টের অভিযোগ কি তাহা ত শুনিয়াছ, এখন তোমার কি বলিবার আছে বল—শুনি।”

শ্লেসিং কুটিলতাপূর্ণ চক্ষুদ্বটি তুলিয়া আমেলিয়ার মুখের দিকে অবজ্ঞাভরে চাহিয়া বলিল, “ঠিক কথাই ত,আমি ঐ হারামজাদা ফরাসীটার হাত হাতুড়ী দিয়া ছেঁচিয়া দিয়াছি। ইহাতে অপরাধ হইয়া থাকে ত হইয়াছে, সেজন্য তুমি আমার ফাঁসী দিবে না কি ?”

শ্লেসিংএর কথা শুনিয়া আমেলিয়ার মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্তিম হইল ; কিন্তু সে সেই উদ্বেলিত ক্রোধ অতি কষ্টে দমন করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, “শ্লেসিং, তুমি নিজের মুখে অপরাধ স্বীকার করিলে। সালানডার্টের কথা সত্য, ইহা তোমার জবাবেই প্রতিপন্ন হইল, সুতরাং কোনও সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের প্রয়োজন নাই। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তোমার অপরাধের জন্য আমি তোমার ফাঁসী দিব কি না। আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে ফাঁসীতে লট্‌কাইতে পারিতাম,কেহই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিত না ; কিন্তু আমি যে আইন্ করিয়াছি, স্বয়ং তাহা লঙ্ঘন করি—আমার এরূপ ইচ্ছা নহে। তোমার অপরাধের যাহা যোগ্য দণ্ড—আমি সেই দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিলাম। আগামী কল্য আমার জাহাজ দেশান্তরে যাত্রা করিবে।—আজ তুমি কারাগারে আবদ্ধ থাকিবে, কাল তোমাকে সেই জাহাজে তুলিয়া নিউইয়র্কের বন্দরে রাখিয়া আসা হইবে। নিউইয়র্কের পুলিশের নিকট তোমার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে ; তাহারা তোমাকে দেখিলেই গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার পর তোমার অদৃষ্টে যাহা আছে—হইবে ; তুমি স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে। তুমি নিজের দোষেই এই দ্বীপে বস-বাসের অধিকারে বঞ্চিত হইলে ; তুমি আর আমাদের অনুগ্রহের পাত্র নহ।—প্রহরী, আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে ; আসামীকে কারাগারে লইয়া যাও।”

আমেলিয়ার কথা শেষ হইলে প্রহরীদ্বয় তাহাকে লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় সে তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, এক লম্ফে সেই গৃহের বারান্দায় উঠিয়া চক্ষুর নিমিষে আমেলিয়ার ঠিক

সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তাহার পদপ্রান্তে জানু নত করিয়া কাতর স্বরে বলিল, "কর্ত্রী, আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন ; আমাকে নিউইয়র্কে পাঠাইবেন না। আমি স্বীকার করিতেছি আমি অপরাধী ; কিন্তু ভবিষ্যতে আমি আর এরূপ কার্য্য করিব না। দয়া করিয়া এবার আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমাকে নিউইয়র্কে রাখিয়া আসিলে সেখানকার পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া 'বিজলী'-চেয়ারে বসাইয়া দিবে।"

মার্কিণ যুক্তরাজ্যে যাহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়,তাহাদিগকে ফাঁসী না দিয়া বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসাইয়া হত্যা করা হয়। হতভাগ্য শ্লেসিং প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আমেলিয়ার পদপ্রান্তে লুটাইতে লাগিল ; কিন্তু তাহার কাতরতা দর্শনে আমেলিয়ার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র করুণার উদ্রেক হইল না। সে কঠোর স্বরে বলিল, "আমি তোমার প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহা তোমাকে গ্রহণ করিতেই হইবে ; এই দ্বীপের আইন লঙ্ঘন করিলে সে অপরাধের ক্ষমা নাই।—প্রহরী, বন্দীকে অবিলম্বে লইয়া যাও।"

শ্লেসিং আমেলিয়ার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং চক্ষুর নিমিষে স্বীয় পরিচ্ছদের অন্তরাল হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া তাহা আমেলিয়ার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল !

আমেলিয়া নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। সে উঠিল না, বা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল না ; তাহার চক্ষুতে ভয়েরও চিহ্ন লক্ষিত হইল না ! প্রহরীদ্বয় কিছু দূরে ছিল। তাহারা এই ব্যাপার দেখিয়া শ্লেসিংকে ধরিবার জন্য দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই অদূরবর্ত্তী রবার্ট কার্টার বিদ্যুদ্বেগে শ্লেসিংএর সম্মুখে আসিয়া তাহার হাত হইতে ছুরিখানি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না ; ছুরিকার অগ্রভাগ রবার্ট কার্টারের দক্ষিণ করতলে বিদ্ধ হইল ! একবার নহে, দুই তিনবার ছুরিকার আঘাতে তাহার দক্ষিণ করতল বিদীর্ণ হইয়া শোণিতের স্রোত বহিতে লাগিল। ইতিমধ্যে প্রহরীরা আসিয়া শ্লেসিংএর হাত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

তাহারা তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিলে আমেলিয়া ও গ্রেভিস রবার্টের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া দিল।

* * * * *

পরদিন প্রভাতে আমেলিয়া তাহার বাসগৃহের ছাদের উপর বসিয়া রবার্টের সহিত গল্প করিতেছিল। রবার্টের দক্ষিণ করতল বেষ্টন করিয়া তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। করতলের তিনচারি স্থানে ছুরিকা বিদ্ধ হওয়ায় হাতখানি ফুলিয়াছিল, এবং হাতে অত্যন্ত বেদনা হইয়াছিল; কিন্তু কষ্টসহ রবার্টের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। 'ফ্লোর-ডি-লিজ্' নামক জাহাজখানির সেই দিনই ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা ছিল। শ্লেসিংকে কিরূপে নিউইয়র্কে নির্ব্বাসিত করা হইবে, তৎসম্বন্ধে ভ্রাতা-ভগিনীতে আলোচনা চলিতেছিল।

আমেলিয়া বলিতেছিল, "এই লোকটার প্রতি যোগ্য দণ্ডেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এরাজ্যে বিদ্রোহীর স্থান নাই। অন্যান্য লোক যদি উহার মত অবাধ্য হইয়া উঠে,তাহা হইলে শাসনশৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হইবে। আমাদের আদর্শ কত দূর উচ্চ তাহা উহার মত লোকের ধারণা করিবার শক্তি নাই।

"আমি অনেক দিন হইতেই এই উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার উন্নতিচেষ্টা করিয়া আসিতেছি। তাহার পর তুমি ডিলনের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইলে, আমেরিকাতেও তুমি নিরাপদ নহ—দেখিয়া আমি তোমাকে এখানে লইয়া আসিলাম। আমার আশ্রিত অপরাধীগণের ন্যায় তুমিও এখানে আশ্রয় লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে। আমার এজেণ্টগণ্ যথাসম্ভব সাবধান হইয়া লোক নির্ব্বাচন করিলেও শ্লেলিংএর মত দুর্দ্দান্ত লোক এখানে আসিবে না—ইহা আশা করিতে পারি না; কিন্তু তাহাদের প্রকৃতির পরিচয় পাইলেই তাহাদিগকে এখান হইতে বিতাড়িত করিব, ইহাই আমার সঙ্কল্প। শ্লেসিংকে নিউইয়র্কের বন্দরে নামাইয়া দিবার অব্যবহিত পরেই পুলিশ যে উহাকে গ্রেপ্তার করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"শ্লেসিংকে নিউইয়র্কে নামাইয়া দিয়া আমি লণ্ডনে যাইব। টাকার অভাবে আমি বড় অসুবিধায় পড়িয়াছি। আমি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়াছি, তাহার

সফলতা প্রচুর-অর্থ-সাপেক্ষ। আমার নিজের তত অধিক অর্থ নাই; সুতরাং যে কোন উপায়ে হউক, তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে না পারিলে কোন কার্য্যেই আয় বৃদ্ধির আশা নাই।"

রবার্ট কার্টার এতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে আমেলিয়ার কথা শুনিয়া যাইতেছিল, কোন প্রশ্ন করে নাই। এইবার সে জিজ্ঞাসা করিল, "লণ্ডনে গিয়া তুমি কি উপায়ে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিবে?"

আমেলিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি কয়েক দিন হইতেই অর্থসংগ্রহের উপায় চিন্তা করিতেছি। টাকাগুলি বাহির হইতে সংগ্রহ করা ভিন্ন কোন উপায় নাই।"

রবার্ট বলিল, "তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু কিরূপে ইহা সংগ্রহ করিবে? তুমি দশ বিশ হাজার পাউণ্ড ধার চাহিলেই যে কাহারও নিকট পাইবে—এ রূপ আমার আশা নাই।"

GN 36104

আমেলিয়া বলিল, "ধার চাহিলে পাইব না সত্য, কিন্তু না চাহিয়া ধার লইলে টাকার অভাব হইবে না; সুতরাং আমাকে এজন্য একটু অসাধারণ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু সে জন্য যথাসম্ভব সতর্কতা অপরিহার্য্য। যদি কোন দেশের গবর্মেণ্ট এই দ্বীপের সন্ধান পায়, তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে? মাসখানেক কি মাস-দুইয়ের মধ্যে দশ-বিশখানি যুদ্ধ-জাহাজ আসিয়া আমাদের এই দ্বীপটিকে ঘিরিয়া ফেলিবে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামানের গোলায় ইহা বিধ্বস্ত করিবে, এক প্রাণীরও প্রাণরক্ষা হইবে না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই দ্বীপের অস্তিত্ব আমাদের কয়েকজন ভিন্ন বাহিরের কোন লোক জ্ঞাত নহে। আমি, তুমি, মামা, কাপ্তেন ভঘান, মেট হেন্‌ড্রিক প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র ইহার সন্ধান জানি। ইহার অবস্থান অন্য কেহই জানিতে পারিবে না। এই দ্বীপে যাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছি, তাহারা জানে না—ইহা প্রশান্ত মহাসাগরে, কি আট্‌লান্টিক মহাসাগরে, কি ভারত মহাসাগরে অবস্থিত। ইহা বিশাল বনস্পতির অগণ্য শাখাপত্রের অন্তরাল-সংগুপ্ত একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা-তুল্য!

"আমি তোমাকে বলিয়াছি এই দ্বীপের সর্ব্ববিধ সংস্কার ও উন্নতির জন্য

ভিন্ন দেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। কাল জাহাজ লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। ফ্লোর-ডি-লিজে বিদেশ হইতে যে সকল সামগ্রী আমদানী হইবে, আজ তাহা এখানে নামাইয়া লওয়া হইবে। কাল সকালে রপ্তানী-যোগ্য মালপত্র জাহাজে বোঝাই দিয়া জাহাজ ছাড়িব। প্রথমে বোনস্ এয়ারেসে কতক মাল নামাইয়া দিব; অবশিষ্ট মাল রিওতে নামাইয়া জাহাজ লইয়া নিউইয়র্কে যাইব। সেখানে শ্লেসিংকে নামাইয়া দিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিব। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া আপাততঃ কতক টাকা সংগ্রহ করিব।"

রবার্ট বলিল, "কিরূপে সে টাকা সংগ্রহ করিবে, তাহাই ত বুঝিতে পারিতেছি না। পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ত অল্প টাকা নহে!"

আমেলিয়া বলিল, "হাঁ, অনেক টাকা। কিন্তু উহা যে সংগৃহীত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি যে ফন্দী খাটাইব, তাহা অব্যর্থ।"

রবার্ট বলিল, "তোমার কি অদ্ভুত আত্মনির্ভর! আর কেহ এ কথা বলিলে আমি নিশ্চয়ই তাহা বাতুলের প্রলাপ মনে করিতাম; কিন্তু তুমি সত্যই অসাধ্য সাধন করিতে পার। ধন্য তুমি!"

আমেলিয়া এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা না বলিয়া দুরবীণটা তুলিয়া লইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিল, তাহার পর বলিল, "ফ্লোর ডি-লিজ্ আসিতেছে, শীঘ্রই নঙ্গর করিবে। আমি হ্রদের নিকট গিয়া দেখি সকল বন্দোবস্ত ঠিক আছে কি না। ইচ্ছা হইলে তুমিও আমার সঙ্গে নীচে আসিতে পার। আমি দেশান্তরে যাইবার সময় এই দ্বীপের কর্ত্তৃত্বভার তোমাকেই দিয়া যাইব। সুতরাং সকল বিষয় তোমাকে দেখিয়া-শুনিয়া লইতে হইবে।"

রবার্ট কার্টার আমেলিয়ার সহিত দ্বীপমধ্যস্থ হ্রদের কুলে উপস্থিত হইল। সেইস্থান তাহাদের বাসগৃহ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। চতুর্দ্দিকের অসংখ্য গিরি-নির্ঝর নদীর আকার ধারণ করিয়া হ্রদের সহিত মিলিত হইয়াছে। তাহাদের উভয় কুলে শ্যামল শস্যপূর্ণ সুদৃশ্য প্রান্তর শোভা পাইতেছে। হ্রদের একস্থানে কতকগুলি নৌকা বাঁধা আছে, দ্বীপের অধিবাসীগণ প্রয়োজনানুসারে এই সকল নৌকা ব্যবহার করে; তাহা সাধারণের সম্পত্তি।

এই সকল নৌকার অদূরে কিয়দংশ স্থান টিনের 'ছাউনি' দ্বারা পরিবেষ্টিত; তাহার একধারে একটি দ্বার। আমেলিয়া রবার্টসহ সেই দ্বারের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া 'হুইশ্ল' ধ্বনি করিবামাত্র সেই দ্বার খুলিয়া একটি যুবক তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইল, এবং সসম্ভ্রমে আমেলিয়াকে অভিবাদন করিল।

বিমানচালকগণের টুপির মত এই যুবকের মস্তকে একটি শিরস্ত্রাণ। যুবকটিকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—সে ফরাসী দেশের লোক।

আমেলিয়ার সহিত সে ফরাসী ভাষায় কথা কহিতে লাগিল। যদি কোনও বহুদর্শী ইয়োরোপীয় বিমানবিহারী সেখানে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ বলিতে পারিত এই যুবক দুই বৎসর পূর্ব্বে আকাশপথে ইয়োরোপ হইতে আট্‌লান্টিক পার হইয়া আমেরিকায় গিয়া সমগ্র সভ্যজগৎকে তাহার দুঃসাহসে ও বিমানচালন-দক্ষতায় স্তম্ভিত করিয়াছিল!

তাহার পর হঠাৎ একদিন এই যুবক লোক-লোচনের অন্তরালে অদৃশ্য হয়। অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল—সে তাহার থপোতসহ সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। শেষবার তাহাকে থপোত লইয়া প্যারিস হইতে ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিতে দেখা গিয়াছিল।—তাহার পরেই সে নিরুদ্দেশ!

আমেলিয়া প্রচুর বেতন দিয়া পাঁচ বৎসরের চুক্তিতে তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিল; তাহাকে অঙ্গীকার করিতে হইয়াছিল—সে যে জীবিত আছে—ইহা বাহিরের কোন লোককে জানিতে দিবে না। এই দ্বীপের অধিবাসীগণের মধ্যে কেবল এই লোকটি কোথাও কোন অপরাধ করে নাই।

যুবকটি আমেলিয়াকে বলিল, "কাল যে কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই; আমি তখন নগরের বাহিরে একটু কাযে গিয়াছিলাম। শ্লেসিং অত্যন্ত বদ্ লোক; আপনি তাহাকে বিতাড়িত করিবার আদেশ দিয়া ভালই করিয়াছেন।"

আমেলিয়া বলিল, "আজ সকালেও তোমাকে দেখিতে পাই নাই, তোমার 'কল' লইয়া বুঝি খুব ব্যস্ত ছিলে?"

যুবক বলিল, "আপনার অনুমান সত্য। আমি বিমান পরিচালনসম্বন্ধে একটা নূতন পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছি। আমার এই চেষ্টা সফল হইলে উহাতে আরও অধিক মাল লইবার স্থান হইবে।—এবার আপনার জাহাজে কি অন্যান্য বারের অপেক্ষা অধিক মাল রপ্তানীর জন্য লইয়া যাইবার আবশ্যক হইবে?"

আমেলিয়া বলিল, "না পিয়েরী, মাল অধিক নাই। এবার কিছু তামাক, কিছু ফল আর কতকগুলি মাটীর শিল্পদ্রব্যই প্রধানতঃ রপ্তানী করা হইবে। এতদ্ভিন্ন কিছু রেশম, পিতলের বাসন ও হস্তীদন্তের শিল্প এবার নূতন প্রস্তুত হইয়াছে। তোমার বিমানে আজই আমাকে একবার জাহাজে যাইতে হইবে।"

পিয়েরী যে বিমানখানির পরিচালন-ভার পাইয়াছিল, তাহা 'ওয়াটার-প্লেন।' তাহা জলেও চলিত, আকাশেও উড়িতে পারিত। ইয়োরোপে সাধারণতঃ যে সকল 'ওয়াটার-প্লেন' দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার আকার তাহাদের অপেক্ষা বৃহত্তর। গাং-চীলের (Sea-gull) পাখার ন্যায় ইহার পাখা ছিল। একটি ইঞ্জিন কোন কারণে বিকল হইতে পারে—ভাবিয়া আমেলিয়া ইহাতে এক জোড়া ইঞ্জিন স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই বিমান-খানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত।

আমেলিয়া থ পোতখানির বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিয়া এবং হর্ষাপ্লুত নেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পিয়েরীকে বলিল, "আমার বিশ্বাস, পৃথিবীতে ইহার তুলনা নাই! তুমি তোমার কর্ম্মচারীদের ডাকিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।—জাহাজ শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিবে।"

অল্পক্ষণ পরে পর পর তিনবার সুগম্ভীর কামান গর্জ্জন শুনিয়া আমেলিয়া পিয়েরীকে বলিল, "ফ্লোর-ডি-লিজ্ নঙ্গর করিয়াছে। পর পর তিনবার কামান গর্জ্জন হওয়ায় বুঝিলাম, সে নিরাপদে কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। আমি ইয়োরোপের চিঠিপত্র ও সংবাদপত্রাদি পাঠের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি।"

পিয়েরী তৎক্ষণাৎ হুইশ্লে ফুৎকার প্রদান করিল। প্রায় দুই মিনিট পরে তিনজন কর্ম্মচারী সেই স্থানে আসিয়া আমেলিয়াকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিমানে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের স্ব-স্ব স্থানে উপবেশন করিল।

কামান গর্জ্জন শুনিয়া বহুসংখ্যক দ্বীপবাসী ঔৎসুক্যভরে হ্রদের সন্নিকটে উপস্থিত হইল! চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল! তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল আমেলিয়াকে লইয়া বিমানখানি হ্রদের একপ্রান্ত হইতে উড়িয়া গগনমণ্ডলে উত্থিত হইল। সমবেত নরনারীগণ তুমুল শব্দে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

বিমানখানি ক্রমে পূর্ব্বমুখে চলিতে লাগিল; অবশেষে সমুচ্চ গিরিচূড়া অতিক্রম করিয়া যখন তাহা মুক্ত সমুদ্রের উর্দ্ধদেশে উপস্থিত হইল, তখন আমেলিয়া সেখান হইতে তাহার জাহাজখানির দিকে চাহিয়া দেখিল—সুনীল সমুদ্রবক্ষে তাহা একখানি কাগজের নৌকার মত ভাসিতেছে!

খ-পোত নিম্নাভিমুখে অবতরণের জন্য চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল, তাহার পর ক্রমে তাহা সমুদ্রবক্ষ স্পর্শ করিল। ফ্লোর-ডি-লিজ কিছু দূরে থাকায় তাহা তাহার নিকট অগ্রসর হইল। আমেলিয়া বিমানে বসিয়া জাহাজের কাপ্তেন ভঘানকে ডেকের উপর দণ্ডায়মান দেখিল। অল্পক্ষণ পরে শুভ্রবর্ণ একখানি বোট জাহাজ হইতে সমুদ্রে নামাইয়া দেওয়া হইল। আমেলিয়া সেই বোটের সাহায্যে জাহাজে আরোহণ করিল।

কাপ্তেন ভগান্ত ও জাহাজের মেট, খালাসী প্রভৃতি সকলেই আমেলিয়াকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিত। বস্তুতঃ, আমেলিয়ার হিতসাধনের জন্য তাহারা জীবন বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হইত না। তাহারা দীর্ঘকাল পরে তাহাদের কর্ত্রীকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। আমেলিয়া মিষ্ট বাক্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া জাহাজের প্রশস্ত কেবিনে প্রবেশ করিল, এবং স্তূপীকৃত সংবাদপত্রে ও চিঠিপত্রে মনঃসংযোগ করিল। সেই সময় কেহই তাহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

অপরাহ্ণকালে আমেলিয়া পিয়েরীকে দ্বীপে প্রত্যাগমনের আদেশ প্রদান করিল; তাহার মাতুল গ্রেভিসকে ও রবার্টকে জানাইতে বলিল, সে জাহাজেই

রাত্রিবাস করিবে। আমেলিয়া রাত্রে জাহাজেই পান-ভোজন শেষ করিয়া মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রাদি পাঠ করিল।

পরদিন প্রভাতে বিমানে রপ্তানীর মালগুলি উঠাইয়া তাহা জাহাজে বোঝাই দেওয়া হইল। সেইদিন অপরাহ্ণে শৃঙ্খলিত শ্লেলিং বিমানের সাহায্যে ফ্লোর-ডি-লিজে আনীত হইল। তাহাকে জাহাজের নিম্নতলস্থ একটি কুটুরীর ভিতর আবদ্ধ রাখা হইল। রাত্রিশেষে ফ্লোর-ডি-লিজ্ কামান গর্জ্জনে প্রশান্ত-সাগরের স্তব্ধ বক্ষঃ প্রতিধ্বনিত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইল। অদূরবর্ত্তী পানামা খাল তাহার লক্ষ্য।

আমেলিয়া তাহার বিরাট সঙ্কল্প সাধনের উদ্দেশ্যে বিপুল অর্থ সংগ্রহের জন্য এই জাহাজে ইংলণ্ডে যাত্রা করিল।—সে কি কৌশলে এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল, এবং তাহার পর কিরূপ বিস্ময়কর বিচিত্র কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ মূল আখ্যায়িকায় পাঠ করিবেন।

গ্রন্থ-সূচনা-সমাপ্ত

রূপসীর অজ্ঞাতবাস

(মুল আখ্যায়িকা।)

প্রথম পরিচ্ছেদ

মিঃ সাইমন কেন্‌টিস্ জাতিতে ইহুদী। অমর কবি সেক্সপিয়ার সাইলককে সৃষ্টি করিয়াই বোধ হয় মানব সমাজের সম্মুখে ইহুদী জাতির অর্থগৃধ্নুতা ও হৃদয়-হীনতার উজ্জ্বল আদর্শরূপে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন; সাইমন কেন্‌টিস্‌ও এই শ্রেণীর। ইয়োরোপের অনেক উপন্যাসেই কেন্‌টিসের ন্যায় ইহুদীর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ পৃথিবীর কোন সভ্য দেশেই সজীব কেন্‌টিসের অভাব নাই।

যে-কোন উপায়ে হউক, অর্থসঞ্চয়ই কেন্‌টিসের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অর্থই তাহার একমাত্র দেবতা। সে বিবাহ করে নাই, কারণ বিবাহ করিলেই ব্যয়-বৃদ্ধি অপরিহার্য্য! স্ত্রীটিকে প্রতিপালন করিতে অর্থব্যয়, তাহার গর্ভে সন্তান-সন্ততি জন্মিলে তাহাদের জন্য আর এক দফা অর্থব্যয়। ব্যয় করিয়াই যদি 'ফতুর' হইতে হইল, তাহা হইলে অর্থ সংগ্রহ করিয়া লাভ কি? তবে অনাহারে থাকিলে প্রাণরক্ষা হয় না, এবং প্রাণরক্ষা না হইলে অর্থ সঞ্চয় হয় না; সুতরাং দগ্ধোদর পূর্ণ করিবার জন্য অত্যন্ত অনিচ্ছা সহকারে তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিতে হইত। সাইলক একাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে বোধ হয় কেন্‌টিসের নিকট অর্থসঞ্চয়ের কৌশল শিখিয়া লইতে পারিত।

তাহার পিতা মৃত্যুকালে তাহাকে কিছু টাকা দিয়া গিয়াছিল। কেন্‌টিস বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অর্থ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। লণ্ডনের চিপ্‌সাইড পল্লীর অদূরে একটি সঙ্কীর্ণ পথের উপর একটি পুরাতন

দোতালা অট্টালিকার দ্বিতলে তাহার আফিস ছিল। সেই আফিসে বসিয়া সে মহাজনী করিত। আফিসের দ্বারে তাহার নাম লেখা ছিল। আফিসের ভিতর একখানি জীর্ণ ডেস্ক, খানদুই তিন পুরাতন বিবর্ণ চেয়ার, কোনখানির হাতা নাই, কোনখানির পায়া ভাঙ্গা, ও দড়ি দিয়া বাঁধা! এক পাশে একটি লোহার সিন্ধুক; এই সিন্ধুকটি আফিসের অন্যান্য আসবাবের সহিত খাপ খাইত না; কারণ তাহা অত্যন্ত মূল্যবান ও সুদৃঢ়, আকারেও বৃহৎ।—চোরের ভয়েই তাহাকে এই অপব্যয়ের প্রশ্রয় দিতে হইয়াছিল।

ব্যয়বাহুল্য ভয়ে কেন্‌টিস্ তাহার আফিসে কোন কেরাণী, এমন কি, একটি পরিচারকও রাখিত না। বাহিরের কোন লোক তাহার আয়ের সন্ধান পায়, ইহাও তাহার ইচ্ছা ছিল না। সে স্বয়ং তাহার আফিসের সকল হিসাবপত্র লিখিত। প্রাসাদোপম অট্টালিকায় আফিস খুলিলে ও বিজ্ঞাপনে প্রচুর অর্থব্যয় করিলে মহাজনী ব্যবসায়ের উন্নতি হয়, ইহা সে বিশ্বাস করিত না! তাহার শিকার সংগ্রহের ব্যবস্থা ভিন্ন প্রকার ছিল। তাহার কৌশল এরূপ অব্যর্থ ছিল যে, যে একবার ঋণ গ্রহণের জন্য তাহার ফাঁদে পা দিত—তাহার আর নিষ্কৃতি লাভের আশা থাকিত না! মহাজনী ব্যবসায়ে সকলকেই কখন-না কখন কিছু-না-কিছু ক্ষতি সহ্য করিতেই হয়; কিন্তু তেইশ বৎসর ব্যবসায় করিয়া কেন্‌টিস্ কোন দিন এক পেনীও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। সে যাহাকেই টাকা ধার দিত—সুদে-আসলে তাহা সমস্তই আদায় করিত; সুতরাং বলা বাহুল্য সে যাহাকে-তাহাকে টাকা ধার দিত না।

লণ্ডনের ন্যায় প্রকাণ্ড সহরে এরূপ 'ফারম' অনেক আছে, যাহাদিগকে কোন-না-কোন সময়ে অর্থসঙ্কটে পড়িয়া প্রায় দেউলিয়া হইতে হয়। কিন্তু যাহাদের আত্মসম্মান আছে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত থাকাই যাহাদের উদ্দেশ্য, এবং দুর্নামকে যাহারা মৃত্যুর অধিক ভয় করে—তাহারা দেউলিয়া হওয়া ঘোর অপমান ও কলঙ্কের বিষয় মনে করে।—সাইমন কেন্‌টিস্ এই সকল ব্যবসায়ীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রয়স্থল। কেন্‌টিস্ সন্ধান লইয়া যদি জানিতে পারিত—টাকা আদায় হইবার উপায় আছে,—তাহা হইলে যত টাকা-

রই আবশ্যক হউক—তাহার সিন্ধুক হইতে বাহির করিতে পারিত! এমন কি কোন্ 'ফারম' কিরূপ ক্রটিতে বিপন্ন হইয়াছে—কেন্‌টিস্ তাহারও সন্ধান রাখিত। কোন্ ফারম বিপন্ন হইয়া তাহার সাহায্য গ্রহণের জন্য আসিবে—তাহাও সে যেন দৈবশক্তিবলে বুঝিতে পারিত। ব্যাঙ্কওয়ালারা যাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া টাকা কর্জ্জ দিত না, কেন্‌টিস্ তাহাদের সম্বন্ধে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিত টাকা মারা যাইবে না।

সে টাকা ধার দিত বটে, কিন্তু যে সকল সর্ত্তে ও যে সুদে টাকা কর্জ্জ দিত, তাহা শুনিলে ঋণগৃহীতার মুখ চুণ হইয়া যাইত। শতকরা বার্ষিক ত্রিশ টাকা হারে সুদ দেওয়ার অঙ্গীকারে তাহার নিকট টাকা কর্জ্জ লইতে হইত। বিপন্ন ব্যবসায়ীরা প্রথমে এইরূপ সাংঘাতিক সুদে টাকা কর্জ্জ লইতে অসম্মত হইয়া তাহাকে বিদায় দিত। সে তাহার আফিসে আসিয়া 'মাকড়সা যেমন শিকারের প্রতীক্ষায় তাহার জালের মধ্যস্থলে বসিয়া থাকে, সেইরূপ স্থিরভাবে বসিয়া লুব্ধনেত্রে সুযোগের প্রতীক্ষা করিত! অবশেষে সুযোগ উপস্থিত হইত। হতভাগ্যেরা তাহার ফাঁদেই পদার্পণ করিত।—সাইমন কেন্‌টিস্ এইভাবে ক্রমাগত তেইশ বৎসর মহাজনী করিয়া আসিয়াছে। তেইশ বৎসর পূর্ব্বে সে তাহার পিতার নিকট দশহাজার পাউণ্ড মূলধন পাইয়াছিল; কিন্তু এই তেইশ বৎসর মহাজনী করিয়া যে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা দিয়া সে উহার তিনগুণ আয়ের জমিদারী ক্রয় করিতে পারিত! এই সময়েও তাহার কোন বন্ধু তাহাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে বলিলে সে উত্তর দিত, "টাকা কোথায় যে বিবাহ করিব?—ব্যবসার-কার্য্য বড়ই মন্দা। যাহা উপার্জ্জন করি—তাহা খাইতেই কুলায় না।"—এ সময়েও সে হোটেলে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে কষ্টবোধ করিত!

বিপন্ন স্বদেশবাসীর হৃদয়-শোণিত আকণ্ঠ পান করিয়া যাহার উদর এইরূপ স্ফীত হইয়াছিল, ভগবানের অভিসম্পাত অব্যর্থ বজ্রের ন্যায় কখন কিভাবে তাহার মস্তকে নিপতিত হইয়া তাহাকে চূর্ণ করিবে—তাহা সে কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমেলিয়া ক্লোর-ডি-লিজ্ জাহাজে যথাসময়ে ইংলণ্ডে পদার্পণ করিল, এবং রসেল স্কোয়ারের অদূরে একটি ক্ষুদ্র হোটেলে বাসা লইল।

লণ্ডনে উপস্থিত হইবার পর দুইদিন পর্য্যন্ত সে নানা কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া দিবারাত্রি নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তৃতীয় দিন প্রভাতে সে তাহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া কতকগুলি চিঠিপত্র লিখিতেছিল। এই কয় দিনের মধ্যে সে তাহার সঙ্কল্পিত অর্থসংগ্রহের কোন ব্যবস্থা করিতে পারে নাই; এ জন্য তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল। যে বিপুল ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠানে সে হস্তক্ষেপণ করিয়াছিল—প্রচুর অর্থ সংগৃহীত না হইলে তাহা সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; অথচ কোন বৈধ উপায়ে এই অগণিত অর্থসংগ্রহের আশা নাই—তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। বিপুল অর্থব্যয়ে সে যদি তাহার দ্বীপের শিল্পবাণিজ্যের আশানুরূপ উন্নতি সাধন করিতে পারে—তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহা অফুরন্ত স্বর্ণখনির ন্যায় আয়ের সম্পত্তি হইবে, যে টাকা এখন ব্যয় করিতে হইবে—তাহার বহুগুণ অর্থ লাভ হইবে,—এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না; কিন্তু বর্ত্তমানের ব্যয়নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ কোথায়?

কিন্তু সে কেবল অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই লণ্ডনে উপস্থিত হয় নাই; দ্বীপের জনসংখ্যা বর্দ্ধিত করাও আবশ্যক। শিল্পজাত ও বাণিজ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হইলে অধিক লোকের আবশ্যক। লোক সংগ্রহের জন্য সে পূর্ব্ব হইতেই ইয়োরোপের প্রায় সকল দেশেই বিশ্বাসী এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছিল; এই সকল এজেণ্টের অধীনে বহুসংখ্যক গুপ্তচর ছিল। কোন্ দেশের কোন্ নগরে কে কি অপরাধ করিল, কে কি ভাবে কত টাকা সঞ্চয় করিয়াছে, এবং সেই টাকা কি ভাবে ব্যয় করিতেছে,—ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রহ করাই এই সকল গুপ্তচরের প্রধান কার্য্য ছিল। যাহারা কোন অপরাধ করিয়া অনুতপ্ত

হইয়া ভবিষ্যতে সৎপথে থাকিয়া জীবিকানির্ব্বাহের সঙ্কল্প করিত, আমেলিয়া অবিলম্বে তাহাদের সকল পরিচয় জানিতে পারিত। পুলিশ তাহাদের ধরিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিত না, কিন্তু আমেলিয়ার গুপ্তচরেরা তাহাদের আবিষ্কার করিত, এবং তাহাদিগকে যথেষ্ট আশা-ভরসা দিয়া প্রলুব্ধ করিত।

আমেলিয়া লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া তাহার লণ্ডনস্থ এজেণ্টের নিকট জানিতে পারিল, আপাততঃ চারিজন লোক তাহার সাহায্য-প্রার্থী।

এই চারিজনের মধ্যে একজন রুষরাজধানী পেট্রোগ্রাড, একজন মাদ্রিদ, এবং একজন প্যারিস হইতে লণ্ডনে পলাইয়া আসিয়াছিল; আর একজন ইংরাজ—লণ্ডনেরই অধিবাসী।

আমেলিয়া স্থির করিয়াছিল, এই চারিজন যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, এবং প্রতিপন্ন হয়—তাহারা তাহার আশ্রয় লাভের যোগ্য, তাহা হইলে সেই দিনই তাহাদিগকে ফ্লোর-ডি-লিজে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। আমেলিয়া পত্রগুলি শেষ করিয়া তাহার লণ্ডনস্থ এজেণ্টের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বেলা এগারটার সময় তাহার দেখা করিতে আসিবার কথা ছিল।

বেলা ঠিক এগারটার সময় একটি খর্ব্বকায় একহারা চেহারার লোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার চক্ষুতে সোণার চশমা, পরিচ্ছদ সম্ভ্রান্ত লোকের মত। সে আমেলিয়াকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমেলিয়া তাহাকে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "মিঃ কাউলিং, তুমি ঠিক সময়ে আসিয়াছ দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি যে চারিজন লোকের কথা লিখিয়াছিলে—তাহাদের আনিয়াছ কি?"

কাউলিং বলিল, "হাঁ কর্ত্রী, আমি তাহাদের লইয়া আসিয়াছি; তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের এক সঙ্গেই এখানে আনিব, কি—একে একে লইয়া আসিব?"

আমেলিয়া ডেস্কের দেরাজ হইতে একখানি কাগজ টানিয়া লইয়া, তাহাতে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "একে একে আনাই ভাল। প্রথমে আমি পস্‌কফের

সঙ্গে দেখা করিব ; তাহার পর এই তালিকায় পর পর যেমন নাম আছে—সেই-রূপ পর পর তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিবে। তালিকাখানি তুমি লইয়া যাও।"

কাউলিং সেই কাগজখানি লইয়া বাহিরে গেল। কাউলিং একজন উত্তমর্ণের কবলে পড়িয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল ; আমেলিয়া তাহার বিপদের কথা শুনিয়া অনেক টাকা দিয়া তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিল। সেই সময় হইতেই সে তাহার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল।

কাউলিং সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার একমিনিট পরে একটি প্রকাণ্ড জোয়ান,—মুখে প্রচুর দাড়িগোঁফ, চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র কিন্তু উজ্জ্বল—আমেলিয়ার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল।

এই যুবকের নাম পস্‌কফ্‌ ; সে রুষরাজধানী হইতে আসিয়াছিল। পস্‌কফ্‌ একজন ফেরারী আসামী।

আমেলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "শুনিলাম তুমি একজন ফেরারী আসামী, পুলিশের ভয়ে পেট্রোগ্রাড হইতে লণ্ডনে পলাইয়া আসিয়াছ। আরও জানিতে পারিলাম, তুমি আমাদের আশ্রয়-প্রার্থী। তোমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ হইয়াছিল, এবং তুমি কি অপরাধ করিয়াছিলে, তাহা না শুনিলে আমি কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিব না। আমার কাছে মিথ্যা বলিয়া লাভ নাই ; কারণ তোমার অপরাধের বিবরণ পূর্ব্বেই আমার নিকট পেশ হইয়াছে। আমার এজেণ্ট তোমার সম্বন্ধে সকল কথাই জানে। তুমি সত্য বলিতেছ কি মিথ্যা বলিতেছ তাহা আমি বুঝিতে পারিব।"

আমেলিয়া রুষ ভাষায় তাহাকে এই কথা বলিলে সে উত্তর করিল, "কর্ত্রী, আমি আপনাকে সত্য কথাই বলিব। দাঙ্গার অভিযোগে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। একটা মদের আড্ডায় তিনজন লোকের সঙ্গে আমার বচসা হয়, শেষে তাহারা আমাকে মারিতে আসে ; আমি আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করি। একজনের মাথা ফাটিয়া যায়। পুলিশ আমাকে ধরিতে আসিলে আমি পলায়ন করি। শেষে আমার বিরুদ্ধে

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইলে আমি লণ্ডনে পলাইয়া আসি। এখানে আসিয়া আমার দেশের একজন লোকের কাছে—আপনার দয়ার কথা জানিতে পারি। আপনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন তাহাই করিব; আমাকে জেলে যাইতে না হয়, তাহার উপায় করুন। আমি আপনার শরণাগত।"

আমেলিয়া রুষীয় এজেণ্ট-প্রদত্ত রিপোর্ট পাঠ করিয়া দেখিল, লোকটা সত্য কথাই বলিয়াছে। তখন সে পস্‌কফ্‌কে বলিল, "তুমি সত্য কথা বলিয়াছ। তুমি কাউলিংএর কাছে যাও—সে তোমাকে আজ লুকাইয়া রাখিবে, তাহার পর তুমি নিরাপদ স্থানে প্রেরিত হইবে; তোমাকে জেলে যাইতে হইবে না। কিন্তু তোমাকে নিরাপদ স্থানে পাঠাইবার পূর্ব্বে কতক-গুলি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইবে। যদি তাহাতে সম্মত না হও—তাহা হইলে আমরা তোমাকে আশ্রয় দান করিতে পারিব না।—বাহিরে যাও।"

পস্‌কফ্‌ আমেলিয়াকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। অতঃপর যে ব্যক্তি আমেলিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইল—সে স্পেন দেশের লোক। খর্ব্বাকৃতি, কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ; চক্ষু অত্যন্ত চঞ্চল। সে আমেলিয়াকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলে আমেলিয়া তাহাকে তাহার স্বদেশীয় ভাষায় বলিল, "তোমার অপরাধ কি সত্য বল; তাহার পর আমার যাহা বলিবার আছে বলিব।"

স্প্যানিয়ার্ডটা বলিল, "কর্ত্রী, আমি আপনার আশ্রয় লাভের জন্য আসিয়াছি। মাদ্রিদে একটা লোক খুন হয়—পুলিশ আমাকে অন্যায় করিয়া সন্দেহ করে। সত্যই আমি তাহাকে খুন করি নাই। আমি পেড্রো বেনাডো সম্পূর্ণ নিরপরাধ। কিন্তু পুলিশের কারসাজীতে আমার প্রাণদণ্ড হইতে পারে, এই ভয়ে আমি লণ্ডনে পলাইয়া আসিয়াছি। আপনি আমাকে আশ্রয়দান করুন; শুনিয়াছি আপনার না কি খুব দয়া?" আপনার রূপগুণ দুই-ই আছে!"

আমেলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি সত্যই নিরপরাধ?"

পেড্রো বেনাডো বলিল, "হাঁ সুন্দরী, আমি সত্যই নিরপরাধ। আমি শপথ—"

আমেলিয়া তাহার কথায় বাধা দিয়া সরোষে বলিল, "মিথ্যাবাদী! তোমার মিথ্যা শপথ আমি বিশ্বাস করিব—এরূপ আশা করিও না। আমার মাদ্রিদের এজেণ্ট জানাইয়াছে, তুমি সত্যই নরহত্যা করিয়া এদেশে পলাইয়া আসিয়াছ। খুনী আসামী আমার দয়ার পাত্র নহে; এরূপ লোককে আমি আশ্রয় দান করি না। তুমি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।"

বেনাডো মুহূর্ত্তের জন্য ক্রুদ্ধ নেত্রে আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর চক্ষুর নিমিষে পকেট হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া আমেলিয়াকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; কর্কশ স্বরে বলিল; "যদি তুমি আমাকে আশ্রয়দান না কর—তাহা হইলে এই ছুরি তোমার বুকে বসাইয়া দিব। যদি মরিতে হয়, তোমাকে না মারিয়া মরিব না।"

আমেলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে একটি টোটা-ভরা পিস্তল ডেক্সের কাগজপত্রের ভিতর হইতে বাহির করিয়া তদ্বারা বেনাডোর ললাট লক্ষ্য বরিয়া বলিল, "সাবধান! যদি আর পদমাত্র অগ্রসর হও—তাহা হইলে তোমাকে কুকুরের মত গুলি করিয়া মারিব। আমাকে খুন করিবে—তোমার এত সাহস? ছুরি ফেলিয়া শীঘ্র বাহিরে চলিয়া যাও,—নতুবা তোমার মঙ্গল নাই।"

স্প্যানিয়ার্ডটা প্রাণভয়ে ছুরি ফেলিয়া দিয়া আমেলিয়ার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল।

আমেলিয়া পিস্তলটি কাগজের নীচে লুকাইয়া রাখিল। অল্পক্ষণ পরে একটি ফরাসী যুবক ধীরপদ-বিক্ষেপে আমেলিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইল। যুবকটিকে দেখিয়াই আমেলিয়ার বিশ্বাস হইল—সে ভদ্রসন্তান।

যুবকটি আমেলিয়াকে সসম্মান অভিবাদন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "কর্ত্রী, আমার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন। আমি মনে করিয়াছিলাম—যাঁহার আশ্রয় গ্রহণের জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি, তিনি বোধ হয় চস্‌মাধারিণী কোনও প্রাচীনা মহিলা। কিন্তু দেখিতেছি আমার অনুমান সত্য নহে।

যাহাই হউক, আপনি কি আমাকে আপনার আশ্রয় প্রদানের যোগ্য বিবেচনা করিবেন না ?”

আমেলিয়া বলিল, “তোমার সকল কথা না শুনিয়া আমি মতামত প্রকাশ করিতে পারিব না।”

ফরাসী যুবক বলিল, “তবে শুনুন। রাজনীতিক অপরাধে আমি আজ দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ‘স্বর্গাদপি গরিয়সী’ মাতৃভূমির ক্রোড় বিচ্যুত হইয়াছি। আমার দলের লোকেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাকে ধরাইয়া দিয়াছিল ; কিন্তু আমি পুলিশের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি। জীবনের অবশিষ্ট কাল দুঃসহ কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই। এই জন্যই আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাকে আশ্রয়দান করুন।”

আমেলিয়া সংযত স্বরে বলিল, “যুবক, তোমার স্বদেশ হইতে আমি তোমার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পাইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়াছি। তুমি সত্য কথা বলিয়াছ। তুমি তোমার স্বদেশীয় গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। তুমি উদ্যমশীল যুবক, কিন্তু তুমি ভ্রান্ত। আশা করি এখন তুমি তোমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছ। তুমি অনায়াসে সকল দোষ তোমার সহযোগীগণের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারিতে ; কিন্তু তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের অপরাধ গোপন করিয়াছ। এই জন্য আমি তোমাকে আশ্রয় দান করিব। তুমি কাউলিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে আজ তোমাকে নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া রাখিবে ; তাহার পর যদি তুমি আমার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হও—তাহা হইলে তোমাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইবে। সেখানে তুমি পূর্ব্ববৎ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাইবে।”

ফরাসী যুবক বলিল, ‘ধন্যবাদ কর্ত্রী ! আপনাকে শত ধন্যবাদ, আমি ক্রীতদাসের ন্যায় আপনার সকল আদেশ পালন করিব।”

এই যুবক সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে একটি ইংরাজ যুবক সেই

কক্ষে প্রবেশ করিল। সে আমেলিয়াকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইবামাত্র আমেলিয়া ইংরাজী ভাষায় তাহাকে বলিল, "জন ফিন্‌লে! তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? তুমি পুলিশের ভয়ে কি জন্য লুকাইয়া বেড়াইতেছ? গৃহে তোমার স্ত্রী আছে, শিশু সন্তান আছে;—তাহাদের মুখের দিকে একবার চাহিলে না? তোমার কি বলিবার আছে বল।"

জন ফিন্‌লে অবনত মস্তকে অস্ফুট স্বরে বলিল, "শুনিয়াছি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সাহায্য পাওয়া যায়,—সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার কোন পরিচয়ই আমি জানি না; তবে যে ভদ্রলোক আমাকে আশা ভরসা দিয়াছেন, তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া সাহায্য লাভের প্রত্যাশায়—তাঁহারই পরামর্শে আপনার দ্বারস্থ হইয়াছি। আমি মনে করিয়াছিলাম—যাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইব, তিনি পুরুষ; এখন দেখিতেছি তিনি রমণী!—যাহা হউক, আপনি বোধ হয় আমার সম্বন্ধে সকল কথাই শুনিয়াছেন।"

আমেলিয়া বলিল, "হাঁ শুনিয়াছি; কিন্তু তথাপি তোমার নিজের মুখে তোমার অপরাধের কথা শুনিতে চাই। আশা করি তোমার কাছে সত্য কথাই শুনিতে পাইব। আমি শুনিয়াছি তুমি এই নগরে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে। দুই বৎসর পূর্ব্বে তোমার বিবাহ হইয়াছে, তোমার একটি কন্যাও হইয়াছে। গত ছয় মাস হইতে তোমার ব্যবসায় নষ্ট হইয়াছে; ঋণদায়ে তুমি আদালতের বিচারাধীন হইয়া 'ফেরার' হইয়াছ। কিন্তু তোমার অপরাধ এরূপ গুরুতর নহে যে, বিচারে তোমার কারাদণ্ড হইবে। তুমি যখন জেলে যাইবার ভয়ে পলাইয়া বেড়াইতেছ, তখন নিশ্চয়ই তুমি প্রবঞ্চনামূলক কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, তোমার অপরাধ কি, সত্য বল।"

ফিন্‌লে বলিল, কর্ত্রী, আপনার অনুমান সত্য। কেবল দেনার দায়ে অভিযুক্ত হইলে আমার জেলে যাইবার তত আশঙ্কা ছিল না; কিন্তু আরও কিছু আছে। আমার সকল কথা শুনিলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বে আমার কারবার বেশ ভালই চলিয়াছিল, কিন্তু আমি ডুবিতে বসিয়াছি! আমার

স্ত্রী আমার সর্ব্বনাশের কথা কিছু জানে না। আমি পলাইয়া বেড়াইতেছি। তাহাও সে জানে না; তাহার বিশ্বাস আমি কয়েক দিনের জন্য দূরস্থ পল্লীতে কোন বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছি! আমার বুদ্ধির দোষেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। এক বৎসর পূর্ব্বে আমি কুসংসর্গে মিশিয়া জুয়া খেলিতে আরম্ভ করি। আশা ছিল—'দাঁও' মারিয়া অবস্থার উন্নতি করিব; কিন্তু ক্রমেই অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল, ঋণ-জালে জড়িত হইলাম। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি আর একটি গুরুতর ভ্রম করিয়া বসিলাম। উত্তমর্ণগণকে আমার সঙ্কটের কথা বলিয়া তাহাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা না করিয়া আমি একটা সুদখোর ইহুদীর নিকট আমার সর্ব্বস্ব বন্দক দিয়া দশ হাজার পাউণ্ড কর্জ্জ করিলাম। কিন্তু সে টাকাও জুয়ায় নষ্ট করিলাম! এখন আমার আর কিছুই নাই। আমি আমার মহাজনদের দেনা পরিশোধের জন্য সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলে ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম; কিন্তু তাহারা এখন কিছুই পাইবে না, ইহুদীটাই সমস্ত গ্রাস করিবে। আমার মহাজনেরা এ সন্ধান পাইলে আর আমার রক্ষা নাই। দুশ্চিন্তায় আমি ক্ষিপ্তবৎ হইলাম। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন মিঃ কাউলিংএর সহিত সাক্ষাৎ হইল; তাহার নিকট শুনিলাম আপনার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে আমি নিরাপদ হইব, এইজন্য আশ্বস্ত হৃদয়ে আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া আমার মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করিব—ইচ্ছা করিয়াছি; কিন্তু কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলে আমার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।"

আমেলিয়া বলিল, "তোমার স্ত্রী-কন্যার কি উপায় হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?"

ফিন্‌লে বলিল, "তাহারাও আমার সঙ্গে যাইবে। তাহারা আর কোথায় আশ্রয় পাইবে? তাহাদের মুখের দিকে চাহে এরূপ লোক পৃথিবীতে আর কেহই নাই।"

আমেলিয়া বলিল, "আমি তোমার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ; এখন কাউলিংএর কাছে যাও। আজ রাত্রেই যেন তোমার

স্ত্রী-কন্যা তোমার সঙ্গে যোগদান করে। আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। সৎপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন দ্বারা যাহাতে তোমার মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করিতে পার—আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। কিন্তু আমি একটা কথা জানিতে চাই; তুমি যে ইহুদীটার কাছে সর্ব্বস্ব বন্দক দিয়া দশহাজার পাউণ্ড কর্জ্জ করিয়াছ, তাহার নাম কি? টাকাগুলি তুমি কিরূপ সর্ত্তে ধার লইয়াছ—সমস্ত খুলিয়া বল।"

ফিন্‌লে বলিল, "সেই ইহুদীর নাম সাইমন্ কেন্‌টিস্। সে কিরূপে আমার বিপদের কথা শুনিল বলিতে পারি না, একদিন আমার আফিসে আসিয়া বলিল, যদি আমি তাহাকে শতকরা বার্ষিক ত্রিশপাউণ্ড হারে সুদ দিতে সম্মত হই, তাহা হইলে সে আমাকে দশহাজার পাউণ্ড কর্জ্জ দিতে পারে। আমি অগত্যা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া এই টাকা গ্রহণ করিলাম। তাহার পর তাহাকে কিস্তি-কিস্তি সুদ দিয়া আসিতেছিলাম। তাহাকে মাসিক আড়াইশত পাউণ্ড সুদ দিতে হইত; কিন্তু ইহা আমার সাধ্যাতিরিক্ত। গত ছয় মাস হইতে তাহার সুদ বাকি পড়িয়াছে; চুক্তিনামার সর্ত্ত অনুসারে সে কাল আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দখল করিবে। কাল আমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া যাইবে।"

আমেলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "সাইমন্ কেন্‌টিস্! আচ্ছা, তুমি এখন কাউলিংএর কাছে যাও। তোমার স্ত্রী কন্যাকে আনাইয়া, তোমার স্ত্রীর নিকট সকল কথা বলিয়া তোমার প্রস্তাবে তাহাকে রাজী করিবে। আশা করি সে তোমাকে তোমার সঙ্কল্প-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবে না, পতিব্রতা রমণীর ন্যায় তোমার অনুসরণ করিবে।"

জন ফিন্‌লে আমেলিয়াকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিল। কয়েক মিনিট পরে মিঃ কাউলিং তাহার সম্মুখে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল।

কাউলিং বলিল, "উহাদের পাঠাইয়া দিয়া আসিলাম; কেবল বেনাডোকে তাড়াইয়া দিয়াছি। সে নাছোড়বান্দা, কিছুতেই যাইবে না! শেষে পুলিশ ডাকিবার ভয় দেখাইয়া তাহাকে তাড়াইলাম।"

আমেলিয়া বলিল, "অবশিষ্ট তিনজনকে আশ্রয় দানে আমার অনিচ্ছা নাই।

ফিন্‌লে স্ত্রী কন্যাদের সঙ্গে লইয়াই যাইবে। তাহার আন্তরিকতায় আমার সন্দেহ নাই। যে সুদখোর ইহুদীটা তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে; তাহার নাম সাইমন্ কেন্‌টিস্। আমি এই লোকটার সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্বেও শুনিয়াছি; ফিন্‌লের নিকটেও কিছু কিছু শুনিলাম। এই সুদখোর ইহুদীটাই ফিন্‌লের সর্ব্বনাশের মূল। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহার সম্বন্ধে সকল কথা আমাকে জানাইতে চাও। আমি এবার কোনও বিশেষ প্রয়োজনে লণ্ডনে আসিয়াছি; কেন্‌টিসের যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহা সত্য হইলে সে আমার কাযে লাগিবে।

কাউলিং আমেলিয়ার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। আমেলিয়া পুনর্ব্বার স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

* * * *

নভেম্বর মাস, রাত্রিকাল। বাহিরে যেমন প্রচণ্ড শীত, সেইরূপ গাঢ় কুজ্ঝটিকা। পথে বাহির হইলে একহাত দূরের বস্তু দেখা যায় না! রাজপথের দীপরশ্মি সেই কুজ্ঝটিকার যবনিকা ভেদ করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হয় না —লণ্ডনের কুজ্ঝটিকা যে কিরূপ অদ্ভুত পদার্থ, তাহা যিনি না দেখিয়াছেন— তিনি বুঝিতে পারিবেন না। এইরূপ রাত্রে আমেলিয়া রসেল ষ্ট্রীটের হোটেলে তাহার উপবেশন-কক্ষে অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে বসিয়া কতকগুলি কাগজ পাঠ করিতেছিল। সেই কক্ষের দ্বার-জানালাগুলি বন্ধ থাকিলেও ধূমরাশির ন্যায় কুজ্ঝটিকা-স্তর অলক্ষ্য পথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল; কিন্তু সেদিকে আমেলিয়ার লক্ষ্য ছিল না।

আমেলিয়া যে কাগজগুলি পাঠ করিতেছিল—তাহা সাইমন্ কেন্‌টিস্ সম্বন্ধীয় রিপোর্ট। কাউলিং এই রিপোর্ট সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহাকে পাঠাইয়াছিল।

পাঠ শেষ করিয়া আমেলিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "ফিন্‌লে এই ইহুদীটার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, তাহা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। সে কিরূপ ভীষণ প্রকৃতির লোক ফিন্‌লে তাহা ধারণা করিতে পারে নাই। লোকটা মানুষ, না পিশাচ? পৃথিবীতে অনেক কৃপণ আছে, কিন্তু এরূপ কৃপণ বোধ হয় আর

একটিও নাই। এরূপ শিকার আর কোথায় পাইব ? লোকটার আফিস ১৬ নং লিট্‌ল বুকার ষ্ট্রীটে, তেতালার উপর। এই বাড়ীটার অন্যান্য অংশে কয়েকজন ইহুদী ব্যবসায়ীর দোকান। কোন কোন দোকানদার দোকানেই রাত্রিযাপন করে,—সাইমন্ কেন্‌টিস্ তাহাদের অন্যতম। উহার পিতা জর্ম্মানীর ফ্রাঙ্ককোর্ট নগর হইতে লণ্ডনে আসিয়া ব্যবসায়-সূত্রে বাস করিত। সে এদেশে আসিবার সময় সাইমন্ দশবৎসরের বালক মাত্র। পিতার মৃত্যুর পর সাইমন্ মহাজনী কারবার আরম্ভ করে। শতকরা বার্ষিক ত্রিশটাকা সুদে টাকা কর্জ্জ দিয়া সে বহুঅর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। সে কাহাকেও কখন এক পেনি সুদ ছাড়িয়া দেয় নাই। কোন দিন কোন অধমর্ণের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া প্রদর্শন করে নাই। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে সে কখন অর্থব্যয় করে না ; অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও সে অর্দ্ধাহারে থাকে ; ব্যয়বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিবাহ পর্য্যন্ত করে নাই ! স্বতন্ত্র বাসাও ভাড়া করে নাই, তাহার আফিসের পাশের একটি কুঠুরীতে একখানি জীর্ণ খাটিয়ায় রাত্রিযাপন করে। অদূরবর্ত্তী একটি হোটেল হইতে কিছু খাবার আনিয়া খায়। তাহার কোন কর্ম্মচারী বা ভৃত্য নাই, সকল কার্য্য সে স্বহস্তেই করিয়া থাকে ! তাহার আফিসে একটা প্রকাণ্ড লোহার সিন্ধুক আছে, তাহার সমস্ত টাকা সেই সিন্ধুকে মজুত রাখে ; কোন ব্যাঙ্কে সে বিশ্বাস করিয়া টাকা রাখে না।

"তাহার আফিস এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের প্রণালী ত এইরূপ। বাড়ীটার কথাও একটু আলোচনা করা যাউক। এই অট্টালিকার বিভিন্ন অংশে যাহারা কুঠুরী ভাড়া লইয়াছে, তাহাদের সকলেরই এক একটা চাবি আছে। কাহারও কোন দ্বারবান নাই। রাত্রি দশটার সময় সকল দরজাই বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং রাত্রি দশটার পূর্ব্বেই আমাকে এই অট্টালিকায় উপস্থিত হইতে হইবে। এখন রাত্রি স-নটা ; আমি এখনই যাত্রা করিলে দশটার পূর্ব্বেই সেখানে পৌঁছিতে পারিব। সেখানে গিয়া যাহাতে কোন অসুবিধায় পড়িতে না হয়, এজন্য আমাকে প্রস্তুত হইয়া যাইতে হইবে।"

আমেলিয়া অতঃপর সেই কাগজগুলি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল ; যতক্ষণ

তাহা ভস্মীভূত না হইল, ততক্ষণ সে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া একটি লম্বা কোটে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিল, মাথায় একটি ছোট পাগড়ী বাঁধিল, এবং জাল দিয়া মুখখানি আবৃত করিল। তাহার সেই লম্বা কোটের ভিতরের দিকে একটা প্রকাণ্ড চর্ম্মনির্ম্মিত পকেট ছিল। আমেলিয়া সেই পকেটটি নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পূর্ণ করিল।

অনন্তর সে তাহার উপবেশন-কক্ষের দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া বাহির হইতে দরজায় চাবি দিল এবং 'লিফ্‌টে'র সাহায্যে নীচে আসিয়া একজন ভৃত্যকে একখানি গাড়ী আনিতে বলিল।

মিনিট-দুই পরে গাড়ী আসিলে আমেলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, এবং কোচ্‌ম্যান্‌কে সেণ্টপলের গীর্জ্জায় গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করিল। কোচ্‌ম্যান সেই গাঢ় কুজ্ঝটিকার ভিতর দিয়া নানা পথ ঘুরিয়া সেণ্টপলের গীর্জ্জার সম্মুখে আসিয়া থামিল। তখন আমেলিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া কোচ্‌ম্যানকে তাহার প্রাপ্য ভাড়া প্রদান করিল। তাহার পর সে পদব্রজে অতি সতর্ক ভাবে লিট্‌ল বুকার ষ্ট্রীটের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

আমেলিয়া লিট্‌ল বুকার ষ্ট্রীটের কয়েকটি বাড়ী অতিক্রম করিয়াছে, এমন সময় গীর্জ্জার ঘড়িতে দশটা বাজিয়া গেল। তখন সে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চলিয়া ১৬ নং বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। তখনও সেই অট্টালিকার দরজাগুলি বন্ধ হয় নাই।

সে প্রথমে একটি সুদীর্ঘ হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল—একটা গ্যাসের আলো মিট্‌-মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে! সম্মুখেই দ্বিতলে উঠিবার সোপান-শ্রেণী। আমেলিয়া সেই সোপান-প্রান্তে দাঁড়াইয়া মুহূর্ত্ত কাল চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল, কোন দিকে জনমানবের সমাগম নাই। তখন সে লঘু পদ-বিক্ষেপে দ্বিতলে উঠিতে লাগিল। দ্বিতলে উপস্থিত হইয়া সে একতালার বিভিন্ন কক্ষের দ্বার রুদ্ধ হইবার শব্দ শুনিতে পাইল।

আমেলিয়া দ্বিতলে অপেক্ষা না করিয়া সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি তেতালায় উঠিল।—এই তেতালায় সাইমন্‌ কেন্‌টিসের আফিস।

আমেলিয়া সাইমন্ কেন্‌টিসের আফিস-ঘরের দ্বারদেশে 'সাইনবোর্ড' দেখিতে পাইল। সে ইহার অদূরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না; সিঁড়িতেও কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইল না। সে কি ভাবিয়া পকেট হইতে একজোড়া পুরু পশমী মোজা বাহির করিল; সে তাহার ভিতর বুট-সমেত পা চালাইয়া দিল, দুইএকবার পাদচারণ করিয়া দেখিল —জুতার শব্দ হইতেছে না। তখন সে পকেট হইতে ইস্পাত-নির্ম্মিত অদ্ভুতাকৃতি একটি যন্ত্র বাহির করিয়া সাইমন্ কেন্‌টিসের আফিসের রুদ্ধদ্বারের ঠিক সম্মুখে আসিল,—এবং দ্বারের গা-তালার ছিদ্রপথে চক্ষুস্থাপন করিয়া ভিতরের দিকে চাহিল; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না।—আফিস-ঘরে আলো ছিল না।

তখন সে পাশের কুঠুরীর সম্মুখে আসিয়া দ্বারে কর্ণস্থাপন করিল। তাহার মনে হইল, সেই কক্ষে কেহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কারণ সে কক্ষাভ্যন্তরে মৃদু পদশব্দ শুনিতে পাইল।

আমেলিয়া মনে মনে বলিল, "ইহুদীটা এইবার শয়ন করিবে। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবসর। উহার আফিস-ঘরের গা-তালা খুলিলেই খট্ করিয়া শব্দ হইবে; এখন যদি খুলি, তাহা হইলে উহার পদশব্দে সেই শব্দ ঢাকিয়া যাইবে, সুতরাং সন্দেহের কারণ থাকিবে না।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমেলিয়া কেন্‌টিসের আফিস-ঘরের দ্বারের সম্মুখে ফিরিয়া আসিল, এবং তাহার হস্তস্থিত সেই অদ্ভুদাকৃতি যন্ত্রটার অগ্রভাগ রুদ্ধ দ্বারের গা-তালার ছিদ্রপথে পুরিয়া দিল; তাহার অগ্রভাগ মাকড়সার পায়ের মত! যন্ত্রটি তাহার স্বহস্তনির্ম্মিত। এই যন্ত্রের সাহায্যে সে অবলীলাক্রমে তালা খুলিয়া ফেলিল। তালা খুলিবার সময় খট্ করিয়া শব্দ হইল বটে, কিন্তু তাহা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষস্থ সাইমন্ কেন্‌টিসের কর্ণগোচর হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না।

আমেলিয়া দ্বারের গা-তালার ভিতর হইতে যন্ত্রটা বাহির করিয়া পকেটে ফেলিল, এবং পকেট হইতে আর একটি ছোট জিনিস বাহির করিয়া বামহস্তে রাখিল; তাহার পর দক্ষিণ হস্তে দরজার হাতলটা অতি সন্তর্পণে ঘুরাইয়া সে

অতি ধীরে দ্বার একটু ফাঁক করিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। কক্ষাভ্যন্তর গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তখন সে দরজা আরও একটু ফাঁক করিয়া অন্ধকার-পূর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে পাশের কুঠুরী হইতে একটা বিস্ময়-ব্যঞ্জক ধ্বনি শুনিতে পাইয়া আমেলিয়া চম্‌কাইয়া উঠিল।—ইহুদীটা টের পাইল না কি?

আমেলিয়া বিস্ফারিত নেত্রে পার্শ্বস্থ কক্ষের দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সাইমনের আফিস-কক্ষ ও শয়ন-কক্ষের মধ্যে যে দেওয়াল ছিল—সেই দেওয়া-লেই এই দ্বার। আমেলিয়া সভয়ে দেখিল, দ্বারটি ঈষৎ উন্মুক্ত হইয়াছে, এবং সেই ফাঁক দিয়া রেখার ন্যায় দীপরশ্মি আফিস-কক্ষে প্রবেশ করিতেছে!

সন্দেহবশতঃই হউক, আর শব্দ শুনিয়াই হউক,—সাইমন্ সেই দ্বারটি ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া আফিস-কক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু আফিসে আলো না থাকায় কিছুই দেখিতে পাইল না। ইত্যবসরে আমেলিয়া নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে সেই দ্বারের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং রুদ্ধনিশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দ্বার ক্রমে আরও অধিক উন্মুক্ত হইল, দেখিয়া আমেলিয়ার উদ্বেগের সীমা রহিল না; সে ঘামিয়া উঠিল। আমেলিয়া সেই অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া দেখিল, সাইমন্ কেন্‌টিস্ তাহার শিরাবহুল শীর্ণ দক্ষিণ হস্তখানি অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বার-পথে আফিস-ঘরের মধ্যে প্রসারিত করিয়াছে!—তাহার হস্তে একটি এনামেলের বাতিদান, তাহাতে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি সংস্থাপিত আছে।

বোধ হয় মুহূর্ত্ত পরেই সেই হাতের সঙ্গে সাইমন্ কেন্‌টিসের মাথাটাও সেই কক্ষে প্রবেশ করিত, কিন্তু আমেলিয়া তাহার আর অবসর দিল না; সে কেন্‌টিসের প্রসারিত হস্তের মনিবন্ধে এরূপ প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিল যে, তাহার হাত হইতে বাতিসমেত এনামেলের বাতিদান দ্বারপ্রান্তে উল্টাইয়া পড়িল; তৎক্ষণাৎ বাতিটা নিবিয়া গেল।

সাইমন্ কেন্‌টিস্ ভয়ে বিস্ময়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার আফিসের ভিতর লাফাইয়া পড়িল, এবং তাহার আততায়ীকে ধরিবার জন্য সেই অন্ধ-

কারাবৃত কক্ষে কবন্ধের ন্যায় উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া সম্মুখে ধাবিত হইল! সেই মুহূর্ত্তে আমেলিয়া তাহার পশ্চাতে আসিয়া তাহার স্কন্ধদেশে বাম হস্ত-স্থিত তীক্ষ্ণাগ্র যন্ত্রটি বিদ্ধ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই যন্ত্রের হাতলে চাপ দিল।

সাইমন্ কেন্‌টিস্ আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর আমেলিয়াকে ধরিবার জন্য পুনর্ব্বার উভয় বাহু প্রসারিত করিল, এবং অনুমানে নির্ভর করিয়া অন্ধভাবে সেই অন্ধকার-কক্ষে দ্রুত ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু পূর্ণ এক মিনিটও তাহাকে ঘুরিতে হইল না। তাহার স্কন্ধের ত্বক বিদীর্ণ করিয়া সূক্ষ্মাগ্র পিচ্‌কারীর ছিদ্রপথে যে তীক্ষ্ণ তরল পদার্থ তাহার শোণিতে মিশ্রিত হইয়াছিল—তাহার অমোঘ শক্তিতে অভিভূত হইয়া সে এক মিনিটের মধ্যেই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল!

আমেলিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়াইয়া, হতভাগ্য ইহুদীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া কেহ সেইদিকে উপস্থিত হয় কি না—তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু সেই অস্ফুট আর্ত্তনাদ কেহই শুনিতে পায় নাই।

বাহিরে কাহারও কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া আমেলিয়া পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিয়া দ্বারপ্রান্তে নিপতিত বাতিদানীটা কুড়াইয়া লইল। বর্ত্তিকালোকে সেই কক্ষটি আলোকিত হইলে সে দেখিল, হতভাগ্য ইহুদী তাহার সিন্ধুকের পাশে চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে! পতনকালে সিন্ধুকের ধারে তাহার ললাট কাটিয়া গিয়াছিল, এবং সেই ক্ষত হইতে শোণিত নিঃসারিত হইতেছিল। আমেলিয়া তাহাকে এইভাবে আহত হইতে দেখিয়া একটু ভীত হইল। সে তাহার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রথমে তাহার ধমনীর গতি পরীক্ষা করিল, বুঝিল, বেচারা মরে নাই; ক্ষত পরীক্ষা করিল, দেখিল, ক্ষত তেমন গভীর নহে। জীবনের কোন আশঙ্কা নাই।

আমেলিয়া ক্ষণকাল কি চিন্তা করিল, তাহার পর বাতিটা সেইস্থানে বসাইয়া রাখিয়া কেন্‌টিসের দুই পা ধরিয়া তাহার শয়নকক্ষে টানিয়া লইয়া গেল; এবং তাহার খাটিয়া হইতে একখানি কম্বল তুলিয়া আনিয়া তদ্দারা তাহার

আপাদমস্তক ঢাকিয়া দিল, একটা বালিসও তাহার মাথার নীচে দিল। এই বার হঠাৎ আমেলিয়ার কি মনে পড়িল; সে কেন্‌টিসের পায়জামার পকেট খুঁজিয়া সিন্ধুকের চাবি বাহির করিল। সেই চাবির সঙ্গে আরও কয়েকটি চাবি ছিল।—আমেলিয়া চাবির গোছা লইয়া কেন্‌টিসের আফিস ঘরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিল।

আমেলিয়া বাতিহস্তে সিন্ধুকের নিকট আসিয়া অতি সহজেই সিন্ধুক খুলিয়া ফেলিল; সে দেখিল, কতকগুলি দলিল লাল ফিতা দিয়া বাঁধা রহিয়াছে। আমেলিয়া এইরূপ দলিলের কয়েকটি 'তাড়া' দেখিতে পাইল। সে এই সকল কাগজপত্র নামাইয়া ফেলিতেই দেখিল, সিন্ধুকের মধ্যে আর একটি ডালা আছে; সেই ডালা চাবি দিয়া বন্ধ করা ছিল। আমেলিয়া চাবির গোছা হইতে একটি চাবি বাছিয়া লইল, এবং তাহার সাহায্যে সেই ডালাখানি খুলিয়া ফেলিল।

কাউলিং আমেলিয়াকে কেন্‌টিসের সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিল, তাহাতে লেখা ছিল—কেন্‌টিস্ মহাজনী করিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, এবং তাহার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ সিন্ধুকেই আছে। কিন্তু সেই অর্থের পরিমাণ সম্বন্ধে কাউলিংএর কোন ধারণা ছিল না; সুতরাং সিন্ধুকে কত টাকা আছে—তাহা আমেলিয়াও অনুমান করিতে পারে নাই। কিন্তু সিন্ধুক খুলিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল! সে দেখিল, দশপাউণ্ডের ব্যাঙ্কনোট একশত খানি করিয়া এক একটি তাড়ায় পরিপাটিরূপে বাঁধা আছে। আমেলিয়া গণিয়া দেখিল—এইরূপ কুড়িটি তাড়া পর পর সজ্জিত আছে!

এই তাড়াগুলির নীচে সে একটি চর্ম্মনির্ম্মিত ব্যাগ দেখিতে পাইল। এই ব্যাগের চাবিও সেই গোছায় ছিল। আমেলিয়া ব্যাগটি খুলিয়া তাহার ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল। এই ব্যাগটি হীরকরত্নাদি পূর্ণ! এতগুলি মহামূল্য হীরক ও মণিমাণিক্য রাজার ভাণ্ডারেও দুর্লভ। আমেলিয়া হীরকগুলি ঢালিয়া ফেলিল। নানা আকারের উজ্জ্বল হীরক, পদ্মরাগ মণি (রুবি) নীলকান্ত মণি (Saphrires) মরকত (Emarelds) বর্ত্তিকা-

লোকে উজ্জ্বল আভা বিকীর্ণ করিতে লাগিল। আমেলিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সেই সকল হীরক-রত্ন পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে অনুমান করিল, কেবল হীরকগুলিরই মূল্য পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের ন্যূন নহে!—সমুদয় হীরক-রত্নের মূল্য লক্ষ পাউণ্ডেরও অধিক।

আমেলিয়া পকেট হইতে একটি ব্যাগ বাহির করিয়া হীরকগুলি বাছিয়া-বাছিয়া সেই ব্যাগে ফেলিতে লাগিল। ব্যাগটি পকেটে পুরিয়া সে অবশিষ্ট রত্নগুলি কেন্‌টিসের চামড়ার ব্যাগে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিল। কিন্তু চাবি বন্ধ করিবার পূর্ব্বে সে এক অদ্ভুত কার্য্য করিল! সে পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া সেই ব্যাগের ভিতর রাখিয়া দিল। অনন্তর ব্যাগটি যেভাবে ছিল সেইভাবে সিন্ধুকের মধ্যে রাখিয়া ব্যাঙ্কনোটের তাড়াগুলি তাহার উপর পূর্ব্ববৎ সংস্থাপন পূর্ব্বক সিন্ধুকের ভিতরের ডালা বন্ধ করিল; তাহার পর দলিলপত্রগুলি সিন্ধুকে পুরিয়া চাবি দিল।

আমেলিয়া এইবার সংজ্ঞাহীন কেন্‌টিনের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার চাবির গোছা—যে পকেট হইতে বাহির করিয়া লইয়াছিল,সেই পকেটে রাখিল; এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুনর্ব্বার কম্বলে আচ্ছাদিত করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কেন্‌টিসের আফিস ঘরে প্রত্যাগমন করিল। অনন্তর হীরকপূর্ণ থলিটি পকেট হইতে বাহির করিয়া পরীক্ষা করিল, এবং তাহা পুনর্ব্বার পকেটে রাখিয়া সে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহার পর সে যে ভাবে দরজা খুলিয়াছিল, সেইভাবে দরজা বন্ধ করিয়া নীচের হলে নামিয়া আসিল।

অনন্তর সে হল-ঘরের দ্বার খুলিয়া তাড়াতাড়ি রাজপথে উপস্থিত হইল; নিবিড় কুজ্ঝটিকার আবরণ ভেদ করিয়া কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। সে এইরূপে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের হীরকরাশি সংগ্রহ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে তাহার হোটেলে প্রত্যাগমন করিল।

সেই রাত্রেই সে রসেল স্কোয়ারের হোটেল হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। এরূপ সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ লণ্ডনের সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে বসিয়া তাঁহার সহিত কি পরামর্শ করিতেছিল। টমাসের মুখ গম্ভীর, চক্ষুতে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট। সে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও তাহার মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিতে পারিতেছিল না।

টমাস্ বলিল, "দুর্ভেদ্য রহস্য ত বটেই, কিন্তু জীবনে কখন আমাকে এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় নাই! যদি ইহার কোন প্রতিকার না হয়, তাহা হইলে ইয়োরোপের সকল দেশের পুলিশের নিকট আমাদিগকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ কথা আমি স্বীকার করি না। এসকল কাণ্ড যতই বিস্ময়জনক হউক, ইহাতে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের যোগ্যতায় অন্যের কটাক্ষপাতের কি কারণ আছে? এই সকল ফেরারী আসামী যাহাদের চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া লণ্ডনে পলাইয়া আসিল—তাহাদের কোন দোষ নাই, যত দোষ তোমাদের! তবে ইহাদের অনেকেই লণ্ডনে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, —ইহাই চিন্তার কথা বটে। তুমি আমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছ, তাহাতে আমি সম্মত আছি; কিন্তু ব্যাপারটা এখন কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তৎসম্বন্ধে একটু ধীরভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

"তুমি বলিতেছ, কিছুদিন যাবৎ ইয়োরোপের বিভিন্ন নগর হইতে, এমন কি, আমেরিকা হইতেও তোমরা সংবাদ পাইতেছ—ফেরারী আসামীরা সেই সকল স্থানের পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করিতেছে, এবং প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অনেকেই লণ্ডনে আসিয়াছে! এই ত কথা? তোমার তালিকায় সর্ব্বপ্রথমে যাহার নাম দেখিতেছি—সে জর্ম্মান-আমেরিকান, নাম শ্লেসিং। সে নিউইয়র্কের পুলিশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া চম্পট দান

করিয়াছে। ইহা তিনমাস পূর্ব্বের কথা; সেই সময় হইতেই সে নিরুদ্দেশ! দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম সালান্‌ডার্ট; এই ফেরারী আসামী প্যারিসের পুলিশকে বোকা বনাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। সে-ও কয়েক মাস হইতে নিরুদ্দেশ। তৃতীয় ব্যক্তি ফরাসী, তাহার নাম লা-রোসী। এই লোকটি এনার্কিষ্ট, সে রাজদ্রোহা-ভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। সে তাহার সহযোগী অপরাধীদের বাঁচাইবার জন্য সকল অপরাধ নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! প্যারিসের পুলিশ তাহাকে বিচারালয়ে লইয়া যাইতে পারে নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ বলিল, "হাঁ, এ কথা সত্য। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সে প্যারিস হইতে পলাইয়া লণ্ডনে আসিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চতুর্থ ব্যক্তির নাম পোস্‌কফ্; এই আসামীটা পেট্রোগ্রাড হইতে পলায়ন করিয়াছে। পঞ্চম ব্যক্তির নাম—বেনাডো। সে খুনী আসামী, ম্যাড্রিড্ হইতে চম্পট দান করিয়াছে। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে সে-ও লণ্ডনে আসিয়াছে।—এই সকল ভীষণপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত ফেরারী আসামী ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে পলাইয়া লণ্ডনে আসিয়া যদি নিজমূর্ত্তি ধারণ করে—তাহা হইলে আশঙ্কার কথা বটে!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "আমাদের আহার-নিদ্রারও সময় থাকিবে না! আপনি এই কয়েকটি নাম দেখিয়াই চম্‌কাইতেছেন, কিন্তু আমার নিকট যে তালিকা আছে, তাহা দেখিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন প্রতিসপ্তাহে এইরকম ডজন-ডজন ফেরারী আসামী ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে! অনেক দিন হইতেই এই কাণ্ড চলিতেছে। তাহারা কোথায় গেল, কাহার নিকট আশ্রয় পাইল, কিছুই বুঝিবার যো নাই;—যেন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার! এমন কি, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার সাধারণ-তন্ত্রাবলম্বী রাজ্যগুলি হইতেও অনেক আসামী নিরুদ্দেশ হইয়াছে। এ কি রহস্য, তাহার সন্ধান না লইলে চলিবে না। আমাদের সুনাম বজায় রাখাও কঠিন হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাদের সঙ্কট বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমিও ত

কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! যাহা হউক—তোমার এই তালিকা আমার কাছেই রাখিয়া যাও। আমি কি ভাবে তোমাদের সাহায্য করিতে পারি, তাহা ভাবিয়া দেখিব। এতগুলি ফেরারী আসামী কোথায় কিভাবে লুকাইয়া আছে—তাহা আবিষ্কার করা অত্যন্ত আবশ্যক, সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের পুলিশের ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে পুলিশের এরূপ সুব্যবস্থা নাই; পুলিশের সংস্কারের জন্য এখনও এদেশে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চলিতেছে। এ অবস্থায় পুলিশের কোন দোষ, কোন ত্রুটি অন্যে ধরিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া যদি কোন উপায় স্থির করিতে পারি, তাহা হইলে টেলিফোঁতে আজ বৈকালেই তোমাকে সংবাদ দিব, তুমি এখানে আসিলে পুনর্ব্বার এ সম্বন্ধে পরামর্শ করা যাইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক একাকী বসিয়া কিংকর্ত্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় বাহিরের দরজায় কে পুনঃ-পুনঃ ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিল। সে শব্দ আর থামে না! মিঃ ব্লেকের পাচিকা মিসেস্ বার্ডেল তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল। অল্পক্ষণ পরে সিঁড়িতে দুপ্-দাপ পদশব্দ হইল। তাহার পরই একজন লোক ঝড়ের মত বেগে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত! তাহার চেহারা ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল লোকটা ঘোর উন্মাদ। তাঁহাকে এভাবে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত—ততোধিক বিরক্ত হইলেন, এবং তীব্রদৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিলেন।

লোকটা দীর্ঘকায়, কৃশ, দাড়ী-গোঁফ কণ্টকের ন্যায়, তাহা খাটো করিয়া ছাঁটা। কপালে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা, চক্ষুর্দ্বয় অস্বাভাবিক লাল, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, পরিচ্ছদ মলিন। হঠাৎ দেখিলে লোকটিকে উন্মাদই মনে হয়। সে দাঁত বাহির করিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র মিঃ ব্লেকের ভীষণাকার কুকুর টাইগার তাহাকে আক্রমণ

করিতে উদ্যত হইল। ইহাতে আগন্তুক অত্যন্ত ভীত হইয়া লম্ফ-ঝম্ফ আরম্ভ করিল, এবং ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক টাইগারকে ধমক দিলেন। টাইগার তৎক্ষণাৎ পুচ্ছ সঙ্কুচিত করিয়া একটু দূরে গিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া বিরক্তিভরে বলিলেন, "দরজা খুলিয়া রাখিলে কেন? যাও বন্ধ করিয়া এস।"

আগন্তুক তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিলে, তিনি তাহাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "তুমি কি রকম লোক হে! বলা-কহা নাই হঠাৎ মাতালের মত অপরিচিত ভদ্রলোকের ঘরে প্রবেশ করা কিরূপ বেয়াদপি তাহা কি জান না? আমার কাছে তোমার কি দরকার?"

আগন্তুক মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া স্খলিত স্বরে বলিল "আপনিই কি মিঃ রবার্ট ব্লেক—ডিটেক্‌টিভ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি ব্লেক। তোমার কি বলিবার আছে সংক্ষেপে বল। আমার বাজে কথা শুনিবার সময় নাই।"

লোকটা হঠাৎ উঠিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, এবং দ্বার খুলিয়া চারিদিকে চাহিল; কোন দিকে কেহ নাই দেখিয়া সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া বসিল।

মিঃ ব্লেক তাহার এই ব্যবহারে একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন, সক্রোধে বলিলেন, "তুমি ত আচ্ছা বেহায়া মানুষ! আমার ঘরে আসিয়া যাহা খুসী করিতেছ? পাগল না কি? এ পাগলামী করিবার স্থান নয়; পুনর্ব্বার অভদ্রতা করিলে আমি তোমাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিব।"

আগন্তুক সভয়ে বলিল, "মাফ করুন, মহাশয়! আমার গোস্তাকি মাফ করুন। আমার কথা অত্যন্ত গোপনীয়; পাছে কেহ লুকাইয়া শুনিয়া ফেলে, এই ভয়ে ওরূপ করিয়াছি। মিঃ ব্লেক, আমি আপনার সুখ্যাতি শুনিয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আমি বড়ই বিপন্ন; আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে!

আমি গরীব; বড়ই গরীব ; আপনাকে আমি বেশীকিছু দিতে পারিব না, যৎ-কিঞ্চিৎ লইয়া আমার কায করিয়া দিতে হইবে। দোহাই আপনার !"

লোকটা দুই হাতে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিতে উদ্যত হইল !

মিঃ ব্লেক ব্যগ্রভাবে পা সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "ওরকম আবোল-তাবোল বকিলে আমি তোমার কোন কথা শুনিব না। তুমি কি চাও তাহাই বল।"

আগন্তুক বলিল, "আজ্ঞে, বলি। টাকাটা কিন্তু কম লইতে হইবে ; আমি গরীব, বড় গরীব।"

এবার মিঃ ব্লেক ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন, তিনি সরোষে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া আগন্তুককে বলিলেন, "বেরও আমার ঘর থেকে ! আমি কাযের মানুষ, তোমার প্রলাপ শুনিবার সময় নাই।"

লোকটা উঠিল না, ব্যাকুল ভাবে বলিল, "না মহাশয়, আমাকে তাড়াইয়া দিবেন না ; আপনি ভিন্ন অন্য কেহ আমাকে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। আমি বড়ই বিপন্ন। আপনি কি কখন আমার নাম শুনেন নাই ? শুনিবেনই-বা কিরূপে ? আমি অতি সামান্য লোক ; আমার নাম কেন্‌টিস্—সাইমন্ কেন্‌টিস্। আমি মহাজনী করিয়া পেটে না খাইয়া কিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার নাম সাইমন্ কেন্‌টিস্ ? তুমি ইহুদী, সুদী কারবার কর ?—না, তোমার নাম আমি পূর্ব্বেই শুনি নাই ; শুনিতে না হইলেই বোধ হয় সুখী হইতাম।"

সাইমন্ কেন্‌টিস্ বলিল, "কিন্তু আমার নাম শুনিয়া সুখী হয় এরকম লোকও আছে। চিপ্‌সাইডে আমার একটি ছোট আফিস আছে ; গরীব লোক, আফিসটিও গরীবের মত। কাল রাত্রে আমার আফিসে চোর ঢুকিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে ! আমাকে অজ্ঞান করিয়া সমস্ত রাত্রি মেঝের উপর ফেলিয়া রাখিয়াছিল ; যাদু,—আমাকে যাদু করিয়াছিল। আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, মিঃ ব্লেক !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গরীব মানুষ তুমি, দুই শ' টাকা চুরি হইলেই তুমি

সর্ব্বস্বান্ত হও! এই জন্য আমার কাছে আসিয়াছ?—কত টাকা তোমার চুরি গিয়াছে?"

সাইমন্ কেন্‌টিস্ বলিল, "সিন্ধুকে যা ছিল—প্রায় সমস্ত! তাহা ফেরত না পাইলে টাকার শোকে আমার প্রাণ যাইবে। মিঃ ব্লেক, বলুন আপনি তাহা উদ্ধার করিয়া দিবেন, নতুবা আমি বাঁচিব না। হায়, আমার কি সর্ব্বনাশ হইল!"

সাইমন্ কেন্‌টিস্ হঠাৎ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া 'খাবি' খাইতে লাগিল, টাকার শোকে তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল!—তাহার হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ দেখিয়া মিঃ ব্লেক উঠিয়া তাহার নিকটে আসিলেন, এবং তাহার গালে একটি চপেটাঘাত করিলেন।

এই অব্যর্থ মুষ্টিযোগে কেন্‌টিস্ প্রকৃতিস্থ হইল। তাহার পর তাহাকে সোজা হইয়া চেয়ারে বসিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঠিক ঔষধ ভিন্ন রোগ সারে না। আমি তোমায় যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার ঠিক উত্তর দাও। —তোমার কত টাকা চুরি গিয়াছে?"

কেন্‌টিস্ বলিল, "ঠিক বলা শক্ত; অনুমান প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আবার পাগলামি?"

কেন্‌টিস্ বলিল, "না পাগলামি নয়, সত্য কথা মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কথাটা বিশ্বাস করা শক্ত বটে! তা, এত টাকা তুমি আফিসে রাখিতে? নগদ টাকা, না ব্যাঙ্কনোট?"

কেন্‌টিস্ বলিল, "নগদ টাকাও নয়, ব্যাঙ্ক নোটও নয়; জহরত, খাঁটি হীরা, —আনুমানিক মূল্য পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার আফিস হইতে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের হীরা চুরি গিয়াছে? মিঃ কেন্‌টিস্, আমার বিশ্বাস, তুমি টাকার শোকে ক্ষেপিয়া গিয়াছ! পাগলামি বন্ধ করিয়া সত্য কথা না বলিলে আমি তোমার কথায় কর্ণপাত করিব না। বলিয়াছি ত আমি কাযের মানুষ, কাহারও প্রলাপ শুনিবার আমার অবসর নাই।"

কেন্‌টিস্‌ বলিল, "আমি সত্য কথাই বলিয়াছি, আমার দুর্ভাগ্য যে আমার কথা আপনি বিশ্বাস করিতেছেন না। যদি দশ আঙ্গুলে দশটা হীরার আংটি পরিয়া হীরার চেন ঝুলাইয়া, লর্ডের মত সাজ-পোষাক পরিয়া মোটর হাঁকাইয়া আপনার কাছে আসিতাম, তাহা হইলে আমার কথা সত্য বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইত; কিন্তু সে ভাবে চাল্‌ বিগ্‌ড়াইলে এত টাকার হীরা আমার সিন্ধুকে জমিত না,—ইহা বিশ্বাস করাও কি কঠিন? আমি সুদী কারবার করি। চিপ্‌সাইডের অদূরে ১৬নং লিট্‌ল বুকার ষ্ট্রীটে আমার আফিস। তেতালার দুটি কুঠুরী ভাড়া লইয়াছি; একটিতে আফিস করি, আর একটিতে রাত্রে শয়ন করি।—হোটেল হইতে খাবার আনিয়া খাই, কোন দিন খাই না। টাকা জমাইতে হইলে বাবুগিরি করা চলে না।"

মিঃ ব্লেকের কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল, কথাগুলা প্রলাপ বলিয়া উড়াইবার মত নহে।—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আফিসে কয়জন কেরানী আছে?"

কেন্‌টিস্‌ বলিল, "কেরানী! আমি বেতন দিয়া কেরানী রাখিব? আমাকে দেখিয়া কি সেই রকম মনে হয়? আমার কোন কেরানী নাই; কেরানীর কায—চাকরের কায সমস্তই নিজে করি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার স্ত্রী আছে ত? সে কোথায় থাকে?"

কেন্‌টিস্‌ বলিল, "স্ত্রী? আমি বিবাহই করি নাই—তা স্ত্রী! আমি এত বোকা নহি যে, স্ত্রী পুষিয়া টাকা নষ্ট করিব। অপব্যয়ে যাহার অরুচি নাই, সে-ই বিবাহ করে। বুদ্ধিমান লোকে এ রকম দুষ্কর্ম্ম কখন করে না। আমার আফিস-ঘরে একটা বড় লোহার সিন্ধুক আছে; অনেক টাকা রাখিতে হইবে ভাবিয়া খুব উৎকৃষ্ট সিন্ধুক কিনিয়াছিলাম, চোরে ভাঙ্গিতে না পারে—আগুনে না পোড়ে। আমি নগদ টাকা না রাখিয়া হীরা মণি-মুক্তা কিনিয়া সিন্ধুকে রাখিতাম, নগদ টাকা সিন্ধুকে কতগুলিই বা ধরে? ব্যাঙ্ক-নোট বড় বেশী রাখিতাম না। ব্যাঙ্কেও টাকা গচ্ছিত রাখিতাম না। ব্যাঙ্কওয়ালাদের বিশ্বাস কি? ব্যাঙ্ক 'ফেল'-মারিলেই ত চক্ষুস্থির!—

না মহাশয়, আমি কখন পরের হাতে যাই নাই। কাল রাত্রি দশটার সময় আমি শয়নের উপক্রম করিতেছি, এমন সময় আমার আফিসে কি একটা খুট্-খুট্ শব্দ শুনিতে পাইলাম, পাশের কুঠুরীতেই আফিস কি না। আমি আফিসের দিকের দ্বার অল্প খুলিয়া একটি বাতি লইয়া আফিস-ঘরে হাত বাড়াইলাম, তাহার পর সেদিকে মাথা বাড়াইবার পূর্ব্বেই হাতের উপর এক 'দাণ্ডা'! আমার হাত হইতে বাতি সমেত বাতিদানী পড়িয়া নিবিয়া গেল। আমি চোর ধরিবার জন্য অন্ধকারেই আফিস-ঘরে লাফাইয়া পড়িলাম। চোর ধরিতে পারিলাম ত কচু, চোর বেটাই আমার পিছন হইতে আমার কাঁধে সুচের মত কি বিঁধাইয়া দিল! আমি তাহাকে ধরিবার জন্য ঘুরিয়া দাঁড়াইলাম, তাহার পর অন্ধকারে তাহার সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলাম; কিন্তু হঠাৎ আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, আমার পা মাতালের মত টলিতে লাগিল, আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। তাহার পর কি কি হইল স্মরণ নাই। আজ সকালে জাগিয়া দেখি, আমার শয়ন-কক্ষের মেঝের উপর শুইয়া আছি। উঠিয়া দেখি কপাল কাটিয়া গিয়াছে, রক্তও পড়িয়াছে।—তাড়াতাড়ি পকেটে হাত পুরিয়া দেখিলাম—পায়জামার পকেটে চাবির গোছা আছে। একটু সাহস হইল। আফিস-ঘরে গিয়া সিন্ধুক খুলিলাম, দেখিলাম আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সিন্ধুকের ভিতর একটা চামড়ার ব্যাগে আমার যে সকল হীরা ছিল—সেগুলি সমস্তই চুরি গিয়াছে! তাহারই মূল্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড।—সিন্ধুকে আর যাহা ছিল, চোর তাহা স্পর্শও করে নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার আর কিছু বলিবার আছে?"

কেন্‌টিস্ মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "যে ব্যাগে আমার হীরক জহরত সঞ্চিত ছিল—তাহার ভিতর একখান কাগজ পাইয়াছি; আপনাকে দেখাইবার জন্য তাহা লইয়া আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক উৎসুক্যভরে বলিলেন, "কি কাগজ দেখি!"

কেন্‌টিস্ একখানি কাগজ পকেট হইতে বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের

হস্তে প্রদান করিল। কাগজখানি ১২ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৯ইঞ্চি প্রশস্ত। শিকি ইঞ্চি প্রস্থ সোনালি 'বর্ডারে'র ভিতর যাহা ছাপা ছিল, তাহা পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, ইহা কোন যৌথ কারবারের 'সেয়ার' 'সার্টিফিকেট'। তাহার চক্ষু হঠাৎ কৌতূহল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া "সেয়ার সার্টিফিকেটখানি পাঠ করিলেন; তাহা এইরূপ :—

আন্তর্জাতিক উন্নতি-সাধক কোম্পানী।

পঞ্চাশ হাজার অংশের সার্টিফিকেট।

প্রত্যেক অংশের পরিমাণ এক পাউণ্ড।

আন্তর্জাতিক উন্নতি-সাধক কোম্পানীর অধ্যক্ষ ও পরিচালকবর্গ এতদ্বারা 'স্বীকার করিতেছেন যে, ১৬নং লিট্‌ল বুকার ষ্ট্রীট, লণ্ডন, ই, সি, নিবাসী সাইমন্ কেন্‌টিস্ মহাশয়ের নিকট উক্ত কোম্পানী পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড প্রাপ্ত হইয়া, উক্ত সাইমন্ কেন্‌টিস্ মহাশয়কে উক্ত কোম্পানীর (প্রতি অংশ এক পাউণ্ড হিসাবে) পঞ্চাশ হাজার অংশের 'সেয়ার' 'হোল্‌ডার' বলিয়া তাঁহার নাম রেজেষ্টারী করিয়া লইয়াছেন। উক্ত সাইমন্ কেন্‌টিস্ মহাশয় শতকরা বার্ষিক ছয় পাউণ্ড হিসাবে সুদ পাইবেন। হিসাব মোতাবেক সুদের টাকা প্রতি মাসে যথানিয়মে তাঁহাকে প্রদত্ত হইবে।"

মিঃ ব্লেক সেই সেয়ার-সার্টিফিকেটখানি টেবিলের উপর রাখিয়া সাইমন্ কেন্‌টিসের মুখের দিকে বিস্ময়প্রদীপ্ত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে উন্মাদ বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল; এবং তাহার চুরির কথা তিনি অবিশ্বাস না করিলেও টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁহার

যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু এই সেয়ার-সার্টিফিকেটখানি দেখিয়া তাঁহার ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কেন্‌টিস্‌কে বলিলেন, "মিঃ কেন্‌টিস্‌, আমি সহরের দিকে যাইতেছি; লিট্‌ল বুকার ষ্ট্রীটের পাশ্‌ দিয়াই আমাকে যাইতে হইবে। তুমি ইচ্ছা করিলে আমার সঙ্গে যাইতে পার, আমি তোমার আফিসের কাছে নামিয়া তদন্ত করিয়া যাইব।"

কেন্‌টিস্‌ বলিল, "যাইবেন, মিঃ ব্লেক? চলুন; আপনি ভিন্ন আর কেহ চোর ধরিতে পারিবে না। আমার হীরাগুলার উদ্ধার হইলে—আপনার দ্বারাই হইবে। আপনি দয়া করিয়া এই ভারটি গ্রহণ করুন, আমি যথা-সাধ্য আপনাকে 'ফি' দিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ফি'র কথা পরে হইবে। আমার 'ফি' সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। পরিশ্রমের পরিমাণ অনুসারে 'ফি'র পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং বারবরদারি খরচ সমস্তই মক্কেলকে বহন করিতে হয়। এই চুরির তদন্ত শেষ করিতে কত সময় লাগিবে, চোরের সন্ধানে নানা স্থানে ঘুরিতে কতটাকা ব্যয় হইবে—তাহা এখন অনুমান করা অসম্ভব। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার সহকারীর জন্য একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া তোমার সঙ্গে বাহির হইব।"

মিঃ ব্লেক স্মিথের জন্য একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া সাইমন্‌ কেন্‌টিস্‌কে সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি পথিমধ্যে একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া কেন্‌টিস্‌ সহ লিট্‌ল বুকার ষ্ট্রীট অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মিঃ ব্লেক লিট্‌ল বুকার ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া ট্যাক্সি হইতে নামিলেন এবং জীর্ণ সিঁড়ি দিয়া কেন্‌টিসের আফিসে প্রবেশ করিলেন। কেন্‌টিসের আফিসের অবস্থা দেখিয়াই তাঁহার চক্ষুস্থির! এই স্থানে কেহ বিপুল অর্থ সঞ্চিত রাখিতে পারে—ইহা তাঁহার বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হইল না। সাইমন্‌ কেন্‌টিস্‌ কিরূপ কৃপণ, তাহার আফিস দেখিয়া তাহা তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে বুঝিতে পারিলেন। বস্তুতঃ, কেন্‌টিসের লোহার সিন্ধুকে চামড়ার ব্যাগের ভিতর যদি সেই রহস্যপূর্ণ সেয়ার-সার্টিফিকেটখানি পাওয়া না যাইত—তবে

তিনি কেন্‌টিসের চুরির তদন্তভার গ্রহণে সম্মত হইতেন কি না সন্দেহ। এই সেয়ার-সার্টিফিকেটেই তাঁহার কৌতূহল বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

সাইমন্ কেন্‌টিস্ মিঃ ব্লেককে তাহার সিন্ধুকটি দেখাইয়া বলিল, "এই সিন্ধুক হইতে আমার হীরাগুলি চুরী গিয়াছে।—আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে মিঃ ব্লেক, আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি! আমার এই হীরাগুলির উদ্ধার না হইলে—"

মিঃ ব্লেক তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "কতকগুলা বাজে কথা বলিয়া কোন লাভ নাই বাপু, তোমার সিন্ধুক দেখিলাম—এখন চল তোমার শয়ন-কক্ষটি দেখিয়া আসি।"

মিঃ ব্লেক কেন্‌টিসের সহিত তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র কক্ষে কেন্‌টিসের বিছানা-পত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত ঘৃণার উদ্রেক হইল। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া কেন্‌টিস্‌কে বলিলেন, "যাহা যাহা ঘটিয়াছিল—ঠিক বল।"

কেন্‌টিস্ বলিল, "আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি রাত্রি দশটার সময় শয়ন করিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় আমার আফিস ঘরে খুট্-খুট্ শব্দ শুনিয়া আমি ঐ দিকের দরজাটা অল্প খুলিয়া একটি জ্বলন্ত বাতি লইয়া হাতখানি সেই ফাঁক দিয়া আফিস ঘরে বাড়াইয়া দিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে হাতের কব্জির উপর প্রচণ্ড আঘাত লাগায় হাত হইতে বাতিটা খসিয়া পড়িয়া নিবিয়া গেল। আমি বুঝিলাম—আফিস-ঘরে চোর ঢুকিয়াছে; তাহাকে ধরিবার জন্য আমি সেই অন্ধকারের মধ্যেই আফিস ঘরে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। সে আমার কাঁধে সুচের মত কি বিঁধাইয়া দিল! মুহূর্ত্তে আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া গেল; আমি মুর্চ্ছিত হইলাম। পড়িবার সময় আমার মাথাটা বোধ হয় কোন শক্ত জিনিসের উপর পড়িয়াছিল, সেই আঘাতে আমার কপাল কাটিয়া গেল; কিন্তু তখন আমার বেদনা-বোধের শক্তি ছিল না।—সকালে জাগিয়া দেখি কপাল কাটিয়া প্রচুর রক্তপাত হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি বলিয়াছিলে—তুমি তোমার এই শয়ন-কক্ষের মেঝের উপর শয়ন করিয়াছিলে ; অথচ আফিস-ঘরে মুর্চ্ছিত হইয়াছিলে বলিতেছ। তোমার কোন্ কথাটা সত্য ?"

সাইমন্ কেন্‌টিস্ বলিল, "আজ্ঞে, দুটো কথাই সত্য।—আমি সকালে জাগিয়া দেখি—এইখানে শয়ন করিয়া আছি, আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্বল দিয়া ঢাকা আছে ;—আর আমার ঐ বালিসটা মাথার নীচে রহিয়াছে !"—সে মিঃ ব্লেককে একটা মলিন, জীর্ণ; দুর্গন্ধময় বালিশ দেখাইয়া দিল ; তাহার একদিকে রক্ত জমিয়া কালো হইয়াছিল।—অনন্তর সে বলিল, "আমার বোধ হয় আমার অচেতন অবস্থায় চোর আফিস-ঘর হইতে আমাকে এই ঘরে টানিয়া আনিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "কম্বলে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা ছিল ? আবার মাথার নীচে বালিশ ! উঃ, চোরের কি দয়ার শরীর ! যাহা হউক, চোরটার চেহারা কিরূপ, বলিতে পার ?"

কেন্‌টিস্ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মহাশয়, অন্ধকারে তাহার চেহারা দেখিতে পাই নাই ; সে বেঁটে কি লম্বা, জোয়ান কি বুড়ো, মোটা কি পাতলা, কিছুই বলিতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তোমার সিন্ধুক পরীক্ষা করিব ; কিন্তু সিন্ধুকের কাছে এখন তোমার যাইবার আবশ্যক নাই, যেখানে আছ—ঐখানেই থাক।"

মিঃ ব্লেক সিন্ধুকের কল পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কোন যন্ত্রাদির সাহায্যে সিন্ধুক খোলা হয় নাই, চাবি দিয়াই খোলা হইয়াছিল। চোর তোমাকে অচেতন করিয়া তোমার পকেট হইতে চাবি লইয়া সিন্ধুক খুলিয়াছিল সন্দেহ নাই। সিন্ধুকটা পরে খুলিয়া দেখিব। আপাততঃ আর কিছু আবিষ্কার করিতে পারি কি না দেখি।—তোমার আফিস-ঘরের দরজার গা-তালা নিশ্চয়ই চাবি দিয়া বন্ধ ছিল ?"

কেন্‌টিস্ বলিল, "হাঁ চাবি দিয়া বন্ধ করা ছিল, চাবিটা আমার কাছেই থাকে।"

মিঃ ব্লেক দরজার গা-তালা পরীক্ষা করিয়া তাহাতে কোন প্রকার চিহ্ন আবিষ্কার করিতে পারিলেন না ; তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "নকল চাবি দিয়া দরজা খোলা হইয়াছে ; এরূপ কৌশলে খুলিয়াছে যে কলের উপর দাগটুকু পর্য্যন্ত পড়ে নাই ! এ পাকা চোরের কর্ম্ম।"

মিঃ ব্লেক সেই দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কেন্‌টিসের আফিস ও শয়নকক্ষের মধ্যবর্ত্তী দ্বারের দিকে চাহিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি তোমার শয়নকক্ষে গিয়া দ্বারটি একবার বন্ধ কর দেখি।—আমি খুলিতে বলিলে উহা খুলিয়া বাহিরে আসিবে।"

কেন্‌টিস্ মিঃ ব্লেকের আদেশ পালন করিল ; মুহূর্ত্ত পরে তিনি তাহাকে আহ্বান করিলে সে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। ইত্যবসরে মিঃ ব্লেক সেই দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন ; তিনি কেন্‌টিসকে বলিলেন, "চোর এখানে দাঁড়াইয়া তোমার হাতে আঘাত করিয়াছিল কি ?"

কেন্‌টিস্ বলিল, "হাঁ, তাহাই ত বোধ হয়।"

মিঃ ব্লেক সেইস্থানে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া তাঁহার পকেট-গ্ল্যাসের সাহায্যে কি দেখিতে লাগিলেন। বাতির মোম গলিয়া মেঝের উপর একবিন্দু পড়িয়াছিল, গ্ল্যাসের ভিতর দিয়া তাহা খুব বড় দেখাইতে লাগিল ! তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেন্‌টিস্‌কে বলিলেন, "এইবার তোমার সিন্ধুক খোল, উহার ভিতরটা পরীক্ষা করিতে হইবে।"

কেন্‌টিস্ সিন্ধুক খুলিয়া দিলে মিঃ ব্লেক সিন্ধুকের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিলেন ; তিনি দেখিলেন রাশি রাশি ব্যাঙ্ক-নোট ফিতা দিয়া বাধা আছে ! রাশিকৃত ব্যাঙ্কনোট দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি কেন্‌টিসের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার সিন্ধুকে এত টাকা, অথচ চোর ইহা না লইয়াই চলিয়া গিয়াছে ? আশ্চর্য্যের বিষয় বটে ! কিন্তু সে যে অকারণ লোভ সংবরণ করিয়াছে, এরূপ মনে হয় না। ইহা চুরি না করিবার বিশেষ কোন কারণ ছিল।—তোমার জহরতগুলা কোন্ ব্যাগে ছিল ?"

কোন্‌টিস্ দলিলপত্র ও নোটের বাণ্ডিলগুলি সরাইয়া সিন্ধুকের ভিতরের

ডালা খুলিয়া চর্ম্মনির্ম্মিত ব্যাগটি বাহির করিল, এবং তাহার ভিতর যে সকল মণি-মুক্তা অবশিষ্ট ছিল, তাহা একখানি কাগজের উপর ঢালিয়া ফেলিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হীরাগুলিও এই সঙ্গে ছিল ?"

কেন্‌টিস্‌ বলিল, "হাঁ মহাশয়! চোর সেগুলি বাছিয়া-বাছিয়া লইয়া গিয়াছে। হীরাগুলি ভিন্ন অন্য জহরত সে চুরি করে নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই হীরাগুলির আনুমানিক মূল্য পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ?"

কেন্‌টিস্‌ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "হাঁ ; পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বরং বেশী হইবে ত কম হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হীরকগুলির পরিবর্ত্তে তুমি এই ব্যাগের ভিতর সেয়ার-সার্টিফিকেটখানি দেখিতে পাইয়াছিলে ?"

কেন্‌টিস্‌ বলিল, "হাঁ মহাশয়, উহা ভাঁজ করিয়া ব্যাগের ভিতর পুরিয়া রাখিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের হীরা চুরি গিয়াছে ; আর ঠিক সেই পরিমাণ টাকার একখানি সেয়ার সার্টিফিকেট তাহার পরিবর্ত্তে ব্যাগের ভিতর দেখিয়া, চুরিটা কিছু নূতন ধরণের বলিয়া কি তোমার মনে হয় নাই ?"

কেন্‌টিস্‌ বলিল, "না, মহাশয়! আমার কি আর তখন মাথার ঠিক ছিল ? এ চিন্তা আমার মাথায় আসে নাই। আমার সঙ্গে এরকম চালাকি করিবার কি দরকার ছিল—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক সিন্ধুকের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া কেন্‌টিস্‌কে বলিলেন, "আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে ; তুমি সিন্ধুক বন্ধ করিয়া আমার সঙ্গে তোমার ডেস্কের কাছে চল।"

কেন্‌টিস্‌ মিঃ ব্লেকের সঙ্গে ডেস্কের নিকট উপস্থিত হইলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাল রাত্রে অন্য কোন লোক এখানে বসিয়া তোমার কালি কলম লইয়া কিছু লিখিয়াছিল কি না পরীক্ষা করিয়া বল।"

কেন্‌টিস্ তাহার জীর্ণ চেয়ারে বসিয়া দোয়াত, কলম, ব্লটিংয়ের প্যাড প্রভৃতি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মহাশয়, অন্য কোন লোক আমার দোয়াত কলম স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। আজ দুই দিন মাত্র ব্লটিংখানা ব্যবহার করিতেছি, অন্য কোন লোকের লেখার একটি দাগও ইহাতে নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম। মিঃ কেন্‌টিস্, এখন আমি তোমাকে একটি কথা বলিব। তুমি কি এই চুরির তদন্ত-ভার সত্যই আমার হাতে দিতে চাও?"

কেন্‌টিস্ সাগ্রহে বলিল, "নিশ্চয়ই। আপনি এ ভার না লইলে আমার হীরাগুলির সন্ধান হইবে না। পুলিশের সাধ্য নাই এ চুরির 'আস্কারা' করে। গরীব মানুষ, প্রায় সর্ব্বস্বই চুরি গিয়াছে;—আপনি দয়া করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লইয়া—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "কেন মিছে বাজে কথা বলিতেছ? তুমি কিরূপ গরীব—তাহার প্রমাণ হাতে-হাতে পাইয়াছি! আর তুমি যে কত বড় কঞ্জুষ, তাহাও আমার বুঝিতে বাকি নাই। তোমার অনেক টাকা চুরি গিয়াছে বটে, কিন্তু সিন্ধুকে যাহা আছে তাহাও অল্প নহে; ইহার উপর তোমার কত-টাকা সুদে খাটিতেছে, তা তুমিই জান। আমার তাহা জানিবার আবশ্যক নাই। তবে এ কথা সত্য যে, এই চুরির তদন্ত-ভার গ্রহণের জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে; তোমার অপহৃত হীরাগুলির উদ্ধারের জন্যই আমার এই আগ্রহ, এরূপ মনে করিও না। 'ফি' পাইবার লোভেও আমি এ ভার গ্রহণ করিতেছি না, ইহার অন্য কারণ আছে। সেই কারণেই আমি এই ভার গ্রহণ করিব;—কিন্তু এক সর্ত্তে। আমার সঙ্গে কোন রকম চালাকি কি দোকানদারী করিলে আমি এই ভার গ্রহণ করিব না, ইহা স্মরণ রাখিবে।"

কেন্‌টিস্ মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সভয়ে বলিল, "না, মিঃ ব্লেক; আমি কি আপনার সঙ্গে দোকানদারী বা চালাকি করিতে পারি? তবে আপনি যদি বেশী টাকার চাপ দেন, তাহা হইলে তাহা আমার পক্ষে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি তোমার নিকট অসঙ্গত 'ফি'র দাবি করিব না। যাহা ন্যায্য ও সঙ্গত—তাহাই লইব, কিন্তু তাহাও এক সর্ত্তে। যদি আমি তোমার হীরাগুলি উদ্ধার করিয়া আনিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আমাকে হাজার পাউণ্ড ফি দিতে হইবে; এতদ্ভিন্ন আমার বারবরদারি খরচ যাহা লাগে, সমস্তই তুমি দিবে। এই বাবদ কত টাকা ব্যয় হইবে তাহা অনুমান করা অসম্ভব। কিন্তু যদি আমার চেষ্টা বিফল হয়,—অপহৃত হীরাগুলি উদ্ধার করিতে না পারি—তাহা হইলে 'ফি' বাবদ আমাকে আড়াই শত পাউণ্ড ও বারবরদারি খরচা দিলেই চলিবে। তুমি আমার এই প্রস্তাবে রাজী কি না বল।"

কেন্‌টিস্ ভাবিল, 'কিছু কম লইবার জন্য অনুরোধ করিয়া দেখিব?' কিন্তু মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া আর তাহার দোকানদারি করিতে সাহস হইল না; সে মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "আপনার প্রস্তাবেই রাজী। চোর ধরা পড়ুক না পড়ুক, আমার হীরাগুলি ফেরত পাইলেই আমি খুসী হইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার মত কৃপণের মুখের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে, তুমি 'এগ্রিমেণ্ট' লিখিয়া দাও।"

কেন্‌টিস্ চেয়ারে বসিয়া কাগজ বাহির করিল, এবং মিঃ ব্লেক যাহা লিখিতে বলিলেন, তাহাই লিখিয়া তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিল।

মিঃ ব্লেক 'এগ্রিমেণ্ট'খানি লইয়া তৎপ্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াই পকেটে ফেলিয়া প্রস্থান করিলেন। কেন্‌টিস্ হতাশভাবে তাহার চেয়ারে বসিয়া রহিল। প্রায় দশ মিনিট পরে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল—তাহার ব্যাগের ভিতর যে সেয়ার-সার্টিফিকেটখানি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা মিঃ ব্লেক দেখিতে লইয়া আর তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন নাই। সে তাঁহার নিকট হইতে উহা চাহিয়া আনিবে কি না—তাহাই ভাবিতে লাগিল।—কিন্তু তাহার কোন মূল্য আছে—ইহা সে বিশ্বাস করে নাই, এই জন্য তাহা হস্তগত করিবার জন্য তাহার তেমন আগ্রহ হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক সাইমন্ কেন্‌টিসের আফিস পরিত্যাগ করিয়া রাজপথে উপস্থিত হইলেন এবং একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া ফ্রগ্‌মর্টন ষ্ট্রীটে যাত্রা করিলেন। সেখানে তাঁহার নিজের একটু কায ছিল; তাহা শেষ করিয়া তিনি তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটের ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

তিনি একখানি চেয়ারে বসিয়া সাইমন্ কেন্‌টিসের চুরির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই রহস্য তাঁহার নিকট অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, 'চোর পূর্ব্বে তাহার সঙ্কল্প স্থির করিয়াই যে চুরি করিতে গিয়াছিল; এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। চোর যে ভাবে আফিসের দরজা খুলিয়া ইহুদীটাকে কৌশলে মুর্চ্ছিত করিয়া তাহার সিন্ধুক হইতে হীরাগুলি চুরি করিয়াছে—তাহা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে—চোর চুরী বিদ্যায় শিক্ষানবীশ নহে, পাকা চোর! কেন্‌টিসের হাতের বাতি নিবাইয়া দিয়া সূচ্যগ্র পিচকারীর (Hypodermic Syringe) সাহায্যে তাহার চেতনালোপ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে হইবে—ইহা সে পূর্ব্বেই স্থির করিয়া সে জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। সে ইহুদীটার পকেট হইতে চাবি সংগ্রহ করিয়া সিন্ধুক খুলিয়াছিল, চুরির পর সিন্ধুক বন্ধ করিয়া চাবিগুলি তাহার পকেটেই রাখিয়া গিয়াছিল। চোর যে-ই হউক, সে সাইমন্ কেন্‌টিসের আর্থিক অবস্থার কথা অবগত ছিল; তাহার সিন্ধুকে যে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পাওয়া যাইবে—এ বিষয়েও তাহার সন্দেহ ছিল না; কিন্তু চোরের কিরূপ পরিচ্ছদ ছিল—তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে কেহ তাহার পদশব্দ শুনিতে না পায়, এ জন্য সে জুতার উপর পশমী মোজা পরিয়াছিল—ইহা সপ্রমাণ হইতেছে; কারণ দরজার কাছে যে বাতিটুকু গলিয়া জমিয়া গিয়াছিল—দুই চারিটি সূক্ষ্ম পশম তাহাতে লিপ্ত ছিল। উহার উপর

নিশ্চয়ই চোরের পা পড়িয়াছিল। ঐ পশমের বর্ণ ধূসর; অতএব চোর ধূসর মোজা জুতার উপর ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু দুইটি কথা বুঝিতে পারিতেছি না; প্রথম কথা, চোর মুর্চ্ছিত কেন্‌টিস্‌কে কি উদ্দেশ্যে তাহার শয়নকক্ষে টানিয়া লইয়া গিয়া তাহার মস্তকের নীচে বালিশ দিয়াছিল, ও তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্বল-দ্বারা আবৃত করিয়াছিল? দ্বিতীয় কথা, অপহৃত হীরকগুলির পরিবর্ত্তে আন্তর্জাতিক উন্নতি-সাধক কোম্পানী নামক যৌথ কারবারের পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের 'সেয়ার-সার্টিফিকেট' ব্যাগের ভিতর রাখিয়া যাইবার উদ্দেশ্য কি?

"চোর এই সেয়ার-সার্টিফিকেট কেন্‌টিসের আফিসে বসিয়া লেখে নাই—তাহা কেন্‌টিসের কথায় সপ্রমাণ হইয়াছে; সুতরাং চোর চুরি করিতে আসিবার পূর্ব্বে সেয়ার-সার্টিফিকেটখানি লিখিয়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে চোর সাইমন্ কেন্‌টিসের সিন্ধুক হইতে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড আত্মসাৎ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই চুরি করিতে গিয়াছিল। অতএব চোর কোন বিশেষ সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়াই হীরাগুলি চুরি করিয়াছে। পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের অধিক অর্থ হাতে পাইয়াও সে তাহা অপহরণ করে নাই! আবার সে দয়া করিয়া ইহুদীটার মাথায় বালিস ও তাহার শরীর কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছিল। অদ্ভুত চোর বটে! এরূপ দয়ালু চোর পূর্ব্বে কখন দেখি নাই।

"সেয়ার-সার্টিফিকেট'খানি উদ্দেশ্যহীন খেয়ালের জিনিস বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহা আমার অপরিচিত সামগ্রীও নহে; আমি পূর্ব্বে এরূপ সার্টিফিকেট দেখিয়াছি,—এবং আমার কাছেও ঐরূপ একখানি সার্টিফিকেট আছে।

"তিনমাস পূর্ব্বে আমিও এইরূপ প্রত্যেক 'সেয়ার' এক পাউণ্ড হিসাবে হাজার সেয়ারের এক সার্টিফিকেট পাইয়াছিলাম। সেই সেয়ার-সার্টিফিকেট-খানি ডাকযোগে আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে 'রবার টাইপে'-লেখা একখানি বেনামী পত্র ছিল। তাহাতে লেখা ছিল, 'আপনার পরিশ্রমের

মূল্য স্বরূপ এই 'ফি' প্রেরিত হইল, দয়া করিয়া গ্রহণ করিবেন।' কিন্তু আমি কাহার জন্য কি পরিশ্রম করিয়াছিলাম, এবং আমি 'ফি'র দাবী না করিলেও কি জন্য সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই সার্টিফিকেট 'ফি' স্বরূপ পাঠাইয়াছিল—তাহা স্থির করিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলাম কেহ কৌতুক করিবার জন্যই উহা পাঠাইয়াছে; কিন্তু প্রতিমাসের প্রথম দিন নিয়মিত রূপে পাঁচ পাউণ্ড হিসাবে উহার লভ্যাংশ আমার নিকট প্রেরিত হইতেছে! গত তিন মাস হইতে প্রতি-মাসেই ডাকযোগে পাঁচ গিনি পাইয়া আসিতেছি।

"এই সেয়ার সার্টিফিকেটে প্রকাশ কোম্পানী শতকরা বার্ষিক ছয় পাউণ্ড হিসাবে সুদ দিবে। হাজার পাউণ্ডে বার্ষিক ষাট পাউণ্ড সুদ হয়, সেই জন্যই আমি প্রতিমাসে পাঁচ পাউণ্ড পাইতেছি। এ অবস্থায় কিরূপে বলি এই যৌথ কারবারের অস্তিত্ব নাই? ইহা কোন দুষ্ট লোকের চালাকি মাত্র?

"এই টাকা কে পাঠাইতেছে, তাহা জানিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই; ইন্‌সিওর পার্শেলে নগদ পাঁচ গিনি আসিয়াছে, কিন্তু প্রেরক কে তাহা জানিতে পারি নাই। 'আন্তর্জাতিক উন্নতি-সাধক কোম্পানী ইহার প্রেরক; কিন্তু এই কোম্পানীর আফিস কোথায়, কাহারা ইহার পরিচালক তাহা জানিবার উপায় নাই;

"এখন দেখিতেছি সাইমন্ কেন্‌টিস্‌ও এই কোম্পানীর পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের সেয়ার পাইয়াছে। যে আমাকে সেয়ার-সার্টিফিকেট পাঠাইয়াছিল, সাইমন্ কেন্‌টিসের হীরাচুরির সহিত নিশ্চয়ই তাহার কোন সংশ্রব আছে। আমি যে সেয়ার-সার্টিফিকেটখানি তিনমাস পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম—কেন্‌টিসের নামে প্রদত্ত সেয়ার-সার্টিফিকেটের সহিত তাহা একবার মিলাইয়া দেখা আবশ্যক।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া গিয়া তাঁহার সিন্ধুক খুলিলেন, এবং দলিলপূর্ণ একটি বাণ্ডিল হইতে সেই সেয়ার-সার্টিফিকেটখানি বাহির করিয়া আনিলেন। তাহার পর, কেন্‌টিসের নিকট তিনি যে সেয়ার-সার্টিফিকেটখানি পাইয়াছিলেন—তাহা পকেট হইতে বাহির করিয়া দুইখানি টেবিলের উপর পাশাপাশি রাখিলেন।

তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, দুইখানি একই কাগজে—একই রকম অক্ষরে ছাপা। অংশীর নাম ও অংশের পরিমাণ ভিন্ন উভয় সার্টিফিকেটে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই। কোনখানিতেই কোম্পানীর পরিচালকবর্গের নাম বা কার্য্য-স্থলের উল্লেখ নাই।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "চোর কেন্‌টিসের সিন্ধুক হইতে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের হীরক চুরি করিয়া এই সেয়ার-সার্টিফিকেট রাখিয়া গিয়াছে; কিন্তু আমার সিন্ধুক হইতে কিছু চুরি যায় নাই, 'ফি' বলিয়া আমি হাজার পাউণ্ডের সেয়ার-সার্টিফিকেট পাইয়াছি। হাজার পাউণ্ডে আমি প্রতি-মাসে পাঁচ গিনি পাইতেছি; কেন্‌টিস্‌ও কি এই হারে সুদ পাইবে? যদি পায়, তাহা হইলে ত তাহার বার্ষিক তিন হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ মাসিক আড়াই শত পাউণ্ড পাওয়া উচিত।—বার্ষিক তিন হাজার পাউণ্ড আয় সামান্য আয় নহে। এই কোম্পানী দীর্ঘস্থায়ী হইলে ষোলবৎসর কয়েক মাসেই ত কেন্‌-টিসের পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড সুদ ঘরে আসিবে—আসল টাকা সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে। কিন্তু কেন্‌টিস্‌ যদি নিয়মিত রূপে এই টাকা পায়—তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, কোম্পানীর কার্য্যক্ষেত্র বহুদূরব্যাপী! কোম্পানীর পরিচালকবর্গ অসাধারণ ব্যক্তি। কিন্তু এই বিপুল রহস্যভেদের কোন সূত্রই ত আমি আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। সমস্তই যে ইন্দ্রজালের মত অদ্ভুত বোধ হইতেছে!"

মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। দীর্ঘকাল চিন্তার পর তিনি যেন গাঢ় রহস্যান্ধকারের ভিতর আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলেন। তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "আমি এই রহস্য-ভেদের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারিলেও একটা কথা বুঝিতে পারি-য়াছি। আমি এ পর্য্যন্ত বিস্তর চুরির তদন্ত করিয়াছি, কিন্তু কোন পুরুষ চোর চুরি করিতে গিয়া অচেতন গৃহস্বামীর সর্ব্বাঙ্গ কম্বলে আবৃত করিয়াছে, বা তাহার মাথার নীচে বালিশ দিয়াছে—ইহা কখন দেখি নাই। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে—ইহুদীটার প্রতি চোরের ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না; সে যত টাকার

সেয়ার-সার্টিফিকেট রাখিয়া গিয়াছে—ঠিক তত টাকা মূল্যের জহরত লইয়া গিয়াছে। এই চোরের হৃদয়ে দয়া মায়া আছে। পুরুষ চোরের সহৃদয়তা বা দয়া মায়ার দৃষ্টান্ত সুলভ নহে, এবং কোন পুরুষ চোর ইহুদীটার মাথার নীচে বালিশ দিয়া বা গায়ে কম্বল দিয়া তাহাকে আরামে রাখিবার ব্যবস্থা করিত না। —এ নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকের কার্য্য।"

এই সময় মিঃ ব্লেকের বিশ্বস্ত অনুচর স্মিথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে তাহার টুপিটা একখানি চেয়ারের উপর রাখিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আমার বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। আপনি আমাকে যে সংবাদ আনিতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে অত্যন্ত হয়রাণ হইতে হইয়াছে।—যাহা হউক, আমি কার্য্যোদ্ধার করিয়া আসিয়াছি, আপনি এখন সহজেই লোকটাকে ধরিতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম, তোমার রিপোর্ট টেবিলের উপর রাখিয়া একবার এই কাগজখানি দেখ ত!"

মিঃ ব্লেক কেন্‌টিসের সেয়ার-সার্টিফিকেটখানি স্মিথের সম্মুখে প্রসারিত করিলেন। তাহা দেখিবামাত্র স্মিথ বলিয়া উঠিল, "আপনি মাস-তিনেক পূর্ব্বে যে রহস্যপূর্ণ সেয়ার-সার্টিফিকেটখানি পাইয়াছিলেন, উহা ত তাহাই!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আগে ভাল করিয়া পরীক্ষা কর—তাহার পর মতামত প্রকাশ করিও।"

স্মিথ সেয়ার-সার্টিফিকেটখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "এ যে দেখিতেছি পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের সেয়ার-সার্টিফিকেট—আপনার সেখানি ত নয়! কিন্তু দেখিতে অবিকল সেইখানির মত। তফাৎ কেবল টাকার পরিমাণে আর সেয়ার-হোল্ডারের নামে। সেয়ার-হোল্ডারের নাম সাইমন্ কেন্‌টিস্! চিপ্‌সাইডের সেই সুদখোর কঞ্জুস্ ইহুদীটা? উহাকে ত আমি চিনি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহাকে চেন?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ চিনি; আপনি আমাকে আশ্রয় দান করিবার পূর্ব্বে ঐ

অঞ্চলেই আমার প্রধান আড্ডা ছিল। কেন্‌টিসের আফিস লিট্‌ল বুকার ষ্ট্রীটে তাহাও জানি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহার সম্বন্ধে তুমি কি জান, বল।"

স্মিথ বলিল, "উহার মত কৃপণ পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেহ আছে কি না সন্দেহ। বেটা টাকার কুমীর, কিন্তু খরচের ভয়ে পেট ভরিয়া খায় না, বিবাহ পর্য্যন্ত করে নাই। যে সকল ব্যবসায়ী বিপন্ন হইয়া এই হতভাগার নিকট টাকা ধার লয়—তাহাদের ভিটায় সে ঘুঘু না চরাইয়া ছাড়ে না। সে তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করে! অসম্ভব অধিক সুদে টাকা ধার দিয়া বেটা কোটীপতি হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে দেখিলে কেহ বলিতে পারে না যে, তাহার দশটাকারও সংস্থান আছে।"

এই সময় ডাকপিয়ন মিঃ ব্লেকের চিঠি-পত্রাদি বিলি করিয়া গেল। ঐ সকল চিঠির সঙ্গে একটি ইন্‌সিওর পার্শেলও ছিল; মিঃ ব্লেক তাহা খুলিয়া পাঁচটি গিনি পাইলেন। পার্শেলের ভিতর 'টাইপ করা' একখানি ক্ষুদ্র পত্র, পত্রে লেখা ছিল, "আন্তর্জাতিক উন্নতি-সাধক' কোম্পানীর হাজার পাউণ্ড সেয়ারের মাসিক লভ্যাংশ পাঁচ গিনি প্রেরিত হইল।"

স্মিথ সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া বলিল, "এ ত মজা বড় মন্দ নয়! মাসে মাসে পাঁচ গিনি পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু এই হাজার পাউণ্ডের সেয়ার আপনি কোন সূত্রে পাইয়াছেন—তাহা কি জানিতে পারিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না স্মিথ, আমি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও এ রহস্য ভেদ করিতে পারি নাই। কিন্তু ইহারা প্রতিমাসে নিয়মিত রূপে টাকা পাঠাইতেছে!—এখন আহার করিতে চল। আহারের পর সাইমন্ কেন্‌টিস্ সম্বন্ধে তোমাকে গুটিকত কথা বলিব।"

আহারের পর মিঃ ব্লেক, স্মিথের অনুপস্থিত কালে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই তাহার গোচর করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর টমাসের সহিত তাঁহার পরামর্শ, সাইমন্ কেন্‌টিসের আগমন, ও তাহার সহিত তাহার আফিসে গমন, তাহার সিন্দুক পরীক্ষা—ইত্যাদি সকল কথাই বলিলেন।

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইয়াছে এমন সময় টেলিফোঁর কলে ঝন্-ঝন্ শব্দ আরম্ভ হইল। মিঃ ব্লেক টেলিফোঁর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি, কি চাও ?"

টেলিফোঁতে উত্তর আসিল, "আমি টমাস্; জরুরি সংবাদ আছে মিঃ ব্লেক !"

ইন্‌স্পেক্টর টমাসের কণ্ঠস্বরে আগ্রহের আভাস পাইয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "খবরটা কি শুনিতে পাই না ?"

টমাস্ বলিলেন, "আপনাকে শ্লেসিংএর কথা বলিতেছিলাম—তাহা বোধ হয় স্মরণ আছে—একটা জর্ম্মান-আমেরিকান ফেরারি আসামী, যে নিউ-ইয়র্কের পুলিশের চক্ষুতে ধূলা দিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, মনে আছে ; তাহার কি হইয়াছে ?"

টমাস্ বলিল, "নিউইয়র্কের পুলিশের অধ্যক্ষের নিকট হইতে এইমাত্র সংবাদ পাইলাম, নিউইয়র্কেই তাহাকে হঠাৎ পাওয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে তাহার ইংলণ্ডে পলাইয়া আসিবার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ? এই ত কথা ?"

টমাস্ বলিল, "না, আরও কথা আছে। আমার একজন অনুচর স্পেনের সেই খুনী আসামী বেনাডোকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উক্ত কর্ম্মচারীটি আমাকে জানাইয়াছে বেনাডো তাহার নিকট বড় এক অদ্ভুত গল্প বলিয়াছে,—পরীর গল্পের মত তাহা বিস্ময়জনক ! আমি বেনাডোকে এখানে হাজির করিতে আদেশ দিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া একবার থানায় আসিবেন ? বেনাডোর কথাগুলি আপনারও শ্রবণ করা উচিত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই ; আমি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া এখনই তোমার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব। ততক্ষণ বেনাডোকে থানায় রাখিবে।"

মিঃ ব্লেক টেলিফোঁর কলের নিকট হইতে তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "শীঘ্র মোটরখানা আনিবার ব্যবস্থা কর। আমাদিগকে অবিলম্বে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাইতে হইবে। ইন্‌স্পেক্টর টমাস্

বলিল, খুনী আসামী বেনাডো ধরা পড়িয়াছে। বোধ হয় তাহার নিকট কোন নূতন কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে।"

মিঃ ব্লেক স্মিথ-সহ অবিলম্বে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের থানায় উপস্থিত হইয়া ইন্‌স্পেক্টর টমাসের আফিসে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষে দুইজন কনেষ্টেবল একটি আসামী লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই আসামীই যে বেনাডো, ইহা তাহাকে দেখিবামাত্র মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ কি লিখিতেছিল; সে মিঃ ব্লেককে দেখিয়াই কলম রাখিয়া তাঁহাকে ও স্মিথকে বসিতে অনুরোধ করিল, এবং কন্‌ষ্টেবলদ্বয়কে বলিল, "আসামীকে আমাদের সম্মুখে আন।"

বেনাডো তাঁহাদের সম্মুখে উপনীত হইলে ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্প্যানিস্ ভাষায় বলিল, "বেনাডো, আমি শুনিলাম, যে পুলিশকর্ম্মচারী তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহার নিকট তুমি অনেক নূতন কথা বলিয়াছ। আমরাও সেই কথাগুলি শুনিতে চাই; যদি সকল কথা ঠিক ঠিক না বল, তাহা হইলে তোমাকে কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে।"

বেনাডো বলিল, "যদি সত্য কথা বলি, তাহা হইলে আপনারা যে আমাকে ছাড়িয়া দিবেন, সে শক্তি আপনারদের নাই; কিন্তু তথাপি আমি সত্য কথাই বলিব। যাহা জানি, তাহা গোপন করিব না। আর তাহা গোপন করিয়াই বা আমার লাভ কি?"

টমাস্ বলিল, "লাভ না থাক, লোকসান নাই ত? এখন বল কি জান।"

বেনাডো বলিল, "আমাকে আপনারা নিরীহ লোক পাইয়া গ্রেপ্তার করিয়াছেন; কিন্তু আমার অপেক্ষাও যাহারা অধিক অপরাধী, যাহারা আইনের কোন তোয়াক্কা রাখে না, আপনাদের চোখে ধূলা দিয়া যাহারা ক্রমাগত বে-আইনি কায করিতেছে, তাহাদের কাছেও ত ঘেঁসিতে পারেন না। আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের সাহায্যে অনায়াসে নিরাপদ স্থানে পলাইতে পারিতাম, আপনারা আমার কোন সন্ধান পাইতেন না। কিন্তু আমি নিরপরাধ ভদ্রলোক, অপরাধীর মত আমার লুকাইয়া থাকিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। তাহাদের

সাহায্যই-বা কেন লইব? কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা বলিতেছি শুনুন।—আমি দুইদিন পূর্ব্বে লণ্ডনে আসিয়াছি। স্বদেশে আমার শত্রুরা আমাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিলে, আমি লিস্‌বন নগরে পলায়ন করি। সেখানেও পুলিশ আমাকে তাড়া করে।—আমি নিরপরাধ অথচ পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে দিবে—ইহা অসহ্য। এইজন্য আমি লণ্ডনে পলাইয়া আসিলাম। লণ্ডনে আসিয়া হঠাৎ আমার স্বদেশীয় একটি ভদ্র-লোকের সহিত দেখা হইল; সে আমার বিপদের কথা শুনিয়া বলিল, যদি আমি তাহাদের দলের সাহায্য গ্রহণ করি, তাহা হইলে পুলিশের সাধ্য নাই, আমাকে গ্রেপ্তার করে; আমি নির্ভাবনায় স্বাধীন ভাবে বাস করিতে পারিব। আমি তাহার মতলব বুঝিতে না পারিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিতে অনুরোধ করিলাম! সে বলিল, স্পেন দেশে আমাদের যে দল আছে, সে সেই দলেরই লোক। দলের লোক বলিয়াই সে আমার উপকার করিতে উৎসুক। আমি তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিরাপদ হইব। সে একটি নূতন দলে মিশিয়াছে,—প্রকাণ্ড দল; অসংখ্য ফেরারি আসামী সেই দলে প্রবেশ করিয়া বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে কাল যাপন করিতেছে।

"লোকটার কথা শুনিয়া ব্যাপারখানা কি জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইল; আমি তাহার প্রস্তাবে মৌখিক সম্মতি প্রকাশ করিলে সে আমাকে সঙ্গে লইয়া একটা হোটেলে আর একজন লোকের নিকট উপস্থিত হইল। আমি লণ্ডনে নূতন আসিয়াছি;—সেই হোটেলটি কোথায়, তাহা আমি ঠাহর করিতে পারি নাই। যাহা হউক, আমরা সেই হোটেলের দ্বিতলে উঠিয়া একটা ছোট কুঠুরীতে বসিয়া রহিলাম।

"সেই কুঠুরীতে আরও তিনজন লোক দেখিতে পাইলাম; তাহাদের মধ্যে একজনের নাম শুনিলাম পস্‌কফ, আর একজনের নাম লারোসি; তৃতীয় ব্যক্তির নাম ফিন্‌লে। প্রথমেই পস্‌কফের ডাক পড়িল, সে আর একটা কুঠুরীতে গেল। কয়েক মিনিট পরে সে হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিল; তখন আমার ডাক পড়িল। আমি আর একটি কুঠুরীতে প্রবেশ করিয়া

দেখি, সেখানে একটি যুবতী বসিয়া আছে। যুবতী পরমা সুন্দরী, কিন্তু সুন্দরী হইলে কি হয়, সে নিশ্চয়ই নারী নহে—পিশাচী!

"সেই সুন্দরী পিশাচী আমার সকল কথা শুনিল; তাহার পর ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, 'তুই খুনী আসামী, আমরা তোর মত লোকের সাহায্য করি না। দূর হ এখান থেকে, বেটা খুনী'!

"আমি সেখান হইতে বাহির হইয়া অন্য কুঠুরীতে আসিলাম; যে লোকটি আমাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিল, তাহাকে বলিলাম, 'কি হে সাঙ্গাত! এ কি রকম হইল?'—সে মুখ চুণ করিয়া বলিল, 'কি করিব বল? তোমার অদৃষ্ট মন্দ, এখন সরিয়া পড়'।

"মজা দেখিয়া আমি সরিয়া পড়িলাম, পথে আসিতেই এক ভদ্রলোক আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া বসিল! আমি তাহাকে এই যুবতীর কাহিনী বলিলাম; তাহা শুনিয়া সে আমাকে বলিল, 'এ সকল কথা ইন্‌স্পেক্টর সাহেবকে বলা চাই।'—আমি আপনাকে সব কথা বলিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর কন্‌ষ্টেবলদের বলিল, "উহার যাহা বলিবার ছিল, শুনিলাম। উহাকে এখন হাজতে লইয়া যাও, পরে উহার সম্বন্ধে হুকুম দিব।"

কন্‌ষ্টেবলেরা বেনাডোকে সেই কক্ষ হইতে টানিয়া লইয়া চলিল। তাহাদের পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইলে ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি এই আসামীটার সব কথা শুনিলেন ত! কিছু বুঝিলেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটা পাকা বদমাস্! কিন্তু উহার কথাগুলা আগাগোড়া মিথ্যা রচনা বলিয়া আমার মনে হইল না; মূলে কিছু সত্য আছে। তবে পনের আনাই মিথ্যা, এক আনা যদি সত্য থাকে!—কিন্তু কতটুকু সত্য, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "নিউইয়র্ক-পুলিশের অধ্যক্ষ মিঃ কেলির নিকট হইতে এক কেব্‌ল্‌গ্রাম পাইয়াছি।—তাহা না পাইলে উহার সকল কথাই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতাম; কিন্তু সেই কেব্‌ল্‌গ্রাম পাঠ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে বেনাডোর কথাগুলি আগাগোড়া কাল্পনিক নহে! ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল

কেলির সাঙ্কেতিক কেব্‌ল্‌গ্রামের ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেই আপনি সকল কথা বুঝিতে পারিবেন।”

সাঙ্কেতিক ভাষায় কেব্‌ল্‌গ্রামখানিতে এইরূপ লিখিত ছিল :—

“শ্লেসিং এখানে ধরা পড়িয়াছিল! মধ্যে সে নিউইয়র্কে ছিল না; কোথায় গিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করায় সে এই অদ্ভুত গল্পটি বলিয়াছিল :—ফেরারী আসামীদের সাহায্য করিবার জন্য একটি প্রকাণ্ড দলের সৃষ্টি হইয়াছে! সেই দলে যোগদান করিয়া সে একটি দ্বীপে গিয়াছিল; সেখানে কিছুদিন সে কাটাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেই দ্বীপটি, আট্‌লান্টিক মহাসাগরে, কি ভারত মহাসাগরে, কি প্রশান্ত মহাসাগরে, অথবা উত্তর মহাসাগরে শ্লেসিং তাহা বলিতে পারে নাই। সেই দ্বীপে তাহার মন বসিল না দেখিয়া সে নিউইয়র্কে চলিয়া আসিয়াছিল। সেই দ্বীপ হইতে নিউইয়র্কে আসিতে তাহাকে দুই সপ্তাহ জাহাজে বাস করিতে হইয়াছিল।—তাহাকে জেরা করিয়া এই দলের কোন লোকের নাম বাহির করিতে পারি নাই। তাহার ভয়, কোন কথা প্রকাশ করিলে তাহার জীবন বিপন্ন হইবে! তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল, তাহা সাক্ষীর দোষে ফাঁসিয়া গিয়াছে; অগত্যা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। মুক্তিলাভের পর হইতেই সে নিরুদ্দেশ! সম্ভবতঃ সে লণ্ডনে পলাইয়াছে; তাহার সন্ধান লইবে। সে গোঁফ দাড়ি কামাইয়া চেহারা বদল করিয়াছে!—কেলি।”

ইন্‌স্পেক্টর টমাস্‌ বলিল, “দুই আর দুই যোগ করিলে চার হয়। বেনাডো যে গল্প করিয়াছে তাহা, ও শ্লেসিং যাহা বলিয়াছে—তাহা মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়—ফেরারী আসামীদের আশ্রয়দানের জন্য কোথাও একটি আড্ডা হইয়াছে! কিছু দিন ধরিয়া পৃথিবীর নানা দেশের ফেরারী আসামীরা কোন অদ্ভুত উপায়ে সেই আড্ডায় আশ্রয় লাভ করিতেছে; এই জন্যই আমরা তাহাদের সন্ধান পাইতেছি না।”

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, “তোমার অনুমান যথার্থ বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। বেনাডোর কথাগুলি সত্য না হইলেও উহা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আমার বিশ্বাস, বেনাডো

এদেশে আসিয়া ফেরারী আসামীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিল; তাহাদেরই কাহারও নিকট সে এইরূপ একটি দলের কথা শুনিয়াছিল; এবং হয় ত সেই দলের কোন প্রধান ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পস্‌কফ্ ও নারৌসী সম্বন্ধে সে যাহা বলিয়াছে—তাহা সত্য হওয়াই সম্ভব।"

ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ বলিল, "এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ফেরারী আসামীদের আশ্রয়দানের জন্য যে কোথাও একটা দল হইয়াছে—এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। যে কারণেই হউক, বেনাডো তাহাদের আশ্রয় লাভ করিতে পারে নাই। এই দল যে একজন রমণীর কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত, এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই; শুনিয়াছি, রুসিয়ার 'নিহিলিষ্ট' সম্প্রদায় একটি রমণীর ইঙ্গিতেই পরিচালিত হয়! কিন্তু এই ফেরারী আসামীগণকে কোথায় লইয়া যাওয়া হয়, কি উদ্দেশ্যে এবং কি উপায়েই-বা লইয়া যাওয়া হয়, তাহারা কি ভাবে কালযাপন করে—এ সকল তথ্য দুর্ভেদ্য রহস্যান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। এই রহস্য ভেদ করাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। এই রহস্যভেদের উপর সকল সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "সে কথা সত্য। কিন্তু রহস্য ভেদের উপায় কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইংলণ্ডের এবং অন্যান্য দেশের প্রধান প্রধান নগরে—নিশ্চয়ই কুলির আড়কাটীর মত উহাদের আড়কাটী আছে। সম্ভবতঃ লণ্ডনেও তাহাদের আড্ডা আছে।—প্রথমে এই সকল আড্ডায় সন্ধান লওয়া আবশ্যক। তোমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। বেনাডোকে জেরা করিয়া যদি ইহাদের সম্বন্ধে আর কোন কথা বাহির করিয়া লইতে পার—তাহার চেষ্টা করিবে। আমিও নিশ্চেষ্ট থাকিব না। বেনাডো, ফিন্‌লে নামক একজন আসামীর নাম করিয়াছে। উহার নাম পূর্ব্বে শুনিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তুমি তাহার সম্বন্ধে কি জান?"

ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ বলিল, "আমি ইন্‌স্পেক্টর ব্রুক্‌স্‌এর কাছে শুনিয়াছি সে ফিন্‌লে এণ্ড সন্স নামক বস্ত্র ব্যবসায়ীর ফারমের মালিক। ফিন্‌লের পিতা এই

ফারমের স্বত্বাধিকারী ছিল, অনেক কালের ফারম। ফিন্‌লে ব্যবসায়ে লোকসান দিয়া অনেক টাকার দেন্‌দার হইয়াছে; মহাজনদের ফাঁকি দিবার জন্য এখন সে অদৃশ্য হইয়াছে! তাহার মহাজনেরা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য পুলিশের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার বিষয়-সম্পত্তি ত সে সঙ্গে লইয়া যায় নাই; মহাজনেরা নালিশ করিয়া তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিলেই পারে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "সে পথ বন্ধ করিয়াছে! সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি কেন্‌টিস্ নামক একজন সুদখোর ইহুদীর কাছে বন্দক দিয়া জাল গুটাইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি নাম বলিলে? কেন্‌টিস্, সাইমন্ কেন্‌টিস্?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "হাঁ, সাইমন্ কেন্‌টিস্; তাহাকে জানেন না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ জানি; তারপর?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "ব্রুক্‌স্ ফিন্‌লের বাড়ী গিয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী-কন্যাও বাড়ীতে নাই; ফিন্‌লে তাহাদিগকে লইয়াই অদৃশ্য হইয়াছে!—আমরা বিশেষ চেষ্টা করিলে তাহার সন্ধান পাইতে পারি; স্ত্রী-কন্যা লইয়া সে আমাদের চোখে ধূলা দিয়া হঠাৎ দেশান্তরে পলাইতে পারিবে—ইহা বোধ হয় না। ব্রুকস্ তাহার সন্ধানে লোক নিযুক্ত করিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম; ফিন্‌লে সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে পারা যায় কি না তাহা বেনাডোকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাস কর।"

ইন্‌স্পেক্টর টমাসের আদেশে বেনাডো পুনর্ব্বার সেই কক্ষে আনীত হইল।

ইন্‌স্পেক্টর বেনাডোকে বলিল, "তুমি যে হোটেলে গিয়াছিলে, সেখানে ফিন্‌লে নামক একজন লোককে দেখিয়াছিলে বলিয়াছ?"

বেনাডো বলিল, "হাঁ মহাশয়!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "লোকটা দেখিতে কিরূপ?"

বেনাডো বলিল, ঠিক মানুষের মত! তবে বয়স কম, মুখে অল্প গোঁফ আছে, দাড়ি নাই; লম্বা, পাতলা, চক্ষু কটা; চুল—এদেশের লোকের চুলের মত।"

বেনাডো সেই কক্ষ হইতে অপসারিত হইলে ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "এই লোকই বটে, হুলিয়ার সঙ্গে অনেকটা মিলিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা কর। যদি নূতন কোন তথ্য জানিতে পার—তাহা হইলে আমাকে সংবাদ দিও। আমিও যদি কিছু জানিতে পারি—তোমাকে জানাইব। এখন আমি চলিলাম।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া মধ্যাহ্নকালে বাড়ী ফিরিলেন। তখন মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "তোমাকে একটি কাযের ভার দিতেছি। তুমি নিষ্কর্ম্মা ভবঘুরের ছদ্মবেশ ধরিয়া যে দিকে দুই চক্ষু যায়, সেই দিকে যাও; এবং চোর-ডাকাতের দলে মিশিয়া তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য কর। ফেরারী আসামী-দের আশ্রয়দানের জন্য নিশ্চয়ই কোথাও একটা দল হইয়াছে,—তাহা তুমিও বুঝিতে পারিয়াছ। তুমি চোর-ডাকাতদের সঙ্গে বেড়াইলে এই দলের সন্ধান পাইবে—ইহাই আমার ধারণা। আবশ্যক হইলে একদল ছাড়িয়া অন্য দলে মিশিবে। আমার অবসর বড় অল্প বলিয়াই তোমার উপর এই কার্য্যের ভার দিতেছি। যদি সম্ভব হয়—তাহা হইলে যেসকল ফেরারী আসামী বিদেশ হইতে পলাইয়া আসিয়া লণ্ডনে আশ্রয় লইয়াছে—তাহাদের দলেও মিশিবার চেষ্টা করিবে। আমার বিশ্বাস, সোহো পল্লীতে এই শ্রেণীর আসামীর সন্ধান পাইবে। তুমি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে যাহা ভাল বুঝিবে—তাহাই করিবে। যদি কোন গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার করিতে পার—তাহা হইলে কোন উপায়ে আমাকে সংবাদ দিবে।"

স্মিথ জীর্ণ মলিন পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ভবঘুরে বেকারের এরূপ নিখুঁত ছদ্মবেশে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইল যে, তাঁহার 'তাক্' লাগিয়া গেল! তিনি সহাস্য বদনে তাহার ছদ্মবেশের সমর্থন করিলে সে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল, এবং নিঃসম্বল নিরাশ্রয় ভবঘুরের মত মুখভঙ্গি করিয়া পথে বাহির হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্মিথ, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পথে আসিয়া, কোন্ দিকে যাইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। অকুল মহাসমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্ত অর্ণবযানের অবস্থা যেরূপ হয়—তাহার অবস্থাও তখন সেইরূপ! সে কোন্ দিকে যাইবে, কি করিলে তাহার প্রভুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—তাহা স্থির করিতে পারিল না। যেদিকে তাহার দুই চক্ষু গেল—সে সেই দিকেই চলিতে লাগিল।—প্রথমে সে গ্রেট্ পোর্টল্যাণ্ড ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইল, তাহার পর মন্থরগতি হল্‌বর্ণ অভিমুখে ধাবিত হইল।

স্মিথ চলিতে চলিতে সাউদাম্‌টন্ ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত করিল; হঠাৎ সে দেখিতে পাইল একটি লোক অতি সন্তর্পণে অল্ডউইচের দিকে অগ্রসর হইয়াছে!—তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই স্মিথ তাহাকে চিনিতে পারিল, তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না; সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এ যে দেখিতেছি মার্কিণ বাট্‌পাড় গন্‌ম্যান জিপ্‌! নিউইয়র্কের নামজাদা বাট্‌পাড় লণ্ডনে? বিনা-মতলবে লোকটা নিশ্চয়ই লণ্ডনে আসে নাই। লণ্ডনের পুলিশ বোধ হয় এখনও উহার আগমন-সংবাদ পায় নাই; উহার পরিচয় জানিতে পারিলে এতক্ষণ উহাকে শ্রীঘরে না পুরিয়া ছাড়িত না। কোথায় যাই ভাবিতেছিলাম; এই বাট্‌পাড়টারই অনুসরণ করি; তাহা হইলে কর্ত্তার আদেশ পালনের সুবিধা পাইব।"

স্মিথ দূরে দূরে থাকিয়া মার্কিণ বাট্‌পাড় জিপের অনুসরণ করিল। স্মিথের পরিচ্ছদ ও ভাবভঙ্গি দেখিলে তাহাকে গাঁটকাটা চোর বা ঐ শ্রেণীর বদ্‌মাস বলিয়া সহজেই সন্দেহ হইত। দুই একজন পুলিশ কন্‌ষ্টেবল্ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু কেহই তাহাকে বাধা দিল না।

মার্কিণ বাট্‌পাড় কোন দিকে না চাহিয়া ফ্লীট ষ্ট্রীট, কিং উইলিয়ম ষ্ট্রীট প্রভৃতি

রাজপথ অতিক্রম পূর্ব্বক টাউয়ার ব্রিজের নিকট উপস্থিত হইল। সেখানে সে দাঁড়াইয়া দুই একমিনিট কি ভাবিল ; তাহার পর সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইয়া নদীর ধারে ধারে চলিতে লাগিল। কিছু দূরে নদীতীরে গুদামের মত একটা বাড়ী ছিল ; বাড়ীটা বৃহৎ ও অত্যন্ত পুরাতন, এবং স্থানটি নির্জ্জন। গুদামটি দেখিয়া মনে হয়, জীর্ণসংস্কারের অভাবে তাহা অনেক দিন হইতে অব্যবহার্য্য অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। গুদামের বহির্দ্বারটিও জীর্ণ এবং ভগ্ন-প্রায়। মার্কিণ বাট্‌পাড় জিপ্‌ এই গুদামে প্রবেশ করিল। স্মিথ গুদামের ভিতর তাহার অনুসরণ করিবে কি না স্থির করিতে না পারিয়া ; গুদামের সম্মুখে আসিয়া মিনিট-দুই কি চিন্তা করিল ; তাহার পর সাহসে ভর করিয়া গুদামে প্রবেশ করিল। তাহার সন্দেহ হইল, এখানে হয় ত চোরের একটা আড্ডা আছে ;—জিপ্‌ সেই আড্ডায় অন্য কোন চোরের সহিত 'বিষয়কর্ম্ম' সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে গেল !

স্মিথ যখন গুদামে প্রবেশ করিল, তখন জিপ্‌ অদৃশ্য হইয়াছে ; সে গুদামের কোন্‌ অংশে বিচরণ করিতেছে, স্মিথ তাহা বুঝিতে পারিল না। সে গুদামের ভিতর কাঠের সিঁড়ি দেখিতে পাইয়া—সেই সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে একটা কুঠুরীর ভিতর আসিয়া পড়িল। সে দেখিল, এই কুঠুরীটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ; তাহার মধ্যস্থলে একখানি টেবিল্ল সংস্থাপিত আছে। টেবিলখানির উপর একখানি মলিন 'টেবিল্‌ ক্লথ'ও প্রসারিত রহিয়াছে ! টেবিলের চারিদিকে কয়েকখানি চেয়ার। কিন্তু সেই কক্ষে সে জনমানবের সাড়া শব্দ পাইল না।

স্মিথ বুঝিল, এই কুঠুরীটাই চোরেদের পরামর্শের স্থান ; এখানে বসিয়া তাহারা মদ খায় ও দাঁও মারিবার পরামর্শ করে !—এখন এ কুঠুরীতে কেহ নাই বটে, কিন্তু জিপ্‌ যখন এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে—তখন নিশ্চয় সে ও তাহার পরিচিত দুই একজন চোর শীঘ্রই এই কুঠুরীতে আসিয়া পরামর্শ আরম্ভ করিবে। অতএব এখানে লুকাইয়া তাহাদের গুপ্ত পরামর্শ টা শুনিয়া লইবার প্রলোভন সে সংস্বরণ করিতে পারিল না ; কিন্তু যদি হঠাৎ ধরা পড়িবার

সম্ভাবনা ঘটে—তাহা হইলে ত পলায়ন করিতে হইবে। সে যে পথে আসিয়াছে—সেই পথে পলায়ন করা বিপজ্জনক হইতে পারে। তাহার মনে হইল, এই স্থান হইতে গোপনে পলায়নের ব্যবস্থা না করিয়া চোরেরা এই কুঠুরীতে আড্ডা করে নাই; দৈবাৎ পুলিশ আসিয়া তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিলে তাহারা তাড়াতাড়ি পলায়ন করিবার একটা গুপ্তপথ স্থির করিয়া রাখিয়াছে।—এই সকল কথা ভাবিয়া স্মিথ সেই কুঠুরী-সংলগ্ন অন্যান্য কক্ষ-গুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল; শেষে দেখিতে পাইল, দুই তিনটি কুঠুরীর পর যে কুঠুরীটি আছে—তাহার কাঠের বারান্দাটি নদীর দিকে প্রসারিত; সেই বারান্দার নীচেই নদী! বারান্দার রেলিংএর সহিত স্থূল রজ্জু সোপান আবদ্ধ রহিয়াছে, এবং তাহার নীচেই একখানি নৌকা বাঁধা আছে। স্মিথ বারান্দায় আসিয়া রেলিংএ ভর দিয়া নদীবক্ষস্থিত নৌকাখানি পরীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু নৌকায় কোন আরোহী দেখিতে পাইল না। স্মিথ বুঝিল, পুলিশ হঠাৎ চোরের দলের সন্ধান পাইয়া সম্মুখ হইতে তাড়া করিলে তাহারা এই বারান্দায় আসিয়া রজ্জু সোপানের সাহায্যে নদীতে নামিয়া পড়ে এবং তাড়াতাড়ি ঐ নৌকায় উঠিয়া নির্ব্বিঘ্নে চম্পট প্রদান করে।

ধরা-পড়িবার সম্ভাবনা ঘটিলে পলায়নের ইহাই গুপ্ত পথ, ইহা বুঝিতে পারিয়া স্মিথ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল; এবং সে তাড়াতাড়ি পূর্ব্বোক্ত আড্ডা ঘরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, দ্বারের অন্তরাল হইতে কক্ষ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু সে তখন পর্য্যন্ত সেই কক্ষে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইল না! তখন সে লঘুপদবিক্ষেপে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই টেবিলের নীচে লুকাইল; এবং মাথা গুঁজিয়া সেখানে স্থিরভাবে বসিয়া রহিল! 'টেবিলক্লথ' খানি টেবিলের চতুর্দ্দিকে ঝালরের মত ঝুলিয়া থাকায় তাহার লুকাইয়া থাকিবার বেশ সুবিধা হইল; সেই কক্ষে কেহ প্রবেশ করিয়া হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইবে—তাহার সম্ভাবনা রহিল না।

স্মিথ টেবিলের নীচে লুকাইবার প্রায় পাঁচ মিনিট পরে অদূরে কাহাদের পদ-শব্দ শুনিতে পাইল! সেই শব্দ শুনিয়া তাহার বুকের ভিতর দুরু-দুরু করিয়া

উইলী। একজন লোক দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। স্মিথ পদশব্দে বুঝিতে পারিল, তাহার পশ্চাতে আর একজন লোকও আসিল।

স্মিথ শুনিল, একজন মোটা গলায় বলিতেছে, "তুমি এত বিলম্ব করিয়া আসিলে! তুমি এখানে আসিয়া ঘর ঠিক করিতে পার নাই, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ ভাবিয়া আমি তোমাকে কোথায় না খুঁজিয়াছি?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "অপরিচিত যায়গা, অনুমানে নির্ভর করিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হইবারই কথা; কিন্তু তাহাতে ত কোন ক্ষতি হয় নাই। এই সবে বেলা তিনটা। যা হোক, বেশ নিরিবিলি স্থান বটে, বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে পরামর্শের উপযুক্ত স্থানই এই।"

স্মিথ কণ্ঠস্বরে বুঝিল—শেষোক্ত ব্যক্তিই গন্‌ম্যান জিম্; কিন্তু যে প্রথমে কথা কহিয়াছিল সে কে—তাহা স্মিথ বুঝিতে পারিল না।

প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিল, "আমি বোতলের যোগাড় করিয়া রাখিয়াছি; তুমি অনেকদূর হইতে আসিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছ, আগে গলাটা ভিজাইয়া লও। আমি ভাই হুইস্কিটাই ভালবাসি। তোমার কি চাই?"

জিম্ বলিল, "হুইস্কিই ভাল, জিম্!"

স্মিথ বুঝিল, অন্য তস্করের নাম জিম্।"

জিম্ বলিল, "তুমি বোস। আমি গেলাস বোতল বাহির করি।"

তস্করদ্বয় চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার পর বোতল খুলিবার ও গ্লাসে মদ ঢালিবার শব্দ স্মিথের কর্ণগোচর হইল। সে টেবিলের নীচে কম্বলাসনে বসিয়া রহিল। উক্ত তস্করের পদদ্বয় টেবিলের নীচে প্রসারিত হইয়াছে দেখিয়া স্মিথের বড় ভয় হইল; পাছে তাহার অঙ্গে কাহারও পদস্পর্শ হয় ও তাহাকে ধরা পড়িতে হয়, এই আশঙ্কায় সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে জড়-সড় হইয়া বসিল।

মদ্যপান শেষ করিয়া শূন্য গ্লাস টেবিলের উপর রাখিয়া জিম্ তাহার সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সিগারটার সঙ্গে সঙ্গে এক জাহাজে আমি আট্‌লান্টিক পার হইয়া আসিয়াছি। লিভারপুলে জাহাজ হইতে নামিয়াও সে আমার নজর ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। সে যে হোটেলে বাসা লইয়াছে—আমিও

সেই হোটেলে আড্ডা লইয়াছি। দুজনেই তেতালার ভিন্ন ভিন্ন কুঠুরীতে আছি। আমরা দুজনে চেষ্টা করিলে সহজেই গাড়ি জমাইতে পারিব। আমি কি মতলব করিয়াছি জান? আমরা দুজনে এক সঙ্গে হোটেলে গিয়া প্রথমে আমার কুঠুরীতেই যাইব। রাত্রি দশটার পর সে আধ ঘণ্টার জন্য খাইতে যায়—কয়দিন হইতেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। সে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ঘরে ফিরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে। আজ কাল রাত্রে যে রকম কুয়াশা হইতেছে—তাহাতে এক হাত দূরের বস্তুও দেখা যায় না। এই কুয়াশাটা বড় ভাল জিনিস গা-ঢাকা দিবার পক্ষে এমন সরেশ জিনিস আর কিছুই নাই।

"সে কথা যাক, এখন কাযের কথা বলি শোন,—সে ঘরে না আসা পর্য্যন্ত আমরা দু'জনে আমার ঘরে বসিয়া থাকিব; তাহার পর কৌশলে তাহার কুঠুরীতে ঢুকিয়া তাহার নোটগুলি হাতাইব। তাহার কাছে বহুৎ টাকার নোট আছে। আমি কিরূপে ইহার সন্ধান পাইলাম—তাহা তোমার জানিবার দরকার নাই। কতকগুলি হলদে, কতকগুলি সবুজ। মার্কিণ দেশের নোটে নম্বর থাকে না—তাহা জান ত? নম্বর লইয়া কোন ফ্যাসাদ ঘটিবে, সে ভয় নাই। অতি সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

আমাদের পাঠকগণের অনেকেই বোধ হয় অবগত নহেন যে, আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যে যে সকল নোট প্রচলিত আছে—তাহা দুই প্রকার কালিতে মুদ্রিত। 'বর্ণমুদ্রার' পরিবর্ত্তে যে সকল নোট প্রদত্ত হয়, তাহা পীত বর্ণের কালিতে ছাপা; আর যাহা রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়—তাহা সবুজ কালিতে মুদ্রিত।

যাহা হউক, জিম্ ফিপের কথা শুনিয়া বলিল, "অতি সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইবে—তাহা বুঝিলাম, কিন্তু আমরা তাহার কুঠুরীর মধ্যে ঢুকিয়া যদি ধরা পড়ি—তাহা হইলে বাঁচিবার উপায় কি?"

জিম্ বলিল, "খামকাই ধরা পড়িব? ধরাই যদি পড়িব, তবে মার্কিণ মুল্লুক হইতে এতদূর পালাইলাম কি জন্য? না, সে ভয় নাই। ধরা পড়িবার পথটা বন্ধ করিবার জন্যই ত তোমার সাহায্য লইতেছি। যদি আরও দুই একজন লোক

পাওয়া যায়—তবে তাহাদিগকেও লইলে ভাল হয়। তাহাদিগকে বারান্দায় পাহারায় রাখিতে চাই; যদি বেগতিক দেখি—তখন চম্পট দিব। যাহারা আমাদের সাহায্য করিবে—তাহাদের প্রত্যেকে পঞ্চাশ পাউণ্ড বকশিস্ পাইবে। —এ কি ব্যাপার! অ্যাঁ—?"

জিপ্ জিমের সঙ্গে পরামর্শ করিতে করিতে হঠাৎ তাহার একখানি পা টেবিলের নীচে বাড়াইয়া দিতেই, তাহার পাখানি স্মিথের পিঠের উপর পড়িল! ইহাতে জিপ্ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ব্যাপার কি দেখিবার জন্য টেবিল-ক্লথখানির একপ্রান্ত তুলিয়া ধরিল। স্মিথ তাহার সঙ্কট বুঝিতে পারিল, ধরা পড়িলে তাহার কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা অনুমান করিয়া আর সেখানে বসিয়া থাকিতে তাহার সাহস হইল না; আত্মরক্ষার কোন কৌশলও সে আবিষ্কার করিতে পারিল না। সে তৎক্ষণাৎ সবেগে উঠিতে গেল; তাহার মাথায় বাধিয়া টেবিল-খানিও শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইল! সঙ্গে সঙ্গে মদের বোতল, গেলাস টেবিলের উপর হইতে গড়াইয়া মেঝের উপর পড়িয়া চূর্ণ হইল। টেবিল শূন্যে উঠিতেছে দেখিয়া জিপ্ ও জিম্ উভয় তস্করই চেয়ার হইতে লাফাইয়া পড়িল, এবং দুই তিন হাত দূরে গিয়া দাঁড়াইল। ইত্যবসরে স্মিথ টেবিলের তলা হইতে বাহির হইয়া নদীর দিকের কুঠুরীর ভিতর পলায়ন করিল!

স্মিথকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তস্করদ্বয় তাহাকে ধরিবার জন্য দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিল। তাহাদের ধারণা হইল, পুলিশের কোন গোয়েন্দা টেবিলের তলায় লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের পরামর্শ শুনিয়াছে; তাহাদের আতঙ্কের সীমা রহিল না। জিম্ দাগী চোর। স্মিথকে ধরিবার জন্য তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইল না, এবং রেলিংএর সঙ্গে যে রজ্জু সোপান বাঁধা ছিল—তাহার সাহায্যে নদীতে নামিয়া পড়িল।

স্মিথকে ধরিবার আশা নাই দেখিয়া জিম্ ধরা পড়িবার ভয়ে পলায়ন করিল; কিন্তু জিপ্ তখন পর্য্যন্ত স্মিথকে ধরিবার আশা ত্যাগ করিল না। সে নদী-বক্ষেও স্মিথের অনুসরণ করিল। স্মিথ সন্তরণ দ্বারা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পশ্চাতে চাহিল; দেখিল, জিপ্ তাহাকে ধরিবার জন্য সাঁতার দিয়া আসিতেছে! সন্তরণে

স্মিথের অসাধারণ দক্ষতা থাকিলেও সে সভয়ে দেখিল—তাহাদের ব্যবধান ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে! জিপ্ তাহাকে ধরে আর কি?

স্মিথ জিপের কবল হইতে মুক্তিলাভের কোন উপায় না দেখিয়া হঠাৎ পশ্চাতে ফিরিল, এবং পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া তাহার কুঁদা দিয়া জিপের মস্তকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল।

জিপ্ সবেগে সাতার দিতেছিল, সে স্মিথের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মাথা বাঁচাইবার জন্য স্মিথের তিন চারিহাত দূরে থাকিতেই জলের ভিতর মাথা লুকাইল। তখন স্মিথ পুনর্ব্বার সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু দুইহাত যাইতে না যাইতেই তাহার গতিরোধ হইল। তাহার মনে হইল কোন জলজন্তু হাঙ্গর বা কুম্ভীর তাহার একখানি পা ধরিয়াছে!

কিন্তু হাঙ্গর বা কুম্ভীর নহে—জিপ্‌ই একডুবে তাহার নিকটে আসিয়া তাহার পাখানি ধরিয়া ফেলিয়াছিল। স্মিথ আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই প্রবল আকর্ষণে নদীগর্ভে প্রবেশ করিল।

জিপ্ স্মিথের পা ধরিয়া জলের ভিতর দিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। দুই এক ঢোক জল স্মিথের উদরে প্রবেশ করিল। সে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং যথাসাধ্য চেষ্টার পর জিপ্‌কে জড়াইয়া ধরিল। জলের মধ্যে দীর্ঘকাল ডুবিয়া থাকা স্থলচরের পক্ষে সম্ভব নহে; উভয়ে জড়াজড়ি করিতে করিতে জলের উপর মাথা তুলিল। জিপ্ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বেটা গোয়েন্দা! আমার সঙ্গে চালাকি করিতে আসিয়াছিলি? আজ তোকে খাঁচার ইঁদুরের মত জলে ডুবাইয়া মারিব। আগে ত গোটা কত ঘুসি বসাই।"

জিপ্ হঠাৎ দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া স্মিথের মুখের উপর প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিল! সেই আঘাতে স্মিথের মাথা ঘুরিয়া গেল; সে অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া জলের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া জিপের মুখে সবেগে পদাঘাত করিল। জিপ্ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া স্মিথকে ছাড়িয়া দিল। স্মিথ সেই অবসরে উভয় হস্তে জিপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে পুনঃপুনঃ জলের ভিতর চুবাইতে লাগিল।—জিপের শ্বাসরোধের উপক্রম হইল!

জিপ্ স্মিথের হাত ছাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু স্মিথ জোঁকের মত তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিল! জিপ্ সেই সুদৃঢ় কণ্ঠা-লিঙ্গন-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত হাঁপাইতে লাগিল।

অপরাহ্নে কুজ্ঝটিকার গাঢ়তা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অল্প সময়ের মধ্যে নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশিতে জল স্থল সমস্তই সমাচ্ছন্ন হইল; দূরের বস্তু দূরের কথা, নিকটের কোন বস্তুও আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই অবস্থায় তাহারা উভয়েরই সভয়ে দেখিল—কি একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ সবেগে তাহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, যেন মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে গ্রাস করিবে।

ইহা দেখিয়া তাহারা উভয়েই চীৎকার করিয়া উঠিল; পর মুহূর্ত্তেই জাহাজের তীব্র বংশীরবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল, এবং প্রচণ্ড ধাক্কায় তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া জাহাজখানি তরঙ্গরাশি মথিত করিতে করিতে গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল; কিন্তু সেই আঘাতে স্মিথের মনে হইল তাহার পঞ্জরের অস্থি চূর্ণ হইয়াছে। মুহূর্ত্তে তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইল, অসহ্য যাতনায় তাহার হস্তপদ সঞ্চালনের শক্তি ও চেতনা বিলুপ্ত হইল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্মিথ চেতনা লাভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিল ; তাহার পঞ্জরের বেদনাই অধিক কষ্টকর বোধ হইল। তাহার মনে হইল পঞ্জরের এক-খানি অস্থি চূর্ণ হইয়াছে ! চক্ষু খুলিয়া সে সম্মুখের সকল জিনিসই ঝাপ্‌সা দেখিল। সে পার্শ্বপরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইল না ; হাতে টান পড়িতেই চাহিয়া দেখিল তাহার উভয় হস্ত রজ্জুবদ্ধ !—সে কোথায়, কে তাহাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া এখানে রাখিয়া গিয়াছে—তাহা হঠাৎ স্মরণ হইল না। বিচ্ছিন্ন চিন্তা-সূত্রগুলি একত্র গ্রথিত করিবার জন্য সে চক্ষু মুদিয়া ভাবিতে লাগিল। ক্রমে সকল কথা ধীরে ধীরে তাহার মনে পড়িল।

সে ভাবিল, "এ কোথায় আসিয়াছি ? নদীগর্ভ হইতে কে আমাকে টানিয়া তুলিল ? গন্‌ম্যান জিপ্‌-ই বা কোথায় ? জাহাজের ধাক্কায় সে কি নদীতে ডুবিয়া মরিয়াছে ?—আমরা দু'জনে জলের মধ্যে ধস্তাধস্তি করিতে করিতে জাহাজ-খানা আমাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল ! আমি বাঁচিলাম, সে ডুবিয়া মরিল ? ইহা কি সম্ভব ?"

মুহূর্ত্তপরে কাহার পদশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।—সে অতি কষ্টে মাথা তুলিয়া দেখিল জিপ্‌ তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে !—স্মিথকে চেতনা লাভ করিতে দেখিয়া সে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি হে দোস্ত ! এ ধাক্কা সাম্‌লে গিয়াছ দেখিতেছি ! তুমি আমাকে কি কষ্টটাই না দিয়াছ ? সে কথা যাক, এখন তোমার সঙ্গে আমার দুই একটা কথা আছে।"

স্মিথ বলিল, "আর তোমাকে কষ্ট দিব না ; আমার হাতের বাঁধন কাটিয়া দাও, আমি বাড়ী যাই। যাহা হইবার হইয়াছে।"

জিপ্‌ বলিল, "এত তাড়াতাড়ি কি হে ছোক্‌রা ! আমি কি এত সহজেই

তোমাকে ছাড়িব ? আগে ত আমার কথার উত্তর দাও,—'বড় বিপ্তায়' কত দিন হইতে শিক্ষানবিশী করিতেছ ?"

স্মিথ বলিল, "তা নিতান্ত অল্পদিন নয়। আমার হাতের বাঁধন খুলিয়া দাও বাবা ! আমার পাঁজরে একটু হাত বুলাইয়া লই, আমার পাঁজর ধসিয়া গিয়াছে !"

জিপ্ বলিল, "জাহাজখানা প্রায় আমাদের ঘাড়ের উপর দিয়া গিয়াছিল, সেই সময় তোমার পাঁজরে ধাক্কা লাগিয়াছিল ; আমি তোমাকে না বাঁচাইলে তুমি নিশ্চয়ই ডুবিয়া মরিতে। ডুবিয়া মরাই তোমার উচিত ছিল ; আমার সঙ্গে আসিয়াছিলে তুমি চালাকি করিতে ? আমি তোমাকে টানিয়া লইয়া আড্ডার কাছে আসিলাম ; নৌকাখানা ভাগ্যে সেখানে ছিল, তোমাকে নৌকায় তুলিয়া আমার বন্ধু জিমের সাহায্যে এখানে আনিয়াছি। আমি তোমার প্রাণ-রক্ষা করিবার জন্য যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছি—সেজন্য আমি সোণার মেডেল পাইবার যোগ্য।"

স্মিথ বলিল, "তুমি এক জোড়া হাতকড়া পাইবার যোগ্য।"

এই রসিকতায় জিপ্ অত্যন্ত আমোদ বোধ করিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং খুসী হইয়া স্মিথের হাতের বাঁধন খুলিয়া দিল ; তাহার পর বলিল, "ও রকম পুরস্কার শীঘ্র আমাকে কেহ দিতে পারিবে না ; কিন্তু ও কথা যাক, এখন বল—তুমি কিরূপে আমাদের টেবিলের নীচে আসিয়া জুটিলে ? তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সকল পরামর্শ শুনিয়াছ। যদি সত্য কথা বল তাহা হইলে তোমার যাহাতে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন হয়—আমি তাহার উপায় করিব।"

স্মিথ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল ; সে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিল—সে সেই গুদামেরই অন্য এক কক্ষে আনীত হইয়াছে। জিপের কথাগুলি শুনিয়া স্মিথ বুঝিল সে চোর বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছে। স্মিথ মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল ; সে ভাবিল চোরের দলে মিশিবার এই সুযোগ ত্যাগ করা সঙ্গত নহে ; তাহার প্রভু যে উদ্দেশ্যে তাহাকে চোর সাজিতে বলিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেও পারে।

স্মিথ এই সকল কথা চিন্তা করিয়া জিপ্‌কে বলিল, "আমরা দু'জনে যখন একই ব্যবসায়ের লোক, তখন আর তোমাকে সত্য কথা বলিতে বাধা কি ? আমি ঘুরিতে ঘুরিতে এই গুদামের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিলাম ; একটা কুঠুরীতে ঢুকিয়া টেবিল চেয়ার দেখিলাম, কিন্তু উহা কাহাদের আড্ডা বুঝিতে পারিলাম না ; কি করি ভাবিতেছি—এমন সময় তোমাদের পদশব্দ শুনিতে পাইলাম ! তখন আর পলাইবার উপায় ছিল না ; ধরা পড়িবার ভয়ে টেবিলের নীচে লুকাইলাম। তোমরা টেবিলের ধারে বসিয়া বোতল খালি করিলে, তাহার পর বিষয়-কর্ম্মের কথা আরম্ভ করিলে ;—আমি টেবিলের নীচেই বসিয়া রহিলাম,—শেষে তোমার পা আমার পিঠে পড়িতেই তুমি আঁৎকাইয়া উঠিলে ! —,তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সমস্তই তুমি যান।—আমি ইচ্ছা করিয়া ত তোমাদের পরামর্শ শুনি নাই, দায়ে পড়িয়াই শুনিয়াছি। আমার মত অবস্থায় পড়িলে তুমিই কি কাণে সোলা গুঁজিয়া বসিয়া থাকিতে ? তুমি আরও দুই একজন কাযের লোক খুঁজিতেছিলে ? আমিই ত তোমাদের সাহায্য করিতে পারি।"

জিপ্‌ বলিল, "তুমি খুব তুখোড় ছেলে ! কালে তুমি একজন ওস্তাদ হইতে পারিবে। জিম্‌টা নিতান্ত হতভাগা ; তার ভয় বড়ই বেশী। এত ভয় করিলে কি ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে ? তাহার সাহায্যে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় এখানে আনিবার পর সে আমাকে বলিল, যে কাযের গোড়ায় এত বাধা পড়িল—সে কাযের ফল ভাল হইবে না। বেটা দাগী কি না—ধরা পড়িবার ভয়েই অস্থির ! সন্ধ্যার আগেই সে সরিয়া পড়িয়াছে, কোন মতে তাহাকে বাগে আনিতে পারিলাম না। এত যার ভয় সে পাদরী না হইয়া চোর হইয়াছিল কেন, তা ঠাহর করিতে পারিতেছি না। যাক্‌ সে হতভাগা, তাহাকে আর দরকার নাই। আমি একটা মস্ত দাঁও মারিবার চেষ্টায় আছি। আমাকে সাহায্য করিলে বিলক্ষণ কিছু পাইবে। গন্‌ম্যান জিপ্‌ মুখে যাহা বলে, কাযেও তাহাই করে।"

স্মিথ মৌখিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "তোমারই নাম গন্‌ম্যান জিপ ?"

জিপ্‌ বলিল, "হাঁ ; তুমি আমার নাম শুনিয়াছ না কি ?"

স্মিথ বলিল, "নিশ্চয়ই, মার্কিণ রাজ্যে তুমি নামজাদা লোক। তোমার মত ওস্তাদের সাকরেদ হওয়া খুব ভাগ্যের কথা।"

জিপ্ খুসী হইয়া বলিল, "বেশ বেশ! তা তুমি আমার কাছেই থাক, আমি তোমাকে আমার সাক্রেদ করিয়া লইব। তোমার কপাল ফিরিয়া যাইবে, কয়েক বছরের মধ্যেই তুমি বড়লোক হইবে।—এখন আমার কথা শোন, তুমি পিল্চারের হোটেলের নাম শুনিয়াছ—হল্বর্ণের কাছে?

স্মিথ বলিল, "সে হোটেল আমি চিনি। সেখানে কে আছে?"

জিপ্ বলিল, "আমি এখন সেই হোটেলে আড্ডা লইয়াছি। নিউ-ইয়র্ক হইতে একটা শিকার আসিয়াছে—আমি তাহার সঙ্গে লণ্ডনে আসিয়াছি। তাহার সঙ্গে বিস্তর টাকা আছে। রাশি রাশি হলদে ও সবুজ নোট! লোকটা নিউইয়র্কের একটা ব্যাঙ্কের কেসিয়ার ছিল। সে ব্যাঙ্কের বহুৎ টাকা ভাঙ্গিয়া সে এদেশে পলাইয়া আসিয়াছে। আমি সন্ধান পাইয়া তাহার সঙ্গ লইয়াছি। নোটগুলি তাহার কাছেই আছে; লণ্ডনে আসিয়া সে তাহা ভাঙ্গাইতে সাহস করে নাই। লণ্ডনের পুলিশ তাহার সন্ধান করিতেছে, এজন্য সে শীঘ্রই এল্জিয়ার্সে কি মরোক্কো দেশে পলাইবে। কিন্তু তাহার আগে তাহাকে নোটগুলি ভাঙ্গাইবার একটা ব্যবস্থা করিতেই হইবে। আমি কিন্তু আজ রাত্রেই সে[ই] গুলি হাতাইবার মতলব করিয়াছি। এ বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করিলে তোমাকেও কিছু বখ্রা দিব। জিম্টা ত ভাগ্ড়া হইয়া গিয়াছে; তা যাক, তোমাতে আমাতেই কায হাসিল করিব।—কেমন তোমার সাহস হয়?"

স্মিথ বলিল, "ঝুঁকির কায বটে!—তা আমাকে কত দেবে?"

জিপ্ বলিল, "তুমি একশ পাউণ্ড পাইবে।"

স্মিথ বলিল, "লোকটার কাছে কত টাকা আছে?"

জিপ্ মাথা চুল্কাইয়া বলিল, "তা ঠিক বলিতে পারি না, তবে ত্রিশ চল্লিশ হাজার ডলার থাকিতে পারে।"

স্মিথ বলিল, "তাহা হইলে বল—তাহার কাছে যাহা পাওয়া যাইবে

তাহার পরিমাণ ছয় হাজার হইতে আট হাজার পাউণ্ড। আর তুমি আমাকে দিতে চাহিতেছ একশত পাউণ্ড! না, এ রকম বখ্‌রায় আমি রাজী নহি। তবে তোমাকে ওস্তাদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছি যদি দুইশত পাউণ্ড দিতে পার, তাহা হইলেও তোমার সাগরেদি করিতে পারি।"

জিপ্‌ বলিল, "তুমি ছোক্‌রা ভারি থেলোয়াড়! আচ্ছা, তাহাতেই রাজী।"

স্মিথ বলিল, "তবে আমিও রাজী। আমাকে কি করিতে হইবে? আর কখনই বা সেখানে যাইবে?"

জিপ্‌ বলিল, "আজ রাত্রেই কায হাসিল করা চাই। কিন্তু পেটে কিছু না পড়িলে হাত পা উঠিবে না; জলের মধ্যে কি লড়াইটাই করা গিয়াছে! তোমারই বুদ্ধির দোষ। টেবিলের তলা হইতে বাহির হইয়া চোঁচা দৌড় না দিয়া যদি বলিতে তুমি আমাদেরই মত একজন, তাহা হইলে কি আর এত হাঙ্গামা করিতে হইত?"

স্মিথ বলিল, "সে কথা তুমি কি বিশ্বাস করিতে? পুলিশের গোয়েন্দা মনে করিয়া আমাকে গুলি করিতে! যাক্‌, যে কষ্টভোগ অদৃষ্টে ছিল তাহা ত হইয়াই গিয়াছে। কিন্তু আমি যে সোজা হইয়া বসিতে পারিতেছি না, আমার পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বোধ হয়; কি করিয়া তোমার সঙ্গে যাইব?"

জিপ্‌ বলিল, "হাড় ভাঙ্গিলে এতক্ষণ তুমি 'অক্কা' পাইতে! বোধ হয় কোন রকম চোট লাগিয়াছে। আমি তোমার বেদনা জল করিয়া দিতেছি, তুমি তোমার জামা খুলিয়া ফেল।"

স্মিথ তাহার কোট সার্ট প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিল। তখন জিপ্‌ কক্ষান্তর হইতে এক বোতল হুইস্কি আনিয়া তাহাই খানিক হাতে ঢালিয়া তদ্বারা স্মিথের বেদনায় মালিশ করিতে লাগিল। কিছু কাল মালিশের পর তাহার বেদনা অনেকটা কমিয়া গেল; সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল। তখন তাহারা উভয়ে হুইস্কির বোতলটা খালি করিয়া সেই গুদাম হইতে বাহির হইয়া

পড়িল ; এবং অদূরবর্ত্তী একটি হোটেলে গিয়া আহারাদি শেষ করিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে।

সন্ধ্যা সাতটার সময় জিপ্ স্মিথকে লইয়া হল্‌বর্ণের দিকে যাত্রা করিল। তখন কুজ্ঝটিকা এরূপ গাঢ় হইয়াছিল যে, একহাত দূরের জিনিসও দৃষ্টি-গোচর হইতেছিল না! তাহারা একখানি গাড়ী ভাড়া করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পথের কোথাও গাড়ী পাইল না ; অগত্যা তাহারা পদব্রজে অতি কষ্টে 'টাউয়ার ব্রিজে'র উপর দিয়া নদীপার হইয়া, লড্‌গেট সার্কাসের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহারা একখানি ট্যাক্সি পাইল। সেই গাড়ীতে তাহারা ফ্লীট্ ষ্ট্রীট ও সাউদাম্‌টন ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়া হল্‌বর্ণে উপস্থিত হইল। —ইহারই অদূরে একটি সঙ্কীর্ণ পথের উপর পিল্‌চারের হোটেল অবস্থিত। হোটেলের দরজায় আসিয়া তাহারা ট্যাক্সি হইতে অবতরণ করিল।

এই হোটেলের উপর তালায় উঠিবার জন্য তাহারা 'লিফ্‌টে' আরোহণ করিল। জিপ্ তেতালায় একটি ছোট কুঠুরী ভাড়া লইয়াছিল। স্মিথ জিপের সহিত সেই কুঠুরীতে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাহাতে আসবাবপত্র অধিক না থাকিলেও স্থানটি অল্প ব্যয়ে বাস করিবার বিলক্ষণ উপযোগী।

জিপ্ সেই কুঠুরীর দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ করিয়া স্মিথকে বলিল, "উপরে আসিবার সময়, ২২নং ঘরটি কোন্ দিকে তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ দেখিয়াছি ; এই কুঠুরীর ছুটো কুঠুরী আগেই ত সেই কুঠুরী ?"

জিপ্ বলিল, "সাবাস্ বাপধন! কালে তুমি একজন মস্ত ওস্তাদ হইবে, একথা জোর করিয়া বলিতে পারি। ঐ কুঠুরীতেই সেই শিকারটা বাসা লইয়াছে। এখন আটটা বাজে ; লোকটা খানা খাইতে শীঘ্রই নীচে যাইবে। দশটার আমোলে সে খানা খাইয়া ফিরিয়া আসিবে। ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদিগকে এখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে।"

স্মিথ বলিল, "লোকটা থিয়েটার দেখিতে যাইবে না ত ?"

জিপ্ বলিল, "এও কি একটা কথা ? বেচারা অনেক টাকা হাতাইয়া এদেশে পলাইয়া আসিয়াছে, এই নিরিবিলি হোটেলটিতে লুকাইয়া আছে, দেশান্তরে পলাইবার সুযোগ খুঁজিতেছে ; কখন্ পুলিশের পাল্লায় পড়ে এই ভয়েই অস্থির ! এ রকম লোক কি থিয়েটার দেখিতে যায় ? দশটার সময় সে ঠিক ফিরিয়া আসিবে ; ততক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া এস একটু তাস খেলি।"

উভয়ে তাস খেলিতে আরম্ভ করিল।

স্মিথ বলিল, "আমাকে কি করিতে হইবে ?"

জিপ্ বলিল, "তুমি উহার ঘরের পশ্চাতের বারান্দায় লুকাইয়া থাকিবে। আমি নোটগুলি উহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া তোমার হাতে দিব, তুমি তাহা লইয়াই সরিয়া পড়িবে। বামাল আমার কাছে রাখিতে ভরসা হয় না ; কি জানি হঠাৎ যদি ধরা পড়িয়া যাই, তাহা হইলে ভারি অসুবিধা ঘটিবে। তুমি বামাল সহ আমাদের আড্ডায় গিয়া আমার অপেক্ষা করিবে। বুঝিয়াছ ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ বুঝিয়াছি ; কিন্তু আমার একটা কথা আছে ! তুমি যদি খুনখারাপী কর, তবে আমি সে হাঙ্গামার মধ্যে থাকিতে রাজী নহি। তুমি করিবে খুন—আর আমি উঠিব ফাঁসিকাঠে, এ রকম বখরাদারিতে আমার লোভ নাই।"

জিপ্ মাথা নাড়িয়া বলিল, "খুনখারাপী করিব কেন ? আমার প্রাণে কি ভয় নাই ? আমি ছদ্মবেশে উহার দরজায় গিয়া ধাক্কা দিব ; সে দরজা খুলিয়া দিলেই আমি আমার হাতুড়ি দিয়া উহার মাথায় আস্তে একটি ঘা দিব। তাহার একটু মূর্চ্ছা হইবে মাত্র। নোটগুলি তোমাকে দিয়া, আমার ঘরে প্রবেশ করিব ; তাহার পর ছদ্মবেশ ছাড়িয়া কিছুক্ষণ এখানে থাকিয়া দেখিব কোন গোলমাল হয় কি না। যদি কেহ আমাকে সন্দেহ করিয়া আমার কাপড়-চোপড় কি ঘর খানাতল্লাস করে, তাহা হইলে ধরা পড়িতে পারি ভাবিয়াই ত তোমাকে নোটগুলি দিয়া আগে সরাইয়া দিতে চাই। আমি চোরের

উপর বাটপাড়ি করিব কি না, লোকটা বেশী হৈ-চৈ করিতে সাহস করিবে না। সকল দিক না ভাবিয়াই কি এ কাযে হাত দিয়াছি ?'.

রাত্রি দশটা বাজিলে জিপ্ হাতের তাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, স্মিথকে চাপা গলায় বলিল, "আমার বোধ হয় লোকটার ফিরিয়া আসিবার সময় হইয়াছে। তুমি এই কুঠুরীর ভিতর দিয়া বারান্দায় যাও ; উহার কুঠুরীর যে দরজা বারান্দার দিকে আছে, সেই দরজার আড়ালে লুকাইয়া থাকিবে। কায শেষ করিয়া আমি সেই দরজা খুলিয়া নোটের তাড়া তোমার হাতে দিব।"

স্মিথ সেই কুঠুরীর পশ্চাদ্বর্ত্তী বারান্দা দিয়া মার্কিণ ব্যাঙ্কের কেসিয়ারের অধিকৃত কুঠুরীর সেই দিকের দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই দ্বারটি ভিতর হইতে বন্ধ ছিল ; কিন্তু একটি জানালার শার্শি খোলা ছিল্। সেই পথে স্মিথ কেসিয়ারের কুঠুরীর অভ্যন্তর ভাগ স্পষ্ট দেখিতে পাইল।

এই কুঠুরীটি জিপের কুঠুরী অপেক্ষা একটু বড়, তবে তাহাতে কিছু অধিক আস্‌বাবপত্র ছিল। স্মিথ কুঠুরীর ভিতরে চাহিয়া কোন লোক-জন দেখিতে পাইল না ; গ্যাসের আলোকে কুঠুরীটি আলোকিত। বারান্দায় দাঁড়াইয়া প্রচণ্ড শীতে স্মিথ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে চোরের দলে মিশিবার আদেশ প্রদান না করিলে সে এভাবে চোর সাজিতে সাহস করিত না।

মার্কিণ ব্যাঙ্কের এই কেসিয়ারটির নাম পিবডি। সে লোক মন্দ ছিল: না। লোভে পড়িয়া ব্যাঙ্কের টাকা চুরি করিয়া সে লণ্ডনে পলাইয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মন অশান্তি ও অনুতাপে পূর্ণ হইয়াছিল ; কয়েক দিন হইতে ক্রমাগত তাহার মনে হইতেছিল, সে তাহার মনিবদের নিকট টাকাগুলি পাঠাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। বিশ বৎসর কাল বিশ্বস্তভাবে কেসিয়ারী করিয়া হঠাৎ তাহার মতিভ্রম হইয়াছিল ; এখন অনুতাপের দংশন ক্রমে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

এই হোটেলে কয়েকদিন বাস করিবার পর একদিন একটি অপরিচিত ভদ্রলোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল।

জন পিবডি প্রথমে ভাবিয়াছিল লোকটা গোয়েন্দা ; কিন্তু পরে সে বুঝিতে পারিল—এই লোকটির সাহায্যে সে বিপদ-সমুদ্রে কুল পাইতে পারে। কিন্তু তাহার নিকট তাহাকে অঙ্গীকার করিতে হইল, সে ব্যাঙ্কের যত টাকা চুরি করিয়াছে—তাহা ফেরত দিবে।

বলা বাহুল্য এই অপরিচিত আগন্তুক আমেলিয়ার লণ্ডনস্থ এজেণ্ট কাউলিং। কাউলিং আমেলিয়ার নিউইয়র্কস্থ এজেণ্টের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছিল, পিবডি লণ্ডনে পলাইয়া আসিয়াছে। জন পিবডিকে আমেলিয়ার উপনিবেশে লইয়া যাইতে পারিলে একজন ভাল প্রজা পাওয়া যাইবে বুঝিয়া কাউলিং তাহাকে ভজাইতে আসিয়াছিল। কাউলিং কিরূপে এই হোটেলে তাহার সন্ধান পাইল—তাহা অন্যের অজ্ঞাত। আমেলিয়া সাইমন্ কেন্‌টিসের মত সুদখোর ইহুদীর সর্ব্বস্বান্ত করিতে কুণ্ঠিত না হইলেও, পরস্বাপহারী জন পিবডি এই অপহৃত অর্থ ব্যাঙ্কে ফেরত না দিলে ও সাধুভাবে কালযাপনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ না হইলে নিরাপদ-স্থানে আশ্রয় পাইবে না, ইহাই আমেলিয়ার আদেশ। আমেলিয়ার নীতি-জ্ঞান এইরূপ অদ্ভুত! কিন্তু তাহার চরিত্র সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

জন পিবডির কুঠুরীতে ম্যাণ্টল্‌পিসের উপর একটি ঘড়ি ছিল ; স্মিথ বাতায়ন-পথে ঘড়িটি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল।—স্মিথ বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে সেই ঘড়িতে স-দশটা বাজিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সম্মুখের দরজা খুলিয়া একটি লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। স্মিথ বুঝিল—এই লোকটিই পলাতক মার্কিণ কেসিয়ার। লোকটির বয়স হইয়াছিল; প্রকাণ্ড জোয়ান, মুখে পাকা দাড়ি-গোঁফ। তাহার চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, তাহাতে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সুপরিস্ফুট। মুখে বিমর্ষভাব অঙ্কিত।

জন পিবডি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল, তাহার পর টেবিলের নিকট চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। স্মিথ দেখিল, সে তাহার ওয়েষ্টকোট তুলিয়া কোমর হইতে কোমরবন্ধটি খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল। এই কোমর-বন্ধের কয়েকটি পকেট ছিল ; পিবডি সেই সকল পকেট হইতে এক এক তাড়া ব্যাঙ্কনোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিতে লাগিল।

নোটগুলি রাখিয়া পিবডি কাগজ-কলম লইয়া কি লিখিতে লাগিল। লেখা শেষ হইলে সে সেই কাগজখানি এবং নোটগুলি একখানি সুবৃহৎ পুরু লেফাপায় পুরিয়া লেফাপা বন্ধ করিল, এবং তাহার উপর গালামোহর করিল।

এইবার পিবডি হঠাৎ মাথা ফিরাইয়া দ্বারের দিকে চাহিল, এবং মুহূর্ত্ত পরে উঠিয়া গিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল। স্মিথের বোধ হইল সে মৃদুস্বরে কাহারও সহিত কথা কহিতেছে! সে বুঝিল, তাহার বন্ধু জিপ্ দরজার সম্মুখে আসিয়া সম্ভবতঃ পিবডিকে দরজা খুলিতে বলিতেছে। পিবডি তাহাকে কি বলিল, স্মিথ তাহা শুনিতে পাইল না; কিন্তু সে বাতায়ন পথে দেখিতে পাইল, জন পিবডি তাহার বুকের পকেট হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া দক্ষিণ হস্তে বাগাইয়া ধরিল, তাহার পর সে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিল।

দ্বার খুলিবামাত্র দাড়িওয়ালা একটি প্রকাণ্ড জোয়ান সবেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং পিবডিকে এক পাশে ঠেলিয়া ফেলিয়া পকেট হইতে একটা হাতুড়ি বাহির করিল, তদ্বারা পিবডির মস্তকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল!—এ সকল কাণ্ড চক্ষুর নিমিষে ঘটিল। স্মিথ রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহার ওস্তাদের ওস্তাদী দেখিতে লাগিল।

স্মিথ দেখিল, মার্কিণ বাট্‌পাড় জিপ্ চোর কেসিয়ার জন পিবডির মস্তকে মুষল উদ্যত করিবামাত্র জন পিবডি বিদ্যুদ্বেগে এক পাশে সরিয়া গিয়া তাহার হস্তস্থিত পিস্তলের কুঁদা দ্বারা সবেগে জিপের মুখে আঘাত করিল। সেই প্রচণ্ড আঘাতে জিপ্ ঘুরিয়া পড়িল; কিন্তু সে পড়িতে না পড়িতে জন পিবডি পুনর্ব্বার আঘাত করিল। উপর্য্যুপরি দুইবার আঘাতে জিপ্ মেঝের উপর চিত হইয়া পড়িয়া গেল, আত্মরক্ষার চেষ্টা করা দূরের কথা—তাহার সংজ্ঞা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল!—জন পিবডি তৃতীয়বার তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু আততায়ীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সে আর তাহাকে প্রহার করিল না। সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূপতিত জিপের নিকট ফিরিয়া আসিল, এবং তাহার পাশে বসিয়া তাহার মুখের দিকে দুই একবার চাহিল; তাহার পর তাহার লম্বা দাড়ি

ধরিয়া সবেগে আকর্ষণ করিল। ঝুটা দাড়ি খুলিয়া তাহার মুঠার মধ্যে রহিয়া গেল!

জন পিবডি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাড়িটা দূরে নিক্ষেপ করিল, এবং আল্‌না হইতে থানদুই তোয়ালে টানিয়া লইয়া তাহা পাকাইয়া রজ্জুবৎ করিয়া তদ্বারা ক্ষিপ্রহস্তে জিপের হাত পা দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিল।

চোরের হাতে বাটপাড়ের এইরূপ লাঞ্ছনা দেখিয়া স্মিথের মনের ভাব কিরূপ হইল তাহা বলা কঠিন; অতঃপর সে কি করিবে—বাতায়নের সম্মুখ হইতে একটু দূরে সরিয়া গিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল; কিন্তু সে বাতায়নের বাহিরে দাঁড়াইয়া এই সকল কাণ্ড দেখিয়াছে, ইহা যে জন পিবডির তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করে নাই, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। স্মিথ যে পথে বারান্দায় আসিয়াছিল, সেই পথেই পলায়ন শ্রেয়ঃ মনে করিল; কিন্তু দৌড়াইয়া পলাইতে গিয়া পাছে জুতার শব্দ হয়—ও সেই শব্দে, বারান্দা ত্যাগের পূর্ব্বেই, তাহাকে ধরা পড়িতে হয়, এই ভয়ে স্মিথ জুতা জোড়াটা খুলিয়া হাতে লইবার জন্য হেট মুণ্ডে জুতার ফিতা খুলিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তাহাকে আর ফিতা খুলিতে হইল না! জন পিবডি চক্ষুর নিমিষে বারান্দার দিকের দরজা খুলিয়া এক লম্ফে স্মিথের সম্মুখে পড়িল, এবং তাহাকে বিস্ময় প্রকাশেরও অবসর না দিয়া তাহার 'কলার' ধরিয়া সেই ঘরের মধ্যে হড়-হড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভয়ে স্মিথের আত্মাপুরুষ খাবি খাইতে লাগিল; সে সেই আলোকিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। চোর সাজিয়া তাহাকে যে এরূপ বিড়ম্বিত হইতে হইবে—ইহা কি সে স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল? সে ভাবিয়াছিল—জিপ্‌ টাকাগুলি তাহার হাতে দিলে সে তাহা মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক প্রকৃত অধিকারীর নিকট প্রেরণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিবে, তাহার পর সুযোগ বুঝিয়া জিপ্‌কে জানাইবে—সে চোর সাজিয়াছিল বটে, প্রকৃতপক্ষে সে চোর নহে।

কিন্তু ধরা পড়িয়া তাহার এই সঙ্কল্প ফাঁসিয়া গেল! সে জন পিবডির মুখের দিকে চাহিতেও সাহস করিল না, মুখ চূণ করিয়া নতনেত্রে তাহার সম্মুখে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

জন পিবডি তাহার পিস্তলটা উচু করিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "তুমি জোর জবরদস্তি করিলে কি আমার সম্মুখ হইতে পলায়নের চেষ্টা করিলে এক গুলিতে তোমাকে জাহান্নমে পাঠাইব। যদি ভাল চাও—ত ঐ টেবিলের কাছে বো'স।"

জন পিবডি স্মিথকে এক ধাক্কা দিয়া টেবিলের দিকে ঠেলিয়া দিল; স্মিথ একখানি চেয়ারে ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু সে স্থির করিল—অদৃষ্টে যাহাই থাক—তাহায় প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখিবে।

স্মিথ আড় চোখে টেবিলের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বোক্ত লেফাপাখানি দেখিতে পাইল; তাহার শিরোনামা পাঠ করিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

জন পিবডি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তোমার বয়স ত নিতান্ত অল্প, এই বয়সেই তুমি চুরি বিদ্যায় পরিপক্ক হইয়াছ?"

স্মিথ বলিল, "এ বিদ্যা কেহ বুড়া বয়সে শেখে, কেহ অল্প বয়সে শেখে; আমি অল্প বয়সেই শিখিয়াছি। কিন্তু আজ বুঝিলাম ইহাতে বিপদ আছে। আপনি দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি এ কায ছাড়িয়া দিব—আর কখন চুরি করিব না।"

তাহার কথা শুনিয়া পিবডি বলিল, "আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমিও আমেরিকান; কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া বুঝিতেছি তুমি লণ্ডনেরই লোক! তুমি ঐ আমেরিকান্ চোরটার সঙ্গে কিরূপে মিশিলে?—ঐ হতভাগা আমার সঙ্গে এক জাহাজে আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছে। আমি উহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে উহার সঙ্গে তোমার ভাব হইল কি করিয়া? এ কাযের কি শাস্তি, তাহা জান না কি? কতদিন হইতে চুরি করিতেছ?"

স্মিথ বলিল, "আমি বড় গরীব, গরীবের জীবন বড় কষ্টকর; আমার মা বাপ নাই। পেটের দায়ে কখন কখন না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করি। আমি ত আপনার কোন ক্ষতি করি নাই, আমাকে ছাড়িয়া দিন; এমন কর্ম্ম আর কখন করিব না।"

পিবডি বলিল, "তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু এই বদমাসটার সঙ্গে এত অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে তোমার ভাব হইল, তাহা ত বলিলে না! আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

স্মিথ বলিল, "সে কথা নাই শুনিলেন; তাহা শুনিয়া আপনার কোন লাভ নাই ত। আমাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আজ হইতে চুরিচামারি ছাড়িয়া দিব। সৎপথে চলিবার একটা সুযোগ একবার আমাকে দিয়া দেখুন।"

পিবডি মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিয়া বলিল, "সে সুযোগ আমি তোমাকে দিতে পারি—যদি তুমি লণ্ডন ছাড়িয়া যাইতে পার। এখানে থাকিতে তোমার চরিত্র সংশোধিত হইবে না। চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য যদি সত্যই তোমার আগ্রহ হইয়া থাকে—তা হইলে তোমার এ দেশে থাকা উচিত নয়। কোন দূর দেশে গিয়া তোমাকে নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিতে হইবে।"

স্মিথ ব্যগ্রভাবে বলিল, "দূর দেশে! সে কোথায়? কতদূর?"

পিবডি বলিল, "সে অনেক দূর? তবে সে কোন্ স্থান তাহা এখন তোমাকে বলিতে পারিব না।"

স্মিথ সাগ্রহে বলিল, "যাইব। যত দূরেই হোক, যদি সেখানে সৎপথে থাকিয়া দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাই—তাহা হইলে আমি সেখানে যাইতে রাজী আছি।"

স্মিথ জন পিবডির কথা শুনিয়া বুঝিয়াছিল—ভিতরে কোন রহস্য আছে। এই রহস্য আবিষ্কারের জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ হইল। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "সে কতদূর? সেখানে আমাকে কতদিন থাকিতে হইবে?"

পিবডি বলিল, "তোমার এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আপাততঃ আমার পক্ষে অসম্ভব; তবে আমিও সেই দূর দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আমি যে জীবনে সেই স্থান হইতে ফিরিব—এরূপ বোধ হয় না; দেখ ছোকরা, তোমার মুখ দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে—তুমি চেষ্টা করিলে ভাল হইতে পারিবে। আমি তোমার দুষ্কর্ম্মের জন্য তোমাকে তিরস্কার করিলাম বটে,

কিন্তু আমিও সাধু নহি ; আমি অত্যন্ত গর্হিত কায করিয়াছি, পরমেশ্বর জানেন —সে জন্য আমি কতদূর অনুতপ্ত হইয়াছি। আমি সাধুভাবে থাকিয়া নিষ্কণ্টকে জীবন যাপনের সুযোগ পাইয়াছি। আমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি—তাহার প্রতিবিধানের জন্য যতটুকু আমার সাধ্য তাহা করিয়া, অতীত জীবনের সকল স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া, নূতন দেশে নূতন ভাবে জীবনের আরম্ভ কার্য্য করিব—এই সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি। তুমিও ভ্রান্ত হইয়া কুপথে গিয়াছ, পাপে ও কলঙ্কে ডুবিতে বসিয়াছ ; যদি তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি এই আশায় তোমাকে আমার সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিতেছি। আমি কোন্ দেশে যাইব—তাহা আমি জানিতে পারি নাই, জানিলে তোমাকে বলিতাম। আজ রাত্রে বোধ হয় তাহা জানিতে পারিব। যদি তুমি আমার সঙ্গে যাইতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে পারি।”

পিবডি এরূপ অকপট চিত্তে আবেগ ভরে স্মিথকে এ সকল কথা বলিল যে তাহা শুনিয়া তাহার সহিত কপটাচরণ করিতে স্মিথের মনে অত্যন্ত লজ্জা হইতে লাগিল ; কিন্তু তাহার প্রভুর আদেশ স্মরণ করিয়া সে এ বিষয়ে অটল রহিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, “সংসারে আমার কেহই নাই, ইংলণ্ড ও কামস্কট্‌কা উভয় স্থানই আমার পক্ষে সমান ; আপনি আমাকে যেখানে লইয়া যাইবেন, আমি সেইখানেই যাইব। কিন্তু আমার এই সঙ্গীটীকে আপনি দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিন, হঠাৎ পথে-পথেই উহার সহিত আলাপ হইয়াছিল, সমব্যবসায়ী কি না, আলাপ হইতে অধিক সময় লাগে না। ও আমার কেহই নহে, এক সঙ্গে চুরি করিতে আসিয়াছিলাম, উহার কোন অনিষ্ট হইলে আমার মনে কষ্ট হইবে।—উহার বাসা এই হোটেলেই ; এই তেতালাতেই উহার কুঠুরী!”

পিবডি বলিল, “উহার অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা আমার নাই, আমি আত্মরক্ষার জন্যই উহাকে আক্রমণ করিয়াছিলাম। তুমি আমাকে সাহায্য করিলে উহাকে উহার ঘরে রাখিয়া আসিতে পারি।”

স্মিথ বলিল, “তাহা হইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব।”

পিবডি মূর্চ্ছিত জিপের হস্ত পদের বন্ধন মোচন করিল, তাহার পর উভয়ে

তাহাকে ধরাধরি করিয়া তাহার কুঠুরীতে লইয়া গেল, এবং তাহার খাটিয়ায় শয়ন করাইল।

স্মিথ জন পিবডির কুঠুরীতে ফিরিয়া নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিল; পিবডি কতকগুলি পত্র লিখিয়া পকেটে ফেলিল, তাহার পর স্মিথকে বলিল, "চল আজ রাত্রেই আমাদিগকে নিরুদ্দেশ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।"

জন পিবডি সেই রাত্রেই স্মিথ সহ হোটেল ত্যাগ করিল।

জিপ্ পরদিন প্রভাতে জাগিয়া দেখিল—সে তাহার শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, কিন্তু তাহার মুখের বেদনা তখনও দূর হয় নাই! সে উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিল, কিন্তু ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিল না। জিপ্ পিবডির কুঠুরীর সম্মুখে আসিয়া দেখিল, পিঞ্জর শূন্য পড়িয়া আছে, পাখী উড়িয়া গিয়াছে!

সে অতঃপর সেই হোটলে বাস করা নিরর্থক ভাবিয়া আহারাদির পর সেই হোটেল ত্যাগের সঙ্কল্প করিল।

ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ তাহার পকেট হইতে একখান প্রকাণ্ড পুরু লেফাপা বাহির করিয়া তাহা খুলিয়া একখানি পত্র মিঃ ব্লেকের হাতে দিয়া বলিল, "পত্রখানি পড়িয়া দেখুন।"

মিঃ ব্লেক পত্রের ভাঁজ খুলিয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন :—

"স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর—

বরাবরেষু ;—

লণ্ডন।

এই পত্রের মধ্যে আমি আপনার নিকট আটত্রিশ হাজার ডলারের আমেরিকান ব্যাঙ্কনোট পাঠাইলাম। আমি নিউইয়র্ক ষ্টেটের পি—নগরের ন্যাসনাল ব্যাঙ্কের কেসিয়ার ছিলাম ; দীর্ঘকাল বিশ্বস্তভাবে চাকরী করিয়া লোভে পড়িয়া হঠাৎ ঐ ব্যাঙ্কের তিপ্পান্ন হাজার ডলার ভাঙ্গিয়াছিলাম। ঐ টাকার মধ্যে কেবল আটত্রিশ হাজার টাকা আমার হাতে মজুত ছিল,—তাহাই আপনাকে পাঠাইলাম।

আপনি বুঝিয়াছেন—অবশিষ্ট পনের হাজার ডলার আমি খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। আমি নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, সেজন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছি। আমি ব্যাঙ্কের যে টাকা নষ্ট করিয়াছি,—যে উপায়েই হউক যত শীঘ্র পারি তাহা প্রত্যর্পণ করিব।

যে টাকা আপনাকে পাঠাইলাম, তাহা আপনি অবিলম্বে উক্ত ব্যাঙ্কে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। আশা করি অতঃপর আপনারা আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন না ; আর যদি চেষ্টা করেনও, তাহা হইলে আপনাদের শ্রম অনর্থক হইবে ; কারণ আমি যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিব—সেখান হইতে আমাকে গ্রেপ্তার করা আপনাদের সাধ্যাতীত। আমি যথাসময়ে শতকরা বার্ষিক ছয় ডলার হারে সুদসহ অবশিষ্ট টাকা নিশ্চয়ই ফেরত দিব; একথাও আপনি উক্ত ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষকে জানাইতে পারেন।

রজন পিবডি।"

মিঃ ব্লেক পত্রখানি পাঠ করিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর টমাসের মুখের দিকে চাহিলেন ; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাঙ্ক নোটগুলি পত্র মধ্যে পাইয়াছ কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ প্রকাণ্ড লেফাপাখানি মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, "ইহার ভিতর আটত্রিশ হাজার পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক-নোট আছে।"

মিঃ ব্লেক নোটগুলি লেফাপার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিলেন, অধিকাংশই হল্‌দে কালিতে ছাপা, কয়েকখানি সবুজ কালির নোট ছিল। মিঃ ব্লেক কয়েকখানি নোট পরীক্ষা করিয়া লেফাপাসহ সমস্ত নোট ইন্‌স্পেক্টর টমাস্‌কে ফেরত দিলেন ; এবং গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আসল নোটই বটে, জাল নহে।—এখন তুমি কি করিবে ?"

ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ বলিল, "কি করিব—তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। কিন্তু লোকটা কি উদ্দেশ্যে চুরির টাকা ফেরত দিল—তাহাই ভাবিতেছি। হয় সে সত্যই অনুতপ্ত হইয়াছে,—না হয় ধরা পড়িবার ভয়ে ইহা ফেরত দিয়াছে,—ভাবিয়াছে ইহাতেই যদি বাঁচিয়া যায় ! বেচারা বাকি পনের হাজার ডলার নিশ্চয়ই খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। আমি নিউইয়র্কে কেব্‌ল্‌গ্রাম করিয়া জানিতেছি—তাহারা এই ফেরারী আসামীটাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য অতঃপর আগ্রহ প্রকাশ করিবে কি না।"

মিঃ ব্লেক ভোজন-টেবিল হইতে উঠিয়া ইন্‌স্পেক্টর টমাস্‌কে বলিলেন, "চল, আমার বসিবার ঘরে গিয়া পরামর্শ করা যাউক।"

উভয়ে উপবেশন-কক্ষস্থিত অগ্নিকুণ্ডের নিকট চেয়ার টানিয়া বসিলেন ; তখন মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর, নিউইয়র্কের ন্যাসনাল ব্যাঙ্কের পলাতক কেসিয়ার জন পিবডি-সংক্রান্ত যে সকল কথা আমাকে বলিলে, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ; তবে তুমি এ সকল কথা আমাকে কি উদ্দেশ্যে বলিলে ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "হাঁ অপ্রাসঙ্গিক ; কিন্তু লোকটা ধরা পড়িবার ভয়ে লণ্ডনে পলাইয়া আসিয়া, পাঁচ রকমে টাকাগুলি না উড়াইয়া, তাহা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষের নিকট ফেরত পাঠাইবার অভিপ্রায়ে আমাদের কাছে দাখিল

করিয়াছে—ইহা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া কি আপনার মনে হয় নাই ?—আমি এই পত্র ও টাকাগুলি পাইয়াই তাহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। আমার সন্দেহ হয়—এই লোকটাও ফেরারী আসামীদের দলে যোগদান করিয়া অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছে! উহার পত্রখানির শেষ অংশটুকু পাঠ করিলে এই অনুমান অসঙ্গত মনে হয় কি? আমার বিশ্বাস—এই টাকা ফেরত না দিলে সেখানে তাহার আশ্রয়লাভের আশা নাই বলিয়াই সে টাকাগুলা এভাবে ফেরত দিয়াছে। আপনিও জানেন ত প্যারিসের পুলিশ কয়েকবার কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে এইভাবে টাকা পাইয়াছে; কিন্তু তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সেই রহস্য ভেদ করিতে পারে নাই! কেবল এইমাত্র জানিতে পারা গিয়াছে যে, যাহারা সেই সকল টাকা পাঠাইয়াছে, তাহারা সকলেই ফেরারী আসামী; তাহাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।—ইহাও সেই রকম ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। আপনি কি মনে করেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুমান অসঙ্গত নহে। আমিও ঐরূপই মনে করিতেছিলাম। কিন্তু এ কথা থাক; তুমি ফেরারী আসামী ফিন্‌লে সম্বন্ধে নূতন কিছু জানিতে পারিয়াছ কি?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "না, আর কিছুই জানিতে পারি নাই। ব্যাপারখানা যে কি, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। পুলিশের চক্ষুতে ধূলা দিয়া কেহ যে স্ত্রী-কন্যাকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডন হইতে পলাইতে পারে—ইহা বিশ্বাস করা কঠিন; কিন্তু দেখিতেছি তাহার পক্ষে ইহাও সম্ভব হইয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হতাশ হইও না; আমার বিশ্বাস—তোমার লোকেরা শীঘ্রই তাহার সন্ধান পাইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আর তাহার সন্ধান পাইয়াছে!—আপনি ভাবিয়া-চিন্তিয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারিয়াছেন কি?"

মিঃ ব্লেক অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "না, আমি কিছুই স্থির করিতে পারি

নাই; তবে এখনও আমি হতাশ হই নাই। আমি মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া তদনুসারে কাযে হাত দিয়াছি; কিন্তু তাহার কি ফল হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। আমি স্মিথকে সন্ধান লইতে পাঠাইয়াছি; সে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত ফলাফলের কথা কিছুই বলা যায় না। যাহা হউক, যদি নূতন কোন কথা জানিতে পারি—তাহা হইলে তোমাকে সংবাদ দিব। আর এক কথা—তুমি কি মরেটেনিয়া জাহাজে শ্লেসিংএর সন্ধানে লোক পাঠাইবে?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "নিশ্চয়ই পাঠাইব। জাহাজ ডকে ভিড়িবামাত্র আমার লোক তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "খুব ভাল কথা।—আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহাকে লণ্ডন হইতে না তাড়াইয়া যাহাতে তাহাকে আবশ্যকমত পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিবে। তাহাকে আমার গোটাকত কথা জিজ্ঞাসা না করিলেই নয়। কিন্তু সে যদি সহজে বাগ না মানে—তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে কোন একটা অপরাধের আরোপ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে। তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে তাহাকে ছাড়িয়া দিও না।"

টমাস্ হাসিয়া বলিল, "সে কথা আর আমাকে বলিতে হইবে না। দোষ থাক না থাক মানুষকে কি রকমে হয়রাণ করিতে হয়, তাহা আমরা—পুলিশের লোক বিলক্ষণ জানি। সাধে কি আর লোকে আমাদের যমের মত ভয় করে? —যাহা হউক, আমি এখন উঠিলাম; থানায় ফিরিয়া গিয়া যদি কোন নূতন খবর পাই, তাহা তৎক্ষণাৎ আপনাকে জানাইব।"

ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। এই সময় ডাকের চিঠিপত্রগুলি মিঃ ব্লেকের হস্তগত হওয়ায় তিনি তাহাতে মনঃসংযোগ করিলেন। কয়েক মিনিট পরে তাঁহার পাচিকা মিসেস্ বার্ডেল হাঁপাইতে-হাঁপাইতে সবেগে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; কিন্তু সে তাঁহাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই অত্যন্ত নোংরা পরিচ্ছদধারী ভিখারীর মত চেহারার একটি যুবক অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনিই কি মিঃ রবার্ট ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বিরক্তি ভরে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমিই রবার্ট ব্লেক। আমার কাছে তোমার কি দরকার? আর দরকার থাকিলেও আমার হুকুম না লইয়া কেন আমার ঘরের ভিতর আসিলে? বেয়াদপ, উল্লুক!"

আগন্তুক বলিল, "চটেন কেন মহাশয়! আপনার কাছে আমার আধগিনি পাওনা হইয়াছে—তাহাই লইতে আসিয়াছি। পাওনাদার টাকার তাগাদায় আসিলে সকলেই মারমুখো হয়। কি ঝক্‌মারি!

মিঃ ব্লেক আগন্তুকের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। লোকটা পাগল না কি? তিনি তাহাকে কস্মিন কালেও দেখেন নাই; তাঁহার নিকট সে কি কি বাবদ আধগিনির দাবি করিতেছে, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বিরক্তি দমন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে চিনি না; কি বাবদ আধগিনির দাবি করিতেছ, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না! ব্যাপার কি?"

আগন্তুকের দক্ষিণ হস্তের মুষ্টির মধ্যে একখানি ময়লা লেফাপা ছিল; সে তাহা মিঃ ব্লেকের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া দুইপাটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "এই দেখুন আমার দলিল। সাচ্চা দলিল; জাল দলিল নয় মশায়, যে আমার দাবি উড়াইয়া দিবেন।"

মিঃ ব্লেক লেফাপাখানি কুড়াইয়া লইয়া দেখিলেন—কালি দিয়া লেখা কাগজ জলে ভিজিলে যেরূপ দেখায়, লেফাপাখানির অবস্থাও সেইরূপ! পূর্ব্বদিন ডাকযোগে তাঁহার নামে যে সকল চিঠিপত্র আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে এ লেফাপা ছিল; পত্র পাঠের পরে সম্ভবতঃ লেফাপাখানি ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এই হতভাগা তাহাই কুড়াইয়া আনিয়া আধগিনির দাবি করিতেছে! ছোক্‌রা পাগল না কি?—তিনি অবজ্ঞাভরে লেফাপাখানি ফেলিয়া দিবেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল, বিশেষ কোন কারণে এই লেফাপাসহ পত্রখানি স্মিথকে দেওয়া হইয়াছিল; সে তাহা তাহার পকেটে রাখিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "এ লেফাপা তুমি কোথায় পাইলে?"

আগন্তুক পুনর্ব্বার দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, তাহার পর বলিল, "কুড়াইয়া

আনিয়াছি। আপনি ত কর্ত্তা লেখাপড়া জানেন, দেখুন উহার পিঠে ডাকঘরের ছাপের পাশে পেন্সিল দিয়া লেখা আছে—'যে এই খালি লেফাপা কুড়াইয়া লইয়া গিয়া বেকার ষ্ট্রীটে মিঃ রবার্ট ব্লেকের হাতে দিবে, মিঃ ব্লেক তাহাকে তৎক্ষণাৎ আধগিনি বক্‌শিস্ দিবেন।'—মিঃ ব্লেক কৌতূহলপ্রদীপ্ত হৃদয়ে লেফাপাখানি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে করিতে সঙ্ক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক ভাষায় কতকগুলি লেখা দেখিতে পাইলেন! এ ভাষা তাঁহারই আবিষ্কৃত; স্মিথ ভিন্ন অন্য কাহাকেও তিনি তাহা শিখান নাই! তিনি বুঝিলেন স্মিথই কোন কৌশলে ইহা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে একটি গিনির আধুলি বাহির করিয়া তাহা আগন্তুকের হস্তে প্রদান করিলেন, এবং তাহাকে বলিলেন, "হা, তোমার দলিল সাচ্চা বটে; আমি তোমার দাবির আধগিনি তোমাকে দিলাম, ইহা লইয়া এখন সরিয়া পড়। কিন্তু এই রকম দলিল যদি আরও কুড়াইয়া পাও, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা আমার কাছে লইয়া আসিবে; তাহা আনিলেই বক্‌শিস্ পাইবে।"

আগন্তুক গিনির আধুলিটা পাইয়া ক্ষণকাল লোলুপ দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পর পাছে মিঃ ব্লেক তাহা কাড়িয়া লন, এই ভয়ে সে সেই কক্ষ হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। একখানি ময়লা ছেঁড়া লেফাপা পাইয়া মিঃ ব্লেক তাহাকে কিজন্য আধগিনি বকশিস্ দিলেন, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।' সে প্রস্থান করিলে, মিঃ ব্লেক স্মিথের লিখিত সাঙ্কেতিক শব্দগুলির অর্থযোজনা করিতে লাগিলেন।

স্মিথের পত্রখানির মর্ম্ম এই :—

"কর্ত্তা, খবর মন্দ নহে। একটা চোরের সঙ্গে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়ি! যাহার ঘরে চুরি করিতে যাই—সে আমেরিকান, মনিবের তহবিল ভাঙ্গিয়া লণ্ডনে পলাইয়া আসিয়াছে। দুষ্কর্ম্ম করিয়া সে বোধ হয় অনুতপ্ত হইয়াছে! তহবিল ভাঙ্গিয়া সে যে টাকা আনিয়াছিল, তাহা ফেরত দিয়াছে। সে দেশান্তরে গিয়া নূতন করিয়া সংসার পাতাইবে। আমি সৎপথে থাকিবার

অঙ্গীকার করায় সে আমাকে সঙ্গে লইতে চাহিয়াছে ; কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে, তাহা সে জানে না। আমি তাহার সঙ্গে হল্‌বর্ণের অদূরবর্ত্তী পিল্‌চারের হোটেল হইতে আজ রাত্রে সোহো পল্লীর হল্ ষ্ট্রীটে গিয়াছিলাম।

"হল্ ষ্ট্রীটের মোড়ে একজন লোক আসিয়া মার্কিণটার সঙ্গে কি পরামর্শ করিল, তাহার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি যাইতে রাজী আছ?' আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, 'আলবৎ!'—বোধ হয় অন্যায় করি নাই।

"তাহার পর সেখান হইতে বাহির হইয়া গ্রীক ষ্ট্রীট দিয়া ডাহিনের একটা সঙ্কীর্ণ গলিতে প্রবেশ করিলাম। কয়েক গজ গিয়া আমার চোখ বাঁধিয়া লইয়া চলিল। মিনিট পাঁচেক চলিলাম। চারিবার 'মোড়' ফিরিলাম। প্রথমবার সেই গলি হইতে হল ষ্ট্রীটের দিকে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার দক্ষিণে, চতুর্থবার বামে। তাহার পর সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে হইল। পথ শেষ হইলে চক্ষু খুলিয়া দিল ; দেখিলাম চোর কুঠুরীর মত একটা ছোট ঘরের মধ্যে আসিয়াছি! নিকটে কেহ না থাকায় এই 'চিরকুট্' লিখিবার সুবিধা পাইলাম। সুযোগমত ইহা পথে ফেলিয়া দিব। হয় ত আপনি ইহা পাইবেন। পরে কি ঘটে, জানাইতে চেষ্টা করিব। আপনি এখানে আসিতে পারিবেন কি?

—স্মিথ।"

মিঃ ব্লেক পত্রখানি দুইবার পাঠ করিলেন, তাহার পর তিনি লেফাপাখানি ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিলেন ; এবং উঠিয়া টুপি মাথায় দিয়া তাহার 'ব্লড্ হাউণ্ড' টাইগার সহ রাজপথে বাহির হইলেন।

মিঃ ব্লেক সোহো পল্লীর হল ষ্ট্রীটের অভিমুখে চলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক অবিলম্বে সোহো পল্লীর গ্রীক ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলেন ; তাহার পর হল্ ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে স্মিথের পত্রবর্ণিত ক্ষুদ্র গলিটি লক্ষ্য করিলেন। মিঃ ব্লেক এই গলির মুখে আসিয়া টাইগারকে ছাড়িয়া দিলেন। টাইগার স্মিথের গন্ধের অনুসরণ করিয়া গলির ভিতর অগ্রসর হইল। মিঃ ব্লেক তাহার পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন।

টাইগার এই গলির বিভিন্ন অংশে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একটি গুদামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক গুদামে প্রবেশ করিবেন কি না ভাবিতেছিলেন, এমন সময় অদূরে একটি যুবককে দেখিতে পাইলেন। তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া যুবকটিকে চিনিতে পারিলেন ; তিনি যাহাকে আধগিনি পুরস্কার দিয়াছিলেন—সেই যুবক ! যুবকটি তাঁহাকে দেখিয়াই পলায়নের উপক্রম করিল। মিঃ ব্লেক তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া এক লম্ফে তাহার নিকটে গিয়া তাহার 'কলার' চাপিয়া ধরিলেন, সক্রোধে বলিলেন, "আমি ত তোকে চিনিয়াছি ! এখানে তুই কি করিতেছিস্ ?"

যুবকটি সভয়ে বলিল,"আমি ত এই অঞ্চলেই থাকি কর্ত্তা! দোহাই আপনার, গিনির আধুলিটা কাড়িয়া লইবেন না। আমি আপনার সঙ্গে কোন রকম জুয়াচুরি করি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিলি কেন ? তুই যদি সত্য কথা বলিস্, তাহা হইলে এবার তোকে এক গিনি বক্‌শিস্ দিব।"

যুবক আশ্বস্ত হইয়া হাসিয়া বলিল,"হিঃ হিঃ ! এ—কগিনি বকশিস্ দিবেন ? একগিনি বক্‌শিস্ কেহ কখন আমাকে দেয় নাই। আপনি খু—ব ভাল লোক। আমাকে কি বলিতে হইবে বলুন ; আমি সত্য কথা বলিব। নির্জ্জলা খাঁটি সত্য, তাহাতে মিথ্যার ভাঁজ থাকিবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুই এখানে কি করিস্ ?"

যুবক বলিল, "পথে যে সকল ছেঁড়া-ছুটো কাগজ পড়িয়া থাকে—তাহাই কুড়াইয়া বিক্রয় করি, কাহারও পকেট কাটি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুই আমাকে যে ছেঁড়া লেফাপাখানি দিয়াছিলি, তাহা কোথায় পাইয়াছিলি ?"

যুবক বলিল, "এই গলির মধ্যেই ; আমার সঙ্গে আসুন—সেই যায়গাটা দেখাইয়া দিতেছি।"

যুবক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কয়েক গজ অগ্রসর হইল, এবং পথের একটি স্থান দেখাইয়া দিল ; তাহার পাশেই একটি অট্টালিকা। মিঃ ব্লেক ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ঠিক উপরেই দ্বিতলস্থ কক্ষের একটি বাতায়ন রহিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন, সেই বাতায়ন দিয়া লেফাপাখানি পথে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।—তবে কি স্মিথ এই বাড়ীতেই আছে ?

এই কথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ী কাহার—বলিতে পারিস্ ?"

যুবক বলিল, "এ একটা গুদাম ; কিন্তু আমি কোনদিন উহার ভিতরে যাই নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখানে কোন লোক জন থাকে ?"

যুবক বলিল, "তা বলিতে পারি না ; তবে এই পথে যাতায়াত করিতে করিতে কখন কখন একজন লোককে ভিতরে যাইতে দেখিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কবে দেখিয়াছিস্ ?"

যুবক বলিল, "কালও দেখিয়াছি। কাল বৈকালে সেই লোকটা গুদামে প্রবেশ করিয়াছিল ; কিন্তু কখন সে বাহির হইয়া গিয়াছিল—তাহা দেখি নাই।"

স্মিথের চোখ বাঁধিয়া তাহাকে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া অন্যের অলক্ষ্যে কিরূপে এখানে লইয়া আসা হইল—মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না ; কিন্তু তখনই তাহার মনে পড়িল—পূর্ব্বরাত্রে কুজ্ঝটিকা যেরূপ গাঢ় হইয়াছিল, তাহাতে একহাত দূরের বস্তুও দৃষ্টিগোচর হইবার উপায় ছিল না : এ অবস্থায়

অন্যের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া তাহাকে সেভাবে সেখানে লইয়া আসা অসম্ভব হয় নাই। তাহার টুপিটা চক্ষুর ব্যাণ্ডেজের উপর নামাইয়া দিলে তাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া যুবকটিকে বলিলেন, "তুই আমার আদেশ পালন করিলে আমি তোকে দুই গিনি বক্‌শিস্ দিব।"

যুবক বলিল, "দুই গিনি কর্ত্তা! দুই গিনি আমি কখন এক সঙ্গে দেখি নাই। ওঃ, আপনি কত বড় লোক! আপনার অনেক টাকা। দুইগিনি বক্‌শিস্ দিবেন? কি করিতে হইবে বলুন কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি একবার এই গুদামের ভিতরে যাইব; তুই বাহিরে পাহারায় থাক। কাহাকেও এখানে ঘুরিতে দেখিলে আমাকে খবর দিবি।—বুঝিয়াছিস?"

যুবক সোৎসাহে বলিল, "খুব বুঝিয়াছি কর্ত্তা! এ কায আমি খুব পারিব। দু'গিনি বক্‌শিস্! হিঃ হিঃ।"

গুদামের দ্বার তালা দিয়া বন্ধ করা ছিল; তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে বিন্দুমাত্র কঠিন হইল না।

তিনি প্রথমে একটী কুঠুরীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাহা বিদ্যুতালোকে আলোকিত করিবার ব্যবস্থা আছে। কুঠুরীর মধ্যস্থলে একখানি প্রকাণ্ড গোল টেবিলের চারিদিকে পাঁচ ছয়খানি চেয়ার সন্নিবিষ্ট। টেবিলের উপর ব্লটিং প্যাড, ও দোয়াত কলম, পেন্সিল, কাগজ, লেফাপা প্রভৃতি লিখিবার সরঞ্জাম বর্ত্তমান।

মিঃ ব্লেক গুদামের বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়া উল্লেখযোগ্য আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু টাইগার ঊর্দ্ধমুখে ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিল ও অস্থিরভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। টাইগারের ভাব লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেক দ্বিতলে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি একটা কক্ষে দ্বিতলে উঠিবার সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক দ্বিতলে যে কুঠুরীতে প্রবেশ করিলেন তাহার নীচেই পূর্ব্বোক্ত

গলি ; তাঁহার বিশ্বাস হইল রাত্রে স্মিথ এই কুঠুরীতেই বাস করিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে কি উদ্দেশ্যে কোথায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে—তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক বিফলমনোরথ হইয়া গুদামের বাহিরে আসিলেন। তিনি দেখিলেন যুবকটি পথে দাঁড়াইয়া তখনও পাহারা দিতেছে ; মিঃ ব্লেক তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,"দেখ ছোক্‌রা, আমি এই বাড়ীটির উপর নজর রাখিতে চাই ; কিন্তু আমি একা মানুষ, আমার সময় নাই। তুমি এই কাযের ভার লইতে পার ?"

যুবক বলিল, "খুব পারি—এ আর শক্ত কায কি ?"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে একটী গিনি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন,"আপাততঃ তুমি এক গিনি পাইলে ; যদি তুমি কোন লোককে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমাকে তাড়াতাড়ি সে সংবাদ দিতে পার—আর তাহাতে যদি আমার কায হয়, তাহা হইলে তুমি তোমার প্রাপ্য বাকি এক গিনি ছাড়া আরও দুই গিনি পাইবে।"

যুবক এবার দুই হাত মাথায় তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল—বলিল, "তিন গিনি ? সোনার ত, কর্ত্তা ! উঃ, আপনি মস্ত লোক। আপনার হুকুমে আমি নিজের গলায় ছুরি দিতে পারি, খবর দেওয়া ত সামান্য কথা !"

মিঃ ব্লেক এইভাবে পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া টাইগারকে লইয়া পিল্‌চারের হোটেল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি গ্রীক ষ্ট্রীট হইতে পদব্রজে সাফ্‌টস্‌বারি এভিনিউ এ উপস্থিত হইলেন, এবং সেখানে একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া পিল্‌চারের হোটেলে চলিলেন। তিনি এই ক্ষুদ্র হোটেলটির বহির্ভাগে ট্যাক্সি হইতে অবতরণ করিয়া হোটেলের চতুর্দ্দিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইলেন ; তাহার পর তিনি হোটেলের বারান্দায় প্রবেশ করিলেন।

বারান্দায় একটী লোককে একখানি চেয়ারে বসিয়া ধূম পান করিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাহার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি গভীর বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; কারণ

তিনি তাহাকে লণ্ডনে দেখিবার প্রত্যাশা করেন নাই। এই ব্যক্তি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত গন্‌ম্যান্ জিপ্। পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনার পর সে এই হোটেল হইতে পলায়নের চেষ্টায় ছিল ; কিঞ্চিৎ আহারের পর সে সরিয়া পড়িবে—ইহাই তাহার সঙ্কল্প ছিল, পাঠকগণ ইহা অবগত আছেন।

মিঃ ব্লেককে সম্মুখে দেখিয়া জিপের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল! সে তাড়াতাড়ি অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটা ফেলিয়া দিয়া পলায়নের উপক্রম করিতেই ব্লেক তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন।

জিপ্ রাগিয়া আগুণ হইয়া বুকের পকেটে হাত দিল। সেই পকেটে টোটা-ভরা একটি ক্ষুদ্র পিস্তল ছিল। মিঃ ব্লেক তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিলেন, এবং তাহাকে জোর করিয়া চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "ভয় নাই বাপু! তোমাকে হাতিয়ার বাহির করিতে হইবে না। তুমি এখানে কি করিতেছ তাহাই শুধু জানিতে চাই।"

জিপ্ বলিল "সে কথা জানিয়া আপনার লাভ কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লাভ লোকসান আমি বুঝিব। তোমাকে সে কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করি না। তুমি নিউইয়র্কের নামজাদা বাট্‌পাড়—তাহা কি আমি জানি না ? তুমি কি মৎলবে লণ্ডনে আসিয়াছ,—সে সংবাদও নিউ-ইয়র্ক হইতে পাইয়াছি। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গারদে খাসা একটি কুঠুরী তোমার জন্য খালি রাখা হইয়াছে।—তোমার সেখানে পৌঁছিতেই যেটুকু দেরী।"

জিপ্ বলিল, "আপনাকে কি আমি চিনি না ? আপনি ত রবার্ট ব্লেক। একটা চুরির তদন্ত করিতে সেবার আপনি নিউইয়র্কে গিয়া আমার একটি বন্ধুকে জেলে দিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার গায়ে হাত দিতে পারিয়াছিলেন কি ? আপনাকে চিনি টিক্‌টিকি মশায়!"

জিপ্ যে ঘটনার কথা বলিল, তদুপলক্ষে স্মিথও মিঃ ব্লেকের সঙ্গে ছিল, সেই জন্যই সে জীপ্‌কে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু জিপ্ স্মিথকে চিনিত না। জিপ্ তাহাকে চিনিতে পারিলে স্মিথকে সে সহযোগীরূপে গ্রহণ করিত না।

যাহা হউক, জিপের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক চুরুট ধরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি নিজেকে যতদূর বাহাদুর মনে করিতেছ, তুমি ততদূর বাহাদুর নহ। তোমার মত ইতর ছেঁচরা চোরের গায়ে হাত দিয়া আমি হাত গন্ধ করিতে চাহি না। তবে নিউইয়র্কের বাট্‌পাড়কে হঠাৎ লণ্ডনে দেখিয়া তোমার মতলবটা কি তাহাই জানিতে আমার আগ্রহ হইয়াছে; তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার ইচ্ছা আমার নাই। সত্য কথা বলিলে আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না; কিন্তু যদি তুমি আমার সঙ্গে চালাকি কর, তাহা হইলে আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সংবাদ দিয়া তোমাকে জব্দ করিব। আমি কোন জরুরী কাযে এই হোটেলে আসিয়াছি; এখানে তোমাকে দেখিয়া তোমার মতলবটা ঠাহর করিতে পারিতেছি না।"

জিপ্‌ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া 'হুঁ' বলিয়া মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

মিঃ ব্লেক তাহাকে নীরব দেখিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "যদি তুমি আমার সঙ্গে সরল ব্যবহার কর, তাহা হইলে আমি তোমার পলায়নের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা অবসর দিব; নতুবা তোমার গ্রেপ্তারের বিলম্ব হইবে না।"

জিপ্‌ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনার কথার খেলাপ হইবে না ত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন "না, আমার কথার কখন খেলাপ হয় না।"

জিপ্‌ বলিল, "আমি আপনাকে আমার মনের কথা খুলিয়া বলিব; কিন্তু আপনি তাহা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। আর আমাকে সরিয়া পড়িবার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিবেন।"

মিঃ ব্লেক তাহার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

জিপ্‌ বলিল, "তবে বলি, শুনুন। আমি একটু বিষয় কর্ম্মের সন্ধানে ইংলণ্ডে আসিয়াছিলাম; কিন্তু আমি বেজায় ঠকিয়া গিয়াছি! ধন্‌ম্যান্‌ জিপ্‌ আর কাহারও কাছে ঠকে নাই। আমি বিষয়কর্ম্মের সন্ধানে লণ্ডনে আসিতেছিলাম; জাহাজে এক শিকার জুটিয়া গেল! লোকটাকে আমি চিনিতাম; একটা ব্যাঙ্কে

সে কেসিয়ারী করিত। সে টাকা ভাঙ্গিয়া পলাইতেছে বুঝিয়া তাহার উপর নজর রাখিলাম।—তাহার নাম পিবডি।"

"লোকটা লণ্ডনে আসিয়া এই হোটেলে বাসা লইল; আমিও তাহার ঘরের পাশে তে তালায় একটা কুঠুরী ভাড়া লইলাম। আমি একা তাহার নোটগুলি কায়দা করিতে পারিব না ভাবিয়া—একটা ছোক্‌রা চোরের সাহায্য লইলাম। কাল রাত্রে পিবডির কুঠুরীতে ঢুকিয়া যেমন তাঁহার মাথায় হাতুড়ীর ঘা বসাইব, অমনই সে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া তাহার কুঁদা দিয়া চক্ষুর নিমিষে আমার মুখের উপর হুরমুসের মত এক ঘা দিল। সেই ঘা খাইয়াই আমি ঘুরিয়া পড়িলাম; সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান! ছোক্‌রা চোরটীকে সেই কুঠুরীর বারান্দায় পাহারায় রাখিয়াছিলাম; সে পলাইয়াছে কি ধরা পড়িয়াছে—তাহা জানিতে পারি নাই। সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি আমার কুঠুরীতে শুইয়া আছি! পিবডি ও আমার ছোক্‌রা বন্ধু দু'জনেই ফেরার! কেসিয়ারটার কাছে প্রায় চল্লিশ হাজার ডলার ছিল।—কিছুই পাইলাম না; চোরের রাত্রিবাসই লাভ!—

মিঃ ব্লেক ফেয়ারী মার্কিণ কেসিয়ার পিবডি সম্বন্ধে সকল কথাই ইন্‌স্পেক্টর টমাসের নিকট শুনিয়াছিলেন। স্মিথের পত্রে তাহার নামের উল্লেখ না থাকিলেও স্মিথ যে জিপের সঙ্গে মিশিয়াই পিবডির টাকা লুট করিতে গিয়াছিল—তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু জিপের গল্প শুনিয়া তিনি বিন্দুমাত্র কৌতূহল বা উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না।

পিবডি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টাকাগুলি পাঠাইয়া কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে, স্মিথকে কি উদ্দেশ্যে লইয়া গিয়াছে—ইহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। স্মিথ পিবডির সহিত পূর্ব্বোক্ত গুদামে উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেখানে তাহারা কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল? তাহার পর তাহারা কাহার সঙ্গে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে? এ সকল তত্ত্ব নিরূপণ করা মিঃ ব্লেকের পক্ষে সম্ভব হইল না।

মিঃ ব্লেক গন্‌ম্যান্‌ জিপ্‌কে আরও কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পিল্‌চারের হোটেল পরিত্যাগ করিলেন; তিনি গমনোদ্যত হইয়া জিপ্‌কে বলিলেন, "তুমি

যে সত্য কথাই বলিয়াছ,ইহা আমার বিশ্বাস হইয়াছে। আমি তোমাকে যে কথা দিয়াছি—তাহার অন্যথা হইবে না। কাল বেলা বারটা পর্য্যন্ত আমি পুলিশের কাছে তোমার সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিব না। লণ্ডনে থাকিলে তোমাকে জেলে যাইতেই হইবে।"

জিপ্ বলিল, "আমি এখনই লণ্ডন হইতে চলিয়া যাইব। হেলির ধূমকেতুও আমার মত দৌড়াইতে পারিবে না! চব্বিশ ঘণ্টায় আমি সরিয়া পড়িতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক পিল্‌চারের হোটেল হইতে বাহির হইয়া একখানি ট্যাক্সি লইয়া চিপ্‌সাইডে চলিলেন। চিপ্‌সাইডে আসিয়া তিনি ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিলেন; তাহার পর পদব্রজে লিট্‌ল বুকার ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলেন।

তিনি শুনিয়াছিলেন সাইমন্ কেন্‌টিস্ ফিন্‌লের মহাজন,তাহার অতি লোভেই ফিন্‌লে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। এই জন্য তৎসম্বন্ধে সাইমন্ কেন্‌টিসকে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কেন্‌টিসের আফিস বাড়ী ১৬নং লিট্‌ল বুকার ষ্ট্রীটে আসিয়া তেতালায় তাহার আফিসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

মি ব্লেক দেখিলেন, কেন্‌টিসের আফিসের দ্বার অবরুদ্ধ! তিনি দ্বারে ধাক্কা দিলেন, কিন্তু রুদ্ধ দ্বার খুলিল না। তিনি পুনর্ব্বার ধাক্কা দিলেন; কিন্তু ভিতর হইতে উত্তর বা কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া তিনি মনে করিলেন কেন্‌টিস্ বাহিরে গিয়াছে। সুতরাং তিনি প্রত্যাগমনে উদ্যত হইলেন; হঠাৎ কুঠুরীর ভিতর হইতে অস্ফুট গোঁ-গোঁ শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল! তিনি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, শব্দটা কেন্‌টিসের শয়ন-কক্ষ হইতে আসিতেছে। মিঃ ব্লেক ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য কেন্‌টিসের দরজায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, কেন্‌টিসের কোন অসুখ হয় নাই ত? এরূপ যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ অসুস্থের পক্ষেই সম্ভব।—তিনি এবার অপেক্ষাকৃত জোরে দ্বারে ধাক্কা দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "কেন্‌টিস্! ঘরে আছ কি? তোমার কি হইয়াছে?"

কেন্‌টিস্ কোন উত্তর করিল না; কিন্তু সে যে তাঁহার কথা শুনিয়াছে, মিঃ

ব্লেক ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, কারণ এবার তাহার আর্ত্তনাদ স্পষ্টতর হইল। মিঃ ব্লেক ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া সজোরে দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন; দ্বারে স্কন্ধ স্থাপন করিয়া বল প্রয়োগ করিতেই কব্জা হইতে দ্বার খুলিয়া গেল।

মিঃ ব্লেক কেন্‌টিসের আফিস-কক্ষে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি পাশের দরজা দিয়া কেন্‌টিসের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষে পদার্পণ মাত্র তিনি এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আর পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারিলেন না, স্তম্ভিত হৃদয়ে দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন! তিনি দেখিলেন, কেন্‌টিস্ তাহার শয়ন-কক্ষে মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার মুখ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ; কিন্তু তাহার মাথার নীচে বালিশ ও সর্ব্বাঙ্গ একখানি কম্বলে আবৃত রহিয়াছে! কেন্‌টিস্ নিদারুণ বন্ধন-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে!

নবম পরিচ্ছেদ

স্যাইমন্ কেন্‌টিসের এইরূপ অচিন্ত্যপূর্ব্ব শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া মিঃ ব্লেকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।—তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ কার্য্যকালের মধ্যে অনেক চুরি-ডাকাতির তদন্ত করিয়াছেন; তদন্তকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি অনেক লোমহর্ষণ কল্পনাতীত গুপ্ত রহস্যের সূত্রাবিস্কারেও সমর্থ হইয়াছেন—কিন্তু এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই! এ কি ব্যাপার—তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রায় দুই মিনিটকাল তিনি নির্নিমেষ নেত্রে কেন্‌টিসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

দুই রাত্রি পূর্ব্বে কেন্‌টিসের সিন্ধুক হইতে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের হীরা অপহৃত হইয়াছিল; সেই রাত্রে চোরের হস্তে নিগৃহীত হইয়া তাহার অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, সে যেভাবে তাহার শয়ন-কক্ষে নিপতিত ছিল, আজও তাহার অবস্থা সেইরূপ! প্রভেদের মধ্যে সেদিন তাহার কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইয়াছিল, এবং তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু আজ তাহার চেতনা বিলুপ্ত হয় নাই; এই জন্যই বোধ হয় তাহার মুখ বাঁধিয়া চীৎকারের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে তাহার হস্তপদও রজ্জুবদ্ধ করা হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক কেন্‌টিনের শয্যাপ্রান্তে উপবেশন পূর্ব্বক তাহার গাত্রস্থিত কম্বলখানি অপসারিত করিয়া তাহার হস্তপদের বন্ধন মোচন করিলেন; তাহার পর তাহার মুখের বন্ধনও খুলিয়া দিলেন।

অনন্তর তিনি কেন্‌টিস্‌কে ধরিয়া তুলিলেন এবং অদূরবর্ত্তী একখানি চেয়ারে বসাইয়া তাহার হাত পা ডলিয়া দিলেন।

সাইমন্ কেন্‌টিস্ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সবেগে চেয়ার হইতে উঠিয়া

দাঁড়াইল, এবং স্খলিত স্বরে বলিল, "আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; তাহারা আমার সিন্ধুক লুঠ করিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চোর তবে একজন নহে! কাহারা চুরি করিয়াছে?"

কেন্‌টিস্ হতাশভাবে বলিল, "আমি কি তাহাদের চিনি? আজ শেষ রাত্রে তাহারা চুরি করিতে চুপে চুপে আমার আফিস্-ঘরে ঢুকিয়াছিল; আমি তাহাদের গতিরোধ করিতে উদ্যত হইলে তাহারা আমাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল! তাহাদের মুখে মুখোস্ থাকায় আমি তাহাদিগকে চিনিতে পারি নাই; তবে তাহাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ছিল—তাহা বুঝিয়াছিলাম। চোর দুই জনের একজন পুরুষ, আর একজন স্ত্রীলোক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দুইজন মাত্র চুরি করিতে আসিয়াছিল?"

কেন্‌টিস্ বলিল, "হাঁ মহাশয়, দুইজন;—কিন্তু দুইজন হইলে কি হইবে? দুইজনেই তাহারা দুইশত লোকের মহড়া লইতে পারে। আমি ত একা, ক্ষীণজীবি অপদার্থ মানুষ!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা কোনও কথা বলিয়াছিল?"

কেন্‌টিস্ বলিল, "তাহারা ফিস্-ফিস্ করিয়া কি পরামর্শ করিয়াছিল, তাহা শুনিতে পাই নাই; আর তাহাদের কথা শুনিতে পাইলেই বা কি এমন চতুর্ভুজ হইতাম? এবার বোধ হয় সিন্ধুকে কিছুই রাখিয়া যায় নাই! সিন্ধুকটা খুলিয়া দেখি।"

কেন্‌টিস্ উঠিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে আফিস ঘরে প্রবেশ করিল, এবং কম্পিত হস্তে সিন্ধুক খুলিয়া তাহার ডালা টানিয়া তুলিল।—সিন্ধুকের ভিতরে যে ডালা ছিল তাহা খুলিয়া তাহার ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই কেন্‌টিস্ তীরবিদ্ধ মৃগের ন্যায় ঘুরিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল, ভগ্নস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "গিয়াছে! মণি-মুক্তাদি যা কিছু ছিল, সব লুটিয়া লইয়া গিয়াছে! আমাকে গুলি করিয়া মারিয়া গেল না কেন? আঃ! ওঃ! উঃ!"

মিঃ ব্লেক তাহার নিকটে গিয়া দেখিলেন—যে চামড়ার ব্যাগে মণি মুক্তাদি

মহামূল্য রত্নরাজি ছিল—তাহা শূন্যগর্ভ, খালি পড়িয়া আছে! ব্যাগটির কাছে আর একখানি ভাঁজ করা কাগজ সংরক্ষিত।—মিঃ ব্লেক ভাবিলেন, ইহা আর একখানি সেয়ার সার্টিফিকেট না কি?

মিঃ ব্লেক সেই কাগজখানি তুলিয়া লইয়া খুলিলেন; সত্যই তাহা এক-খানি সেয়ার সার্টিফিকেট। আন্তর্জাতিক উন্নতিসাধক কোম্পানীর পক্ষ হইতে কেন্‌টিস্‌কে এই সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইয়াছিল।—এবার এক পাউণ্ড হিসাবে তেইশ হাজার সেয়ারের সার্টিফিকেট!

মিঃ ব্লেক চর্ম্মনির্ম্মিত ব্যাগটি পরীক্ষা করিয়া তাহার ভিতর একখানি ক্ষুদ্র পত্র দেখিতে পাইলেন; সাইমন্ কেন্‌টিস্ পূর্ব্বে তাহা লক্ষ্য না করিলেও তাহা মিঃ ব্লেকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। মিঃ ব্লেক আগ্রহ সহকারে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন; তাহাতে লেখা ছিল:—

"মিঃ সাইমন্ কেন্‌টিস্ 'আন্তর্জাতিক উন্নতি সাধক কোম্পানী'র আরও তেইশ হাজার পাউণ্ডের সেয়ার ক্রয় করায় কোম্পানী তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন; এবং সসম্মানে জানাইতেছেন যে,—প্রতি মাসের প্রথম দিবসেই নির্দ্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ তাঁহার হস্তগত হইবে।"

মিঃ ব্লেক পত্রখানি পকেটে রাখিয়া হতভাগ্য ইহুদীর মুখের দিকে সহানুভূতি ভরে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ কেন্‌টিস্, এভাবে তোমার হা-হুতাশ করিয়া ফল নাই; সিন্ধুকের জিনিস-পত্রগুলি গুছাইয়া রাখিয়া সিন্ধুক বন্ধ কর।"

কেন্‌টিস্ তাঁহার আদেশ পালন করিয়া কাঁধাভাঙ্গা জীর্ণ চেয়ারখানিতে হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কেন্‌টিস্, আমি যাহা বলি, মন দিয়া শোন। আমার কথায় মনোযোগী না হইলে তুমিই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কোন কথা একবারের অধিক বলা—আমার স্বভাব নহে। তুমি খুব পাকা ব্যবসাদার, এ কথা অস্বীকার করিব না; তথাপি স্বীকার করিতে হইবে—তুমি কিঞ্চিৎ বাতিকগ্রস্ত! অর্থই তোমার একমাত্র দেবতা, কিন্তু সেই অর্থ রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ ব্যবস্থার আবশ্যক, তাহা তুমি কর নাই। সেই জন্যই তুমি এরূপ বিপন্ন হইয়াছ। তুমি আমার সাহায্য প্রার্থনা করিলে—

আমি তোমাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলাম ; কিন্তু আমি কি কারণে সম্মত হইয়াছিলাম, তাহা তোমাকে বলি নাই। তুমি মনে করিয়াছিলে—কিঞ্চিৎ 'ফি' পাইবার আশায় আমি তদন্তভার গ্রহণে সম্মত হইয়াছি! কিন্তু তোমার এই অনুমান সত্য নহে। ইহার অন্য কারণ আছে।

"প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে আমি ডাকযোগে এই 'আন্তর্জাতিক উন্নতি-সাধক কোম্পানী'রই হাজার পাউণ্ডের একখানি 'সেয়ার সার্টিফিকেট' পাইয়াছিলাম ; কিন্তু তোমার মত আমাকে হীরা বা মণিমুক্তা খোয়াইয়া তাহা সংগ্রহ করিতে হয় নাই। সেই সার্টিফিকেটখানি কি উদ্দেশ্যে আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা আজ পর্য্যন্তও জানিতে পারিলাম না! কিন্তু সেই সার্টিফিকেটে যে সুদ প্রদানের অঙ্গীকার আছে, তাহা আমি প্রতি-মাসের প্রথম তারিখেই পাইয়া আসিতেছি। তোমার চুরির তদন্তভার গ্রহণ করিয়া যদি এই অদ্ভুত রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারি, এই আশায় আমি তোমার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

"দেখ কেন্‌টিস্, আমি তোমার প্রকৃতির যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তোমার প্রতি আমার মনে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, এরূপ মনে করিও না। তোমার রুচি ও প্রবৃত্তিসম্বন্ধে আমি যে সকল কথা শুনিয়াছি, তাহাতে আমার মনে বিরক্তিই সঞ্চার হইয়াছে। তুমি চিরদিন বিপন্ন স্বদেশবাসীর গলায় ছুরি দিয়া আসিয়াছ ; তাহাদের রক্তে তোমার পিপাসা নিবৃত্তি করিয়াছ ; কোন দিন কাহারও প্রতি দয়া প্রদর্শন কর নাই, কাহারও একপেনি সুদ ছাড়িয়া দাও নাই। তোমার বৈধ অত্যাচারে কত লোক গৃহহীন হইয়াছে! তোমার লোভের বিষে কত শান্তিপূর্ণ পরিবার জর্জ্জরিত হইয়াছে ; অথচ তুমি অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিয়া ক্রমাগত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছ।—সেই বিপুল অর্থের এই পরিণাম!

"সাইমন্ কেন্‌টিস্, পরমেশ্বর তোমাকে ধনবান করিয়াছিলেন ; কিন্তু তুমি কোন দিন সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার কর নাই। সুতরাং তোমার অর্থ থাকা না থাকা সমান! টাকা দিয়া তুমি হীরা মুক্তা কিনিয়া সিন্ধুকে সঞ্চয়

করিয়াছিলে ; দিনান্তে একবার করিয়া সেগুলি খুলিয়া দেখিতে, এবং তাহাতেই ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া থাকিতে ! সমাজে বাস করিয়া যে হতভাগ্য সমাজের কোন উপকার করে না, উপকার দূরের কথা—প্রাণপণে অপকার করিয়া তৃপ্তিলাভ করে ; সে সমাজদ্রোহী। আমি তাহার কোনও উপকার করি না। তোমার সর্ব্বস্ব চোরে লইয়া গিয়াছে, ইহাতে আমি দুঃখিত হই নাই। তুমি কোন ভদ্রলোকের সহানুভূতি লাভের যোগ্য নহ। আমি জানি তোমার যে অর্থ অপহৃত হইয়াছে, তাহার সুদ যথানিয়মে মাসে মাসে তোমার হস্তগত হইবে ; কিন্তু তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না, কারণ তোমার সুদের আশা অপরিমিত।

"আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি তোমার প্রতি সহানুভূতিপ্রযুক্ত আমি এই চুরির তদন্ত-ভার গ্রহণ করি নাই ; তোমার হিতের জন্যও নহে। কেবল কৌতূহল-বশতঃই আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়াছি। আমি বুঝিতেছি—কোন ভীষণ ষড়যন্ত্র এই চুরির নীচে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ! সেই ষড়যন্ত্র ভেদ করাই আমার উদ্দেশ্য। সেই ষড়যন্ত্রের সাফল্য-সাধনের তুমি একটি উপলক্ষ্য মাত্র। এই ষড়যন্ত্র ভেদ করিতে গিয়া হয় ত তোমার চোরা-মালের সন্ধান পাইতেও পারি। আমি সে সন্ধান পাইলে তোমার কোন উপকার করিতে পারিব কি না বলিতে পারি না ; তোমাকে কোন আশা ভরসাও দিতে পারিতেছি না। এ অবস্থায় ইচ্ছা হইলে তুমি পুলিশের সহায়তা প্রার্থনা করিতে পার ; ইচ্ছা হয় অন্য কোন গোয়েন্দা নিযুক্ত কর। আমি বিশেষ কোন সর্ত্তে এই চুরির তদন্তের ভার লইয়াছিলাম—কিন্তু আজ আমি সেই সর্ত্ত ত্যাগ করিলাম। আমি তোমার নিকট 'ফি' লইব না, বার-বরদারিরও দাবি করিব না। তবে যদি এই ব্যাপারে তুমি আমার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর কর—তাহা হইলে আমি তোমার সম্বন্ধে যাহা ভাল মনে করি, তাহাই করিব।

"আমি এ কাল পর্য্যন্ত অনেক প্রকার চুরি ডাকাতির তদন্ত করিয়াছি ; কিন্তু চোরা-মালের মূল্যের সমপরিমাণ টাকার 'সেয়ার সার্টিফিকেট' সিন্ধুকে

রাখিয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত এই প্রথম! চোরের উদ্দেশ্য কেবল চুরি হইলে, সে সেয়ার সার্টিফিকেট রাখিয়া যাইত না; আর এই সেয়ার সার্টিফিকেট যে ভূয়া চালাকী মাত্র নহে, এ কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন তোমার কি বলিবার আছে বলিতে পার।"

সাইমন্ কেন্‌টিস মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে আছাড় দিয়া পড়িল, কাঁদিয়া বলিল, "আমি আর কি বলিব? আপনি আমাকে রক্ষা করুন!—দুই দুইবার চুরি! টাকার শোকে আমি আর বাঁচিব না, মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "তোমার মরাই ভাল!"—প্রকাশ্যে বলিলেন, "তুমি মরিলে বিপন্ন ব্যবসায়ীদের সর্ব্বনাশ করিবে কে? আমি যাহা পারি করিব; কিন্তু তুমি ও রকম করিয়া আমাকে বিরক্ত করিলে আমি তোমার জন্য কিছুই করিব না।"

কেন্‌টিস্ রোদন সংবরণ করিয়া উঠিয়া বসিল; অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে বলিল, "দোহাই মিঃ ব্লেক! আমার হীরা মুক্তাগুলা আপনি উদ্ধার করিয়া দিউন; আপনি ভিন্ন আর কেহই ইহা পারিবে না। আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই আপনাকে দিব।—আমি এ চুরির কথা পুলিশে জানাইব না।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া সিন্ধুকটি আর একবার পরীক্ষা করিলেন; সিন্ধুকের পাশে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "ওটা কি?—দেখি, দেখি!"

সিন্ধুকের পাশে একটি বাদামী রঙ্গের দস্তানা পড়িয়া ছিল, মিঃ ব্লেক তাহা উঠাইয়া লইলেন; তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ইহা স্ত্রীলোকের দস্তানা!—তুমি ইহা পূর্ব্বে দেখিতে পাও নাই?"

কেন্‌টিস্ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, মিঃ ব্লেক! উহার উপর আমার নজর পড়ে নাই। এ কি ব্যাপার?"

দস্তানাটি দীর্ঘকালের ব্যবহারে জীর্ণ হইয়াছিল; চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা। দস্তানার উপর প্রস্তুত-কারকের নাম খোদা ছিল; কিন্তু এরূপ দস্তানা লণ্ডন

প্যারিস বা নিউইয়র্কের বাজারে দুষ্প্রাপ্য নহে। কত দিন পূর্ব্বে কে কোথায় তাহা কিনিয়াছিল—কে বলিবে ?

কিন্তু তথাপি ইহা যে স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত দস্তানা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন—চোর পুরুষ নহে স্ত্রীলোক ; এই দস্তানা দেখিয়া তাঁহার অনুমানের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল না। প্রথমবারের চুরি যে রমণীর কার্য্য, দ্বিতীয় বারের চুরিও যে তাহারই কার্য্য—সেয়ার সার্টিফিকেটই তাহার অব্যর্থ প্রমাণ।

মিঃ ব্লেক এই দস্তানাটি পাইয়া যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইলেন। তিনি তাহা নাড়িয়া-চাড়িয়া টাইগারের নাকের কাছে ধরিলেন ; সে তাহার ঘ্রাণ লইয়া সেই কক্ষ মধ্যে কয়েকবার ঘুরিয়া বেড়াইল, তাহার পর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাজপথে উপস্থিত হইল।—মিঃ ব্লেক তাহার অনুসরণ করিলেন।

টাইগার বিভিন্ন পথে চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে থামিতে লাগিল, মিঃ ব্লেক সেই সময় দস্তানাটা তাহার নাকের কাছে ধরিয়া তাহার গন্তব্য পথ-নির্ণয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে সে হলবর্ণ অতিক্রম পূর্ব্বক পিল্‌চারের হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

এইবার মিঃ ব্লেকের মনে একটি নূতন সন্দেহের উদয় হইল। এই হোটেলে ত গন্‌ম্যান্ জিপ্‌ আড্ডা লইয়াছিল ; তবে কি এই চুরির সঙ্গে জিপের কোন সম্বন্ধ আছে ?—কিন্তু ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হইল না। জিপ্‌ কেন্‌টিসের হীরক-গুলি অপহরণ করিলে বহুপূর্ব্বেই লণ্ডন হইতে অদৃশ্য হইত, দ্বিতীয়বার চুরির জন্য অপেক্ষা করিত না। আর সেই দস্তানা নিশ্চয়ই জিপের নহে। তবে টাইগার কাহার অনুসরণে পিল্‌চারের হোটেলে আসিল ? কেন্‌টিসের সিন্ধুক হইতে অপহৃত হীরকগুলির তুলনায় জন পিবডির ব্যাঙ্ক নোটগুলি তুচ্ছ সামগ্রী ; সেই সকল হীরক হস্তগত হইলে জন পিবডির ব্যাঙ্ক নোটে তাঁহার লোভ হইত না। মিঃ ব্লেক জিপ্‌কে সন্দেহ করিতে পারিলেন না। চোর যে-ই হউক, সে যে কেন্‌টিসের আফিস হইতে পিল্‌চারের হোটেল পর্য্যন্ত নানা পথ ঘুরিয়া পদব্রজে আসিয়াছিল, এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না।

কেন্‌টিস্‌ তাঁহাকে বলিয়াছিল, চোর রাত্রিশেষে তাহার আফিসে চুরি করিতে গিয়াছিল; সুতরাং চোর চুরি করিয়া প্রত্যূষে চারি পাঁচটার মধ্যে হোটেলে উপস্থিত হইয়াছিল। সে সময় নিশ্চয়ই অন্ধকার ছিল এবং রাজপথও নির্জ্জন ছিল, এ অবস্থায় চোর নিশ্চয়ই হোটেলের নৈশ কর্ম্মচারীর দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে সেই আগন্তুকের পরিচয় সম্বন্ধে কোন-না-কোন কথা বলিতে পারিবে।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক হোটেলের ম্যানেজারের নিকট উপস্থিত হইলেন; এই হোটেলের ম্যানেজার—একটি রমণী! মিঃ ব্লেক তাহাকে গোপনে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিল না। সে পাশের একটা কুঠুরীতে প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিল, এবং মিঃ ব্লেককে আর একখানি চেয়ার দেখাইয়া বসিতে বলিল।

কিন্তু মিঃ ব্লেক চেয়ারে না বসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, "মাদাম, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই; আমার নাম ব্লেক—রবার্ট ব্লেক।"

তাঁহার নাম শুনিয়া স্ত্রীলোকটি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, এবং উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল, "আপনি কি সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি ডিটেক্‌টিভ। আপনাকে একটু কাযের জন্য বিরক্ত করিতে আসিয়াছি—কিছু মনে করিবেন না; আপনার হোটেলের সহিত আমার কাযের কোন সম্বন্ধ নাই। রাত্রে কাহার উপর হোটেলের ভার ছিল? তাহাকেই আমার দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। আপনি দয়া করিয়া তাহার সহিত আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিবেন কি? আমি তাহার অধিক সময় নষ্ট করিব না।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "সে ভার আমার উপরেই ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রথম রাত্রের কথা বলিতেছি না; প্রভাতের কিছু পূর্ব্বে—রাত্রি চারি পাঁচটার সময়।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "শেষরাত্রেও আমিই ছিলাম। আজকাল আমাদের লোকের বড় অভাব ; এজন্য আমাকেই থাকিতে হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শেষরাত্রে আপনার হোটেলে একটি স্ত্রীলোক আসিয়াছিল ?—সে কি আপনার হোটেলের কোন বাসাড়ে ?"

হোটেলওয়ালী বলিল, "এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আবশ্যক আছে। তাহাতে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই।"

হোটেলওয়ালী মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "হাঁ, এই হোটেলেরই একজন বাসাড়ে প্রত্যূষে প্রায় পাঁচটার সময় হোটেলে আসিয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেক মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিয়া বলিলেন, "তিনি কি এখন হোটেলে আছেন ?"

হোটেলওয়ালী বলিল "না, তিনি আজ বেলা দশটার সময় চলিয়া গিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার নাম বলিতে আপনার আপত্তি আছে কি ?"

হোটেলওয়ালী বলিল, "না, আপত্তি নাই ; কিন্তু কোন ফৌজদারী মামলায় আমার হোটেলের নাম উঠিলে আমার ক্ষতি হইতে পারে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি সে ভয় করিবেন না, কোন ফৌজদারী ব্যাপারে আপনার হোটেলের নাম জড়াইব না ; আমার একথায় আপনি নির্ভর করিতে পারেন।"

হোটেলওয়ালী উঠিয়া গিয়া তাহার আফিস ঘর হইতে একখানি খাতা লইয়া আসিল। সে খাতাখানি খুলিয়া বলিল, "এই স্ত্রীলোকটির নাম মিস্ কল্‌টার। তিনি তিন দিন পূর্ব্বে আসিয়া হোটেলের একতালায় কয়েকটি কুঠুরী ভাড়া লইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রভাতে আহার শেষ করিয়া বাহিরে যাইতেন, সমস্ত দিনের মধ্যে হোটেলে ফিরিতেন না। কোন দিন সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার বাহিরে যাইতেন। কোন লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত না ; একজনমাত্র লোক কাল বৈকালে তাঁহার সন্ধানে আসিয়া-

ছিল, তাহার নাম কাউলিং। মিস্ কল্‌টার তাঁহার উপবেশন-কক্ষে এই লোক্‌টির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।”

“মিস্ কল্‌টার কাল রাত্রে আহারাদি না করিয়াই বাহিরে যান; বলিয়া যান রাত্রিশেষে তিনি হোটেলে ফিরিবেন। প্রত্যূষে প্রায় পাঁচটার সময় তিনি ফিরিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার কায শেষ হইয়াছে—বেলা দশটার সময় তিনি চলিয়া যাইবেন; তৎপূর্ব্বেই যেন তাঁহার বিল দেওয়া হয়। তিনি আহারাদি শেষ করিয়া হোটেলের প্রাপ্য টাকা দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি লাল রঙ্গের একখানি প্রকাণ্ড মোটরকারে উঠিয়া রওনা হইয়াছেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মিস্ কল্‌টারের চেহারা কিরূপ?”

হোটেলওয়ালী বলিল, “পরমাসুন্দরী। পরিচ্ছদের পারিপাট্য যথেষ্টই ছিল, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় তাঁহার সাজ সজ্জার আড়ম্বর কিছু অতিরিক্ত দেখিতাম! তাঁহার পরিচ্ছদ বাজারে-দর্জ্জির দোকান হইতে সংগৃহীত নহে; প্রথমশ্রেণীর পরিচ্ছদ-নির্ম্মাতার দোকানে ফরমাস না দিলে সেরূপ পরিচ্ছদ প্রস্তুত হয় না। তাঁহার মাথায় প্রচুর চুল, এমন চুলের শোভা কদাচিৎ কোন নারীর মাথায় দেখিতে পাওয়া যায়। ঈষৎ সোনালী রঙ্গের ঘন চুল; তিনি তাহা মাথার উর্দ্ধ-দেশে চূড়াকারে বাঁধিতেন। যখন হাসিতেন—তখন গালে একটু টোল খাইত। চক্ষু দুটি ঈষৎ পিঙ্গল, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি এরূপ তীক্ষ্ণ যে মনের ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছেন!—শরীর দোহারা, কিন্তু খুব লম্বা নয়; আমার অপেক্ষা একটু খর্ব্বাঙ্গী। নিটোল দেহ, বর্ষার নদীর মত সে দেহে রূপ যেন উছলিয়া উঠিতেছে! যেন একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ। বয়স বিশ বাইশ বৎসরের অধিক নহে, কিন্তু এরূপ সুস্থ ও সবল দেহ অবলা নারীর মধ্যে অত্যন্ত বিরল। তিনি পীত বাদামী ও গোলাপী রঙ্গের পরিচ্ছদেরই পক্ষপাতিনী; এই কয়েক প্রকার রঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন রঙ্গের পরিচ্ছদ তাঁহাকে ব্যবহার করিতে দেখি নাই। কিন্তু তাঁহার টুপিরই বিশেষত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; এমন বাহারে ও মূল্যবান টুপি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি যে কোন অপরাধজনক কার্য্যের সংস্রবে থাকিতে পারেন—এ সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্যও মনে স্থান পায় না। তিনি

রাণীর মত মহিমময়ী, তেজস্বিনী ও গর্ব্বিতা। উজ্জ্বলে ও মধুরে এমন মিলন আমি আর কখন দেখি নাই। এ নারী যেন রাণী!"

হোটেলওয়ালী সেই যুবতীর যে পরিচয় দিল, তাহা শুনিয়া একখানি পরিচিত মূর্ত্তি মিঃ ব্লেকের মানসনেত্রে ফুটিয়া উঠিল; বেনাডো ইন্‌স্পেক্টর টমাসের নিকট যে কাহিনী বলিয়াছিল—তাহা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মনে যে সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্য উদিত হইয়া পর মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়াছিল,—হোটেলওয়ালীর কথা কথা শুনিয়া সেই সন্দেহ তাঁহার হৃদয়ে গভীর রেখা অঙ্কিত করিল। তবে কি এই যুবতী আমেলিয়া? আমেলিয়া ভিন্ন আর কোন রমণীর এরূপ দুষ্কর কর্ম্ম সাধনের শক্তি ও সাহস আছে কি?—কিন্তু আমেলিয়া ত বহুদিন হইতেই নিরুদ্দেশ; সে কবে—কোথা হইতে লণ্ডনে আসিল? ফেরারী আসামীদের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? "আন্তর্জাতিক উন্নতি-সাধক কোম্পানী" কি তাহারই চেষ্টায় গঠিত? কি উদ্দেশ্যে, কাহাদের সহযোগিতায় সে এই কোম্পানী সংগঠিত করিয়াছে?—কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মিঃ ব্লেক বড় ধাঁধায় পড়িলেন।

মিঃ ব্লেককে নির্ব্বাক ও চিন্তামগ্ন দেখিয়া হোটেলওয়ালী অধীর ভাবে বলিল, "আমাকে কি আপনার আর কোন জিজ্ঞাস্য আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ; এই যুবতী কোথায় গিয়াছেন বলিতে পারেন কি?"

হোটেলওয়ালী বলিল, "না মহাশয়! তিনি আমাকে তাঁহার ঠিকানা দিয়া যান নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। যদি এই মহিলাটি আপনার হোটেলে ফিরিয়া আসেন—তাহা হইলে আপনি দয়া করিয়া বেকার-ষ্ট্রীটে আমার বাড়ীর ঠিকানায় টেলিফোঁতে সংবাদ দিবেন।"

হোটেলওয়ালী সম্মতিজ্ঞাপন করিলে মিঃ ব্লেক তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং টাইগারকে সঙ্গে লইয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিতেই মলিন পরিচ্ছদধারী

একটি যুবক চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি যাহাকে পুরস্কার দিয়াছিলেন, এ সেই যুবক!

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "খবর কি হে ছোকরা? নিশ্চয়ই কোন নূতন খবর আনিয়াছ।"

যুবক হাসিয়া বলিল, "খবর খুব ভাল কর্ত্তা! নূতন খবর আছে—তাহা শুনিলে আপনি খুব খুসী হইবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে? খবরটা কি বল ত শুনি।"

যুবক বলিল, "আপনি চলিয়া আসিবার অনেক পরে সেই ভদ্রলোকটা গুদামে ঢুকিয়াছিল কর্ত্তা! পাঁচ মিনিট পরে সে গুদাম হইতে বাহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল। সে রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় একখান লাল রঙ্গের প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী বন্-বন্ শব্দে ছুটিয়া আসিয়া সেই লোকটার কাছে থামিল, ও এক লহমার মধ্যে তাহাকে তুলিয়া লইয়া আবার ছুটিয়া চলিল! আমিও এক-খানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া তাহার পিছনে ছুটিলাম। খানিক পরে মোটরখানা সোহোর হান্‌স্‌ষ্ট্রীটে ঢুকিয়া একখান বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া আমি সেই ট্যাক্সিতেই আপনাকে খবর দিতে আসিলাম। এখানে আসিয়া আপনার দেখা না পাওয়ায় বসিয়া রহিলাম। আধঘণ্টা ধরিয়া আপনার জন্য বসিয়া আছি কর্ত্তা!—আপনি ভাড়া দিবেন এই ভরসাতেই ট্যাক্সি লইয়া আসিয়াছিলাম কর্ত্তা! ট্যাক্সির ভাড়া দেওয়া আমার সাধ্য নয় কর্ত্তা! ভাড়াটা দেবেন ত কর্ত্তা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে জন্য তোমার চিন্তা নাই; তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব।"

মিঃ ব্লেক কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া টেলিফোঁতে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ইন্‌স্পেক্টর টমাস্‌কে ডাকিলেন; তাহাকে বলিলেন, "দেখ ইনস্পেক্টর, আমি একজন আসামীর একটু সন্ধান পাইয়াছি, আমি তাহার অনুসরণ করিব; কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। তুমি অবিলম্বে প্রস্তুত হইয়া আসিবে। টেলিফোঁতে সে সকল কথা বলা যায় না, আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি।"

মিঃ ব্লেক উপবেশন-কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া সংবাদদাতা যুবকটিকে বলিলেন, "লাল মোটরে 'সাফার' ভিন্ন আর কোন লোক ছিল কি ?"

যুবক বলিল, "না কর্ত্তা ! সে বোধ হয় গুদামফেরত লোকটাকে লইয়া যাইবার জন্যই মোটরখানা আনিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক পাঁচটি গিনি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "তোমার কাযে ভারি খুসী হইয়াছি ; চারি গিনি তোমার বক্‌শিস্, আর এক গিনি ভাঙ্গাইয়া ট্যাক্সির ভাড়া দিও। তুমি এখনই ট্যাক্সি লইয়া সোহোতে ফিরিয়া যাও, হান্‌স্ ষ্ট্রীটে সেই মোটরখানার উপর নজর রাখিবে। আমি একটু পরেই সেখানে যাইব, যাহা যাহা ঘটে, আমাকে বলিবে।"

পাঁচ গিনি এক সঙ্গে পাইয়া সে আনন্দে ও বিস্ময়ে ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "মর্গান এ কায খুব পারিবে ; আপনি কর্ত্তা আমাকে বড়লোক করিয়া দিবেন দেখিতেছি ! আপনার হুকুম তামিল করিতে চলিলাম।"

প্রায় বিশ মিনিট পরে ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে মিঃ ব্লেক তাহাকে বলিলেন, "আমি তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আর এক মিনিটও বিলম্ব করা হইবে না ; চল, গাড়ীতে তোমাকে সকল কথা বলিব।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার মোটরের সাফারকে নামাইয়া দিয়া স্বয়ং মোটর চালাইতে লাগিলেন, ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ তাঁহার পাশে বসিল।

পথ সঙ্ক্ষেপ করিবার জন্য মিঃ ব্লেক কতকগুলি গলির ভিতর দিয়া সবেগে মোটর চালাইতে লাগিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মোটর হান্‌স্ ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইল। পথের মোড়েই মিঃ ব্লেক মর্গানকে দেখিতে পাইলেন।

মর্গান তাড়াতাড়ি মিঃ ব্লেকের মোটরের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আপনি আর একটু আগে আসিলেই লাল মোটর দেখিতে পাইতেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে তাহাদিগকে লইয়া মোটরখানি চলিয়া গিয়াছে। তাহারা ঐ বাড়ী হইতেই বাহির হইয়াছিল।"

মর্গান অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া অদূরবর্ত্তী একখানি অট্টালিকা দেখাইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা—কাহারা ?"

মর্গান বলিল, "গুদামে যে লোকটিকে দেখিয়াছিলাম সে,—তাহার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোকও মোটরে চাপিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মোটরখানা কোন্ দিকে গিয়াছে ?"

মর্গান বলিল,"আমি মোটর খানির পশ্চাতে গ্রীক্‌ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত ছুটিয়াছিলাম, কিন্তু কতক্ষণ দৌড়াইব ? মোটরখানা গ্রীক্‌ষ্ট্রীট হইতে সাফ্‌টস্ বারি এভিনিউএ প্রবেশ করিয়া কোন্ দিকে গেল আর দেখিতে পাইলাম না। একজন লোক আসিতেছিল—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম তাহা হাইড্ পার্কের দিকে গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক মর্গানকে বিদায় দান করিয়া পূর্ণ বেগে হাইড্ পার্কের অভিমুখে মোটর পরিচালিত করিলেন। মোটর বন্-বন্ শব্দে ছুটিতে লাগিল; পথিকগণ সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে মোটর নাইট্‌স্ ব্রীজ পার হইয়া হাইডপার্ক হোটেলের সম্মুখে আসিয়া থামিল। সেখানে যে কন্‌ষ্টেবল পাহারায় ছিল—মিঃ ব্লেক তাহাকে লাল মোটরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কন্‌ষ্টেবল বলিল, "এই একটু আগে তাহা ঝড়ের মত বেগে চলিয়া গেল!"

মিঃ ব্লেক লাল মোটরের অনুসরণে ক্রমে কেন্‌সিংটন হাইষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া শুনিলেন, লাল মোটর হ্যামারস্মিথের দিকে গিয়াছে। হ্যামারস্মিথে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, মিনিটদুই পূর্ব্বে তাহা মেডেল্‌হেড্ অভিমুখে ছুটিয়াছে।

মিঃ ব্লেক এই ভাবে টাউটন্ পর্য্যন্ত ধাবিত হইলেন, কিন্তু লাল মোটরের দেখা পাইলেন না। যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন—সেই বলে, ঐ গেল! কিন্তু কোথায় গেল, তাহার লক্ষ্য স্থল কি, তাহা নির্ণয় করা মিঃ ব্লেকের পক্ষে অসম্ভব হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

স্মিথ জন পিবডির সহিত পিল্‌চারের হোটেল পরিত্যাগ করিবার সময় অনুমান করিতে পারে নাই যে—সে কোথায় যাইতেছে, বা এই যাত্রার শেষ ফল কি? কিন্তু সে যে শীঘ্রই কোনও একটা গুপ্ত রহস্যের সন্ধান পাইবে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না; এইজন্যই সে সোৎসাহে জন পিবডির সহযাত্রী হইয়াছিল।

স্মিথ জন পিবডির সঙ্গে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইল। তাহার পর পিবডি তাহাকে সঙ্গে লইয়া সোহো পল্লীর বিভিন্ন গলির ভিতর ঘুরিতে লাগিল। হিমযামিনীর গাঢ় কুজ্ঝটিকায় তাহাদের দৃষ্টিরোধ হইতে লাগিল। প্রতি পাদক্ষেপে বাধা পাইয়া পিবডি কতকটা বিপন্ন হইয়া উঠিল! স্মিথ নির্ব্বাক ভাবে তাহার সঙ্গে চলিতেছিল; এতক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় যাইতে চান—বলুন ত।"

পিবডি বলিল, "হল্ ষ্ট্রীটে; হল্ ষ্ট্রীটের মোড়ে সেই লোকটি আমার প্রতীক্ষা করিবে কথা আছে।"

স্মিথ বলিল, "এতক্ষণ সে কথা বলিলেই হইত! অনর্থক এই ঠাণ্ডার মধ্যে পথে পথে ঘুরিয়া মরিলাম। চলুন, আমি আপনাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি।—এ অঞ্চলের সকল পথই আমি চিনি।"

পিবডি বলিল, "আমিও চিনি, তবে কি না আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, আর কুয়াসায় যেরকম অন্ধকার হইয়াছে—

স্মিথ বলিল, "তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে না, আপনি আমার হাত ধরুন, আমি আপনাকে ঠিক যায়গায় লইয়া যাইব।"

পিবডি স্মিথের হাত ধরিল। স্মিথ কয়েকটি গলি অতিক্রম করিয়া অল্পায়াসেই হল্ ষ্ট্রীটের মোড়ে উপস্থিত হইল। তাহারা সেখানে দাঁড়াইবার

প্রায় দুই মিনিট পরে আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত একটি লোক জমাট কুজ্ঝাটিকারাশি ভেদ করিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিল। তাহাকে দেখিয়া পিবডি নিম্নস্বরে বলিল, "মিঃ কাউলিং, আপনি আসিয়াছেন ?"

আগন্তুক বলিল, "হাঁ, তোমার এত বিলম্ব হইল কেন ? আর তোমার সঙ্গে ওটি কে ? তোমার ত একা আসিবার কথা ছিল !"

পিবডি বলিল, "আপনি একটু তফাতে চলুন, আমি একা না আসিয়া একটি সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়াছি, কেন—সে কথা আপনাকে বলিতেছি।" অনন্তর সে স্মিথকে বলিল, "তুমি একটু অপেক্ষা কর—আমি উঁহাকে দুই একটি কথা বলিয়া আসি।"

জন পিবডি কাউলিংএর সঙ্গে কুজ্ঝাটিকা রাশির মধ্যে অদৃশ্য হইল ; কিন্তু তাহারা যে অধিক দূরে যায় নাই—স্মিথ তাহা বুঝিতে পারিল, কারণ সে তাহাদের অস্ফুট পরামর্শ শুনিতে পাইল।

অল্পক্ষণ পরে উভয়ে স্মিথের নিকট ফিরিয়া আসিল।

কাউলিং স্মিথকে বলিল, "শুনিলাম তুমি দেশান্তরে গিয়া সাধুভাবে জীবন-যাপনের জন্য উৎসুক হইয়াছ ; একথা কি সত্য ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, মহাশয়।"

কাউলিং বলিল, "যে স্থানে তোমাকে যাইতে আদেশ করা হইবে, সেই স্থানেই যাইবে ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, আমার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে অবশ্যই যাইব।"—সে কি ভাবিয়া একথা বলিল, তাহা কাউলিং বুঝিতে পারিল না।

কাউলিং বলিল, "তবে আমার সঙ্গে চল। পথে দাঁড়াইয়া সকল কথা শেষ হইবে না।"

পিবডি ও স্মিথ কাউলিংএর সহিত কিছু দূর চলিল। একটি গলির ভিতর আসিয়া কাউলিং শিস্ দিতেই একজন লোক কুয়াসার ভিতর হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কাউলিং তাহার সহিত ফিস্-ফিস্ করিয়া কি পরামর্শ

করিল, তাহার পর স্মিথ ও পিবডি উভয়কেই বলিল, "তোমাদের চক্ষু বাঁধিতে হইবে, ইহাতে তোমরা রাজী আছ ?"

উভয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে উভয়ের চক্ষু 'ব্যাণ্ডেজ' দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর কাউলিং ও তাহার সঙ্গী তাহাদিগের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

স্মিথ কোন দিকে কত পা গেল, কত পা গিয়া মোড় ফিরিল, কয়বার মোড় ফিরিল ইত্যাদি বিষয় চোখ-বাঁধা অবস্থায় ঠিক করিয়া চলিতে লাগিল; কিন্তু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হওয়ায় সে অবশেষে কোন স্থানে নীত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

কিছুকাল পরে স্মিথের গতিরোধ হইল; সে সম্মুখে দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিতে পাইল। সে একটি অপ্রশস্ত কক্ষাভ্যন্তরে নীত হইলে তাহার চক্ষুর আবরণ-উন্মোচিত হইল। সে সবিস্ময়ে দেখিল, সেই কক্ষে দশবার জন লোক শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান আছে।—সকলেরই চক্ষুতে আগ্রহের ভাব পরিলক্ষিত হইল।

স্মিথ দেখিল, পিবডি তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া আছে। যে দুই জন লোক তাহাকে ও পিবডিকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল,—সেই কক্ষ-স্থিত উজ্জল বিদ্যুতালোকে তাহাদের চেহারা সে সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাইল।

সেই কক্ষে একখানি টেবিল ছিল। কাউলিং সেই টেবিলের একপ্রান্তে বসিয়া কাগজ কলম লইয়া কি লিখিতে উদ্যত হইল, এবং সমাগত লোকগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোমরা সকলে আমার কথা মন দিয়া শোন। তোমরা সকলেই একটি বিশেষ সঙ্কল্প-সাধনের উদ্দেশ্যে এই স্থানে সমাগত হইয়াছ। তোমরা বিভিন্ন স্থান হইতে এখানে আসিলেও সকলেই ফেরারী আসামী, বে-আইনি কায করিয়া রাজদণ্ডের ভয়ে আমাদের আশ্রয় গ্রহণে উদ্যত হইয়াছ। তোমাদের সকলেরই ইচ্ছা, সুযোগ পাইলে তোমরা ভবিষ্যতে আর কোন অন্যায় কর্ম্ম না করিয়া সাধুভাবে জীবন যাপন করিবে। সেই সুযোগ লাভের আশাতেই তোমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছ, কিন্তু আমাদের কথায় নির্ভর

করিয়াই আমাদের হস্তে তোমাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। নানা কারণে আপাততঃ তোমাদের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। তোমাদিগকে কোন্ দেশে যাইতে হইবে—তাহা এখন তোমরা জানিতে পারিবে না; আপাততঃ এই মাত্র জানিয়া রাখ—তোমাদিগকে বহুদূরে যাইতে হইবে। সেখানে তোমাদের মত আরও অনেক লোক দেখিতে পাইবে। তোমাদের চরিত্র সংশোধনের জন্য সকল রকম সুযোগই তোমরা প্রাপ্ত হইবে। ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্য তোমাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। সেই স্থানের প্রচলিত আইন অনুসারে চলিতে তোমরা বাধ্য হইবে। যদি সেখানকার বিধি-ব্যবস্থা অমান্য কর—তাহা হইলে তোমাদিগকে গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে; তোমাদের সকল সুযোগ নষ্ট হইবে।

"যদি তোমাদের কেহ সেখানে গিয়া অবাধ্যতাচরণ করে—তাহা হইলে তাহাকে তাহার স্বদেশে পুনঃ-প্রেরণ করা হইবে। তখন সেই দেশের পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে, সে স্বকৃত অপরাধের উপযুক্ত ফল ভোগ করিবে। ইহার অধিক কোন কথা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিবার আমার অধিকার নাই। যদি তোমাদের কেহ এই সকল সর্ত্তে সেই দূরদেশে যাইতে সম্মত না হও—তাহা হইলে অনায়াসেই স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে পার; ইহার পর আর ফিরিবার উপায় থাকিবে না।"

কাউলিং নীরব হইল; আগন্তুকগণের মধ্যে কাহার কি বলিবার আছে—তাহা শুনিবার জন্য সে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিল, কিন্তু কেহই কোন কথা বলিল না। তখন কাউলিং সমাগত লোকগুলিকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "এই বার তোমাদিগকে দ্বিতলে যাইতে হইবে। সেখানে আমি প্রত্যেককে পৃথক ভাবে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। তাহার পর তোমরা নীচে নামিয়া আসিবে। আমার সময় অত্যন্ত মূল্যবান, তাড়াতাড়ি সকল কায শেষ করিতে হইবে।"

সেই কক্ষস্থ সকল লোক সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিল। স্মিথ দ্বিতলের একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া ছয়জন লোক দেখিতে পাইল। তাহারা সকলেই বৈদেশিক।

স্মিথ সেই কক্ষস্থ একটি বাতায়ন-সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের পরামর্শ শুনিতে লাগিল।

তাহাদের দুইজন ফরাসী ভাষায় আলাপ করিতেছিল, আর একজন ইটালিয় ভাষায় অস্ফুটস্বরে কি বলিতেছিল। অবশিষ্ট তিনজন রুসিয় ভাষায় নিম্নস্বরে পরামর্শ করিতেছিল। স্মিথ তাহাদের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিল—উহাদের একজনের নাম পস্‌কফ্, লোকটা প্রকাণ্ড জোয়ান; তাহার মুখে কাল চাপ-দাড়ি। ইটালিয়ানটার নাম লারোসি। আরও দুই জনের নাম শুনিয়া সে বুঝিল—তাহারা ফেরারী আসামী; কারণ স্মিথ মিঃ ব্লেকের নিকট পূর্ব্বেই তাহাদের নাম শুনিয়াছিল। যে সকল গুপ্তরহস্য ভেদের জন্য মিঃ ব্লেক ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহার সন্ধান পাইয়া আনন্দে ও উৎসাহে স্মিথের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল, গুপ্তচর বলিয়া তাহাকে সন্দেহ করিলে তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু এখনও তাহার অনেক কথা জানিতে বাকি; এই বিচিত্র অভিনয়ের শেষ কোথায় তাহা জানিবার জন্য সে স্পন্দিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল! যাহারা দেশের আইন ভঙ্গ করিয়া রাজদণ্ড ভোগের ভয়ে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিতেছে, তাহারা নূতন দেশে গিয়া নূতন আইনের বশ্যতা স্বীকার করিবে?—ইহা কি সম্ভব? সে দেশের আইন-ই বা কিরূপ?—এই সকল কথা জানিবার জন্য স্মিথের মনে অত্যন্ত কৌতূহলের সঞ্চার হইল। কিন্তু এ সকল কথা জানিবার উপায় কি?

স্মিথ দ্বিতলের যে কক্ষে আনীত হইয়াছিল, সেই কক্ষে সে পিবডিকে দেখিতে পাইল না। সে-ভিন্ন সেই কক্ষে অন্য কোন ইংরাজ না থাকায়—কাহারও সহিত তাহার আলাপ করিবার সুবিধা হইল না। তাহার সঙ্গীদের একে একে ডাক পড়িতে লাগিল, তাহারাও একে একে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল; অবশেষে সে সেই কক্ষে একাকী রহিল। এই সুযোগে সে পকেট হইতে একখানি লেফাপা বাহির করিয়া পেন্সিল দিয়া তাহার উপর কতকগুলি সাঙ্কেতিক অক্ষর লিখিয়া ফেলিল, এবং তাহার এক পাশে লিখিল—'যে কোন লোক ইহা কুড়াইয়া লইয়া গিয়া মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিতে

পারিবে—মিঃ ব্লেক তাহাকে আধ গিনি পুরস্কার দিবেন।'—লেফাপাখানি সে তাড়াতাড়ি জানালার ভিতর দিয়া নীচে ফেলিয়া দিল।

মিঃ ব্লেক মর্গানের নিকট এই লেফাপাখানি পাইয়াই তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন।

স্মিথ লেফাপাখানি জানালা দিয়া নীচে ফেলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—এমন সময় কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। সে তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য একটি কক্ষে কাউলিংএর সম্মুখে উপস্থিত হইল। কাউলিং তাহাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিল, তাহার সঙ্কল্প স্থির আছে, তখন তাহাকে একখানি ফরম দিয়া তাহা পুরণ করিতে বলিল। এই কার্য্য শেষ হইলে সে অন্যান্য লোকের পাশে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল।

ফেরারী আসামীরা সকলেই ফরম পূর্ণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইলে কাউলিং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমাদের কার্য্যের প্রাথমিক অনুষ্ঠান শেষ হইয়াছে। এইবার আমাদের যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইবে। তোমরা এই বাড়ী হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গলির মোড়ে গিয়া দেখিবে সেখানে চারিখানি মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে; তোমরা তাড়াতাড়ি তাহাতে উঠিয়া বসিবে। তাহারা তোমাদিগকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবে। আপাততঃ বিদায়, বন্ধুগণ!"

কাউলিংএর কথা শুনিয়া সকলে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল; কাউলিংএর যে সঙ্গী পিবডি ও স্মিথের সহিত এই আড্ডায় আসিয়াছিল, সে তাহাদের সঙ্গেই চলিল। অবশেষে কাউলিং কাগজপত্রপূর্ণ একটি ব্যাগ লইয়া সকলের অনুসরণ করিল।

স্মিথ ও অন্যান্য সকলে গলির মোড়ে উপস্থিত হইয়া দেখিল, চারিখানি বৃহৎ মোটর গাড়ী সেই স্থানে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আসামীরা নিঃশব্দে সেই সকল গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। স্মিথ দুইখানি গাড়ী অতিক্রম করিয়া তৃতীয় গাড়ীতে আরোহণ করিল। সে সেই গাড়ী দুইখানির পাশ দিয়া যাইবার সময় একখানি গাড়ীর ভিতর অবগুণ্ঠনাবৃতা একটি

পাইল। একে গাঢ় কুজ্ঝাটিকা, তাহার উপর রমণীর মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত; সুতরাং রমণীর আকার-প্রকার সম্বন্ধে সে কোন ধারণা করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে মোটর চারিখানি কুজ্ঝাটিকারাশি ভেদ করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। স্মিথ গাড়ীতে উঠিয়া তাহার সহযাত্রীগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে তাহার অদূরে পিবডিকে উপবিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। যে কারণেই হউক এই অনুতপ্ত মার্কিণ তস্করের প্রতি তাহার হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে ভাবিল, যদি তাহাদিগকে দীর্ঘকাল মোটরে থাকিতে হয় তাহা হইলে কথাবার্ত্তায় কালক্ষেপ করিতে সে অন্ততঃ একজনও পরিচিত সঙ্গী পাইবে।

রাত্রি ক্রমেই অধিক হইতে লাগিল, কিন্তু মোটরগুলির থামিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। স্মিথ বুঝিতে পারিল—তাহাদিগকে বহুদূরে যাইতে হইবে। মোটরগুলি নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অন্ধকারপূর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়া বায়ু-বেগে ছুটিতে লাগিল। মোটরের 'হুড্' পূর্ব্বেই নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; স্মিথ দুই পাশে দৃষ্টিপাত করিয়া কোন দিকে যাইতেছে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু গাঢ় কুজ্ঝাটিকা ভেদ করিয়া সে কিছুই দেখিতে পাইল না। এই ভাবে তাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া চলিতে লাগিল। স্মিথ বুঝিতে পারিল, তাহারা পশ্চিম দিকে চলিয়াছে। তাহার ধারণা হইল, তাহারা সমারসেট জেলায় আসিয়া পড়িয়াছে। স্মিথ পিবডির সহিত গল্প আরম্ভ করিয়াছিল—কিন্তু গল্প তেমন জমিল না। ঘণ্টা দুই পরে পিবডি ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে মোটরের আরোহীগণ সকলেই নিদ্রিত হইল। স্মিথের চক্ষু ও নিদ্রা-ভারে প্রপীড়িত হইয়া উঠিল। সে জাগিয়া থাকিবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নিদ্রাদেবী তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার চেতনা হরণ করিলেন।

এক স্থানে আসিয়া গাড়ী থামিলে চট্ করিয়া স্মিথের নিদ্রাভঙ্গ হইল; সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল পূর্ব্বাকাশ উষালোকে লোহিত আভা ধারণ করিয়াছে। স্মিথ বুঝিতে পারিল, লণ্ডন হইতে তাহারা বহুদূরে আসিয়াছে। অদূরবর্ত্তী সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল! সমুদ্রবক্ষঃ-প্রবাহিত অবাধ সমীরণ-

হিল্লোল তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহার শ্রান্তি ক্লান্তি অনেকটা প্রসমিত করিল। সে কৌতূহলপ্রদীপ্ত নেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এমন সময় একজন লোক তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া গাড়ী হইতে নীচে নামাইল। স্মিথ চারি দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "এ যে কর্ণওয়াল জেলার বুদে আসিয়াছি!. ওঃ—একরাত্রে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি ত!"

মোটরের আরোহীগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সমুদ্রতটে উপস্থিত হইল। স্মিথ সেই অস্ফুট উষালোকে পিবডিকে তাহার অদূরে দণ্ডায়মান দেখিল। কয়েক মিনিট পরে দুইখানি সুদীর্ঘ বোট সমুদ্র-তরঙ্গের উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে তটের দিকে আসিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নৌকা দুইখানি তীরে উপস্থিত হইল; তখন মোটরের আরোহীগণ একে একে উভয় নৌকায় আরোহণ করিল।

নৌকার মাঝিদের পরিচ্ছদ জাহাজের খালাসীদের পরিচ্ছদের অনুরূপ। স্মিথ তাহাদের পরিচ্ছদ দেখিয়া যেরূপ বিস্মিত হইল—জীবনে কখন সে ততদূর বিস্মিত হয় নাই। কারণ সে দেখিল, প্রত্যেক নাবিকের টুপিতে ফ্লোর-ডি-লিজ্ নামক জাহাজের নাম অঙ্কিত আছে!

ফ্লোর-ডি লিজ স্মিথের সুপরিচিত।—এই জাহাজে সে বহুবার আসিয়াছে। সে জানিত ফ্লোর-ডি লিজ্ আমেলিয়ার নিজস্ব জাহাজ। তবে কি এ সকলই আমেলিয়ার খেলা? তাহার চক্ষুর উপর হইতে যেন একখানি পর্দ্দা অপসারিত হইল! গাঢ় রহস্যান্ধকার ভেদ করিয়া সে উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইল।—সে স্তম্ভিত হৃদয়ে বোটের উপর বসিয়া রহিল।

দীর্ঘকালের পরিচয়ে মিঃ ব্লেকের সহিত আমেলিয়ার যথেষ্ট বন্ধুত্ব হইয়াছিল। আমেলিয়ার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া স্মিথও তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত; এমন কি, আমেলিয়া বিভিন্ন সময়ে নানা বিপদ হইতে স্মিথকে উদ্ধার করিয়াছে, নতুবা বিপন্ন স্মিথের প্রাণরক্ষা কঠিন হইত। অবশেষে কি সে অজ্ঞাতসারে আমেলিয়ার ষড়যন্ত্রজালে জড়িত হইয়াছে? ইহা যে তাহার কল্পনারও অতীত! এই বোটে তাহারা কি ফ্লোর-ডি-লিজের আরোহী হইতে যাইতেছে?

আমেলিয়ার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে সে তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে ? সে ছদ্মবেশে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছে—ইহা বুঝিতে আমেলিয়ার বিলম্ব হইবে না। সে কি তাহার এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবে ?

এই সকল চিন্তায় স্মিথের মন প্রপীড়িত হইতে লাগিল ; কিন্তু এখন ইচ্ছা করিলেও ত হঠাৎ ফিরিবার উপায় নাই।

নৌকার মাঝিরা দাঁড় বাহিয়া নৌকা দুইখানি গভীর সমুদ্রে লইয়া চলিল। তখন চারিদিক বেশ পরিষ্কার হইয়াছিল ; নবোদিত অরুণের লোহিত কিরণ সমুদ্র-জলে যেন সিঁদুর ঢালিয়া খেলা করিতেছিল। সমগ্র প্রকৃতি স্থির, শান্ত ; সমুদ্রের অশ্রান্ত গম্ভীর কল্লোল ভিন্ন কোন দিকে অন্য কোন শব্দ নাই।

ক্রমে সমুদ্রের তটরেখা হইতে তাহারা বহুদূরে উপনীত হইল ; এবং সমুদ্রতট মসিলেখার ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল ;—চতুর্দ্দিকে লবণাম্বুরাশি ! অকূল সমুদ্রে তরি ভাসিয়া চলিল। অবশেষে বহুদূরে ধূমরাশি পরিলক্ষিত হইল ; ইহা যে কোন ষ্টীমারের চিম্‌নি-বিনিস্থত ধূম—তদ্বিষয়ে স্মিথের সন্দেহমাত্র রহিল না। আরও দশ মিনিট পরে স্মিথ সমুদ্র-বক্ষে একখানি শুভ্র জাহাজ দেখিতে পাইল। —যেন একটি শুভ্রকায় রাজহংস সমুদ্রের নীল জলে ভাসিতেছে।

জাহাজের লোকেরা নিশ্চয়ই বোট দুইখানি দেখিতে পাইয়াছিল ; কারণ স্মিথ বুঝিতে পারিল—জাহাজখানি ধীরে ধীরে তাহাদেরই দিকে অগ্রসর হইতেছে। কয়েক মিনিট পরে জাহাজ বোটের সন্নিহিত হইলে স্মিথ জাহাজের উপর ফ্লোর-ডি-লিজের কাপ্তেন ভঘানকে দণ্ডায়মান দেখিল। ফ্লোর-ডি-লিজের মেট্ হেন্‌ড্রিক্ জাহাজের রেলিংএ ভর দিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বোট দুইখানির দিকে চাহিতেছিল।

স্মিথ অতি সাবধানতার সহিত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল। সে যখন জিপের সঙ্গে পিবডির ঘরে চুরি করিতে গিয়াছিল—তৎপূর্ব্বে সে জিপের সাহায্যে এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল যে, মিঃ ব্লেকও তাহাকে সে বেশে চিনিতে পারিতেন কি না সন্দেহ ! সুতরাং তাহার হঠাৎ ধরা পড়িবার আশঙ্কা ছিল না।

অল্পক্ষণ পরে জাহাজ হইতে বোটের উপর সিঁড়ি নামাইয়া দেওয়া হইল ;

কিন্তু বোটের কোন আরোহী সেই সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই জাহাজ হইতে রজ্জুবদ্ধ একখানি দোলা বোটের একপাশে নামিয়া আসিল। স্মিথ দেখিল একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী বোট হইতে সেই দোলায় আরোহণ করিল; স্মিথ সবিস্ময়ে দেখিল, রমণীর ক্রোড়ে একটি শিশু!—স্মিথের মনে পড়িল এক-খানি মোটরে সে এই রমণীকেই দেখিয়াছিল, এবং শিশুর ক্রন্দনধ্বনিও দুই একবার কর্ণগোচর হইয়াছিল। স্মিথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এই যুবতীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। সে মনে মনে বলিল, "এ যুবতীও কি ফেরারী আসামী? না, আমার ত তাহা বোধ হয় না; বোধ হয় এই রমণী আমেলিয়ার কোন সখী। কিন্তু আমেলিয়া কোথায়! বোধ হয় সে জাহাজেই আছে।—জাহাজখানা আমা-দের লইয়া কোথায় যাইবে কে জানে?"

যুবতী তাহার শিশুসহ জাহাজের ডেকে উপনীত হইলে বোটের আরোহী-গণকে সিঁড়ি দিয়া জাহাজে উঠিবার আদেশ প্রদান করা হইল। তখন আরো-হীরা একে একে সিঁড়ি দিয়া জাহাজে আরোহণ করিতে লাগিল।

স্মিথ পিবডির ঠিক পশ্চাতেই ছিল। আরোহীগণ জাহাজে আরোহণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইলে মেট হেন্‌ড্রিক তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়-মান হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এখান হইতে তোমাদের সকলকে নীচে যাইতে হইবে। সেখানে তোমাদের বাসের কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু আহারের সময় তোমাদিগকে সেলুনে আসিয়া আহার করিতে হইবে। আজ সন্ধ্যাকালে একটি মজলিসে তোমাদের সকলকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। সেই সময় তোমরা অন্যান্য কর্ত্তব্য বিষয় জানিতে পারিবে।"

যে সকল লোক ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, কাউলিং তাহাদিগকে তাহাদের স্ব-স্ব দেশীয় ভাষায় হেন্‌ড্রিকের কথার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিল। অনন্তর সকলে হেন্‌ড্রিকের আদেশে নীচে চলিল।

নীচে একটি সুপ্রশস্ত সেলুন। জাহাজের আরোহীরা সেই সেলুনে প্রবেশ করিয়া দেখিল প্রকাণ্ড টেবিলে প্রাতর্ভোজনের উপযোগী ভোজ্য দ্রব্যাদি সজ্জিত আছে।—আগন্তুকগণ সকলেই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল; টেবিলে প্রচুর পরিমাণে উৎ-

কৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় সংরক্ষিত দেখিয়া তাহাদের ক্ষুধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সকলে ব্যগ্রভাবে পানাহারে প্রবৃত্ত হইল। স্মিথেরও উভয় হস্ত সমান বেগে চলিতে লাগিল। তখন কাহারও কথা কহিবার অবসর ছিল না; বোধ হয় সে প্রবৃত্তিও ছিল না।

স্মিথ ও তাহার সঙ্গীগণের আহার শেষ হইলে একজন নাবিক তাহাদিগকে জাহাজের কামরায় বিশ্রামের জন্য লইয়া গেল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এক একটি ছোট কামরা। স্মিথ বুঝিতে পারিল, জাহাজের এই কামরাগুলি এই উদ্দেশ্যেই নির্ম্মিত, এবং ক্ষুদ্র হইলেও কামরাগুলি সুসজ্জিত ও যথেষ্ট আরামদায়ক।

স্মিথ দ্বার রুদ্ধ করিয়া 'পোর্ট হোলে'র ভিতর দিয়া আট্‌লান্টিক মহাসাগরের সুনীল বারিরাশির দিকে চাহিয়া রহিল। অতঃপর সে কি করিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। স্বেচ্ছায় সে যে ফাঁদে পা দিয়াছে—তাহা হইতে উদ্ধার লাভের উপায় কি?

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। দীর্ঘকাল পরে মাথার উপর ডেকে হুপ্‌দাপ্‌ শব্দ শুনিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে শয্যা ত্যাগ করিয়া পোর্ট হোলের নিকট দণ্ডায়মান হইল; বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, একখানি সুদৃশ্য শুভ্র বজ্‌রা আট্‌লান্টিকের তরঙ্গরাশির উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে জাহাজের নিকট অগ্রসর হইতেছে। বজ্‌রার সম্মুখে একটি যুবতী উপবিষ্টা! বজ্‌রা জাহাজের নিকট আসিলে স্মিথ সেই যুবতীকে চিনিতে পারিল।—সে আমেলিয়া।

অল্পক্ষণ পরে বজ্‌রাখানি ঘুরিয়া জাহাজের সম্মুখে গেল। সুতরাং স্মিথ পোর্ট হোলের ভিতর দিয়া আর তাহা দেখিতে পাইল না; কিন্তু সে ডেকের উপর কলরব শুনিয়া বুঝিল, নাবিকেরা আমেলিয়াকে বজ্‌রা হইতে জাহাজে তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার পর জাহাজের আরোহীদিগকে ডেকের উপর লইয়া যাওয়া হইল। অতঃপর কি ঘটে তাহা দেখিবার জন্য স্মিথ স্পন্দিত বক্ষে প্রতীক্ষা করিতে

লাগিল। জাহাজের মেট্ হেনড্রিক তাহাদের সকলকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিল।

দুই তিন মিনিট পরে আমেলিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আমেলিয়া ক্রমে স্মিথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। স্মিথের বুকের ভিতর দুরু-দুরু করিয়া উঠিল! সে দৃষ্টি ফিরাইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিতে পারিল—আমেলিয়া অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনোভাব পরীক্ষার চেষ্টা করিতেছে!

আমেলিয়া তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া তাহার পার্শ্বস্থ লোকটির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে স্মিথ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল; এতক্ষণ তাহার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল!

সকলকে পরীক্ষা করা শেষ হইলে আমেলিয়া কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আগন্তুক-গণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে তোমা-দিগকে দুই একটি কথা বলিতে চাই।—তোমরা নানাদেশ হইতে অদ্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছ। তোমরা সকলেই ফেরারী আসামী। দেশে থাকিলে এত-দিন তোমরা পুলিশের হাতে পড়িতে; তোমাদিগকে কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইত; কিন্তু তোমরা ভবিষ্যতে সাধুভাবে জীবন যাপন করিবে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ায়, আমরা তোমাদিগকে নবজীবন লাভের সুযোগ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি। কিন্তু যদি তোমরা মনে করিয়া থাক—যে দেশে তোমরা যাইতেছ—সেই দেশে গিয়া বিলাসে, ব্যসনে ও দিবাস্বপ্নে দিন যাপন করিবে, আহারামোদ ভিন্ন সেখানে তোমাদের অন্য কোন কায নাই, তাহা হইলে বলিতে বাধ্য হইতেছি—ইহা তোমাদের ভ্রম মাত্র। সেখানে গিয়া তোমাদের সকলকেই উদরান্নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে; কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। যাহার যাহাতে অভিরুচি—সে সেই কার্য্যেই শক্তি নিয়োজিত করিবে। কামার কামারের

কায করিবে, তাঁতি তাঁতের কায করিবে, ছুতোর কাঠের কায করিবে, কৃষক কৃষিকর্ম্ম লইয়া থাকিবে। দীর্ঘকালের পরিশ্রমের পর তোমরা বিশ্রামলাভ করিবে। তোমাদের জন্য নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা আছে।

"কঠোর পরিশ্রম করিতে হইলেও কাহাকেও দৈনিক ছয় ঘণ্টার অধিক খাটিতে হইবে না। সকলেই যথাযোগ্য পারিশ্রমিক পাইবে, এতদ্ভিন্ন তাহাদের শ্রমলব্ধ কৃষি-শিল্পে যে লাভ হইবে—তাহারও লভ্যাংশ তাহাদিগকে প্রদত্ত হইবে; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি সেই দেশের প্রচলিত আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য হইবে। যদি কেহ কোনরূপ বে-আইনি কায করে, বা বিধিব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করে—তাহা হইলে তাহাকে অতি কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে; সেই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে কোন আপীল নাই। যাহাদের স্ত্রী আছে,এক বৎসর কায করিয়া তাহারা স্বদেশ হইতে তাহাদের স্ত্রী লইয়া আসিতে পারিবে;—যাহারা এখনও অবিবাহিত, তাহারা দেশে ফিরিয়া তাহাদের প্রিয়তমাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বিবাহ করিতে পারিবে।

"তোমরা সকলেই বিভিন্ন দেশের ফেরারী আসামী। তোমাদের আশ্রয় দান করা পৃথিবীর সকল দেশেরই প্রচলিত আইনানুসারে গর্হিত কার্য্য; কিন্তু তাহা জানিয়াও আমরা তোমাদের আশ্রয় দানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহাতে যদি তোমাদের চরিত্র সংশোধিত হয়—তাহা হইলে তাহাই আমাদের দায়িত্বের যোগ্য পুরস্কার মনে করিব। কাহারও অসন্তোষের ভয়ে আমরা এই দায়িত্ব-ভার ত্যাগ করিব না।

"তোমরা যে সকল পাপ করিয়াছ, তাহার প্রায়শ্চিত্তের উপযুক্ত সুযোগ সকলেই প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্য মাত্রেই ভ্রম-প্রমাদের অধীন; একবার বা দুইবার তোমাদের পদস্খলন হইয়া থাকিবে—সেজন্য তোমরা চিরজীবন পাপ-পঙ্কে লুণ্ঠিত হইবে, সমাজের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হইয়া চিরকাল অবজ্ঞাত দুর্ব্বহ জীবন বহন করিবে—ইহা করুণাময় বিধাতার বিধান হইতে পারে না। আমি পরমেশ্বরের কল্যাণময় ইচ্ছার সমর্থনের জন্য তোমাদের ভার গ্রহণ করিলাম। তোমরা নির্ম্মল হৃদয়ে নব জীবনের পথে অগ্রসর হও। স্মরণ রাখিও—তোমরা

অতীত জীবনের সকল পাপ, তাপ, কলঙ্ক, অপরাধ অসম্পূর্ণতা পশ্চাতে রাখিয়া নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছ; সুতরাং যদি সম্ভব হয়—তবে অতীত স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেল।

"তোমরা যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে ক্রমে আমাদের উপনিবেশের মন্ত্রণা-সভাতেও স্থান পাইবে; কিন্তু স্বদেশের সহিত তোমাদের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। দেশান্তরে কাহারও সহিত পত্র-ব্যবহার চলিবে না; মনে করিবে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া সৌরমণ্ডলের অন্য কোন গ্রহ-উপগ্রহে বাস করিতে যাইতেছ,—মৃত্যুর পর তোমরা নব জন্ম লাভ করিয়াছ। এই নব জীবনের সহিত তোমাদের কলঙ্কলাঞ্ছিত, পাপপঙ্কে বিলুণ্ঠিত, অতীত জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই।—এখনও যদি তোমরা স্বদেশ-প্রত্যাগমনের অভিলাষী হও, তাহা হইলে অনায়াসে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পার। আমরা কাহাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেখানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু সেখানে পদার্পণের পর কাহারও স্বদেশ প্রত্যাগমনের অধিকার থাকিবে না। কেবল আইন লঙ্ঘন করিলেই দণ্ডস্বরূপ সেখান হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে।"

সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে ইয়োরোপের নানা দেশের লোক ছিল, সকলে ইংরাজী ভাষা বুঝিতে পারিল না; এজন্য আমেলিয়া ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের লোকদিগকে তাহাদের নিজ নিজ দেশের ভাষায় এই কথাগুলি বুঝাইয়া দিল।—আমেলিয়ার ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সকলেই স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

আমেলিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "যাহারা এই নূতন উপনিবেশে উপস্থিত হইয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে,—তাহারা যেখানে আছে সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু যাহারা অজ্ঞাত প্রবাসের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জীবন অপেক্ষা স্বদেশের সুনিশ্চিত কারাগার প্রার্থনীয় মনে করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য উৎসুক হইয়াছে—তাহাদিগকে দুইপদ মাত্র পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে।"

কিন্তু উপস্থিত জনগণের মধ্যে কেহই পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইল না।

স্মিথের মনে হইতেছিল্ স্বদেশে প্রত্যাগমনের এই সুযোগ সে নষ্ট করিবে না দুইপদ সরিয়া দাঁড়াইবে ; ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবসর !—কিন্তু সে তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না । তাহার পা উঠিল না।

কেহই সরিয়া দাঁড়াইল না দেখিয়া আমেলিয়ার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হাস্যে অনুরঞ্জিত হইল। সে একটু দূরে গিয়া কয়েক মিনিট হেন্‌ড্রিকের সঙ্গে কি পরামর্শ করিল ; তাহার পর ধীরে ধীরে অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। হেন্‌ড্রিক জাহাজের আরোহীগণকে স্ব-স্ব কেবিনে প্রত্যাগমনের আদেশ দান করিল।

স্মিথ তাহার কেবিনে প্রবেশ করিয়া গভীর চিন্তায় অভিভূত হইল। মিঃ ব্লেককে এই সকল সংবাদ জ্ঞাপনের জন্য সে অধীর হইয়া উঠিল; কিন্তু কিরূপে এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। এখনও সময় আছে,—কিন্তু ফ্লোর-ডি-লিজ্ অকূল সমুদ্রে অগ্রসর হইলে সে সহস্র চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।

স্মিথ চিন্তার তাড়নায় অধীর হইয়া ধীরে ধীরে কেবিনের বাহিরে আসিল ; সে কোন্ দিকে যাইবে—কি করিবে, সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতেছে—এমন সময় একজন লোক হঠাৎ তাহার পশ্চাতে আসিয়া তাহার স্কন্ধে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক বলিল, "আমার সঙ্গে তোমার যাইবার আদেশ হইয়াছে, চল।"

স্মিথ মুখ ফিরাইয়া দেখিল, বক্তা স্বয়ং হেন্‌ড্রিক ! তাহার পশ্চাতে জাহাজের দুই জন দীর্ঘদেহ বিশালবপু খালাসী।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ফ্লোরিডিলিজ্ জাহাজের মেট্ হেন্‌ড্রিকের কথাগুলি যেন কেমন বাঁকা-বাঁকা! তাহার আহ্বানে স্মিথের বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়িল; এত লোক থাকিতে তাহাকেই ডাক পড়িল কেন? আমেলিয়া কি তাহাকে সন্দেহ করিয়াছে? তাহাকে লইয়া গিয়া কি কথা জিজ্ঞাসা করিবে?—ইত্যাদি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সে ভীতভাবে হেন্‌ড্রিকের সহিত চলিল। পলায়নের সুযোগ পাইলে সে সেই মুহূর্ত্তে পলায়ন করিত; কিন্তু এখন পলায়নের চেষ্টা অনর্থক।

হেন্‌ড্রিক স্মিথের হাত ধরিয়া তাহাকে জাহাজের প্রধান সেলুনে লইয়া চলিল। সে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, যমদূতাকৃতি খালাসীদ্বয় তাহার অনুসরণ করিতেছে। —পলায়নের সকল পথ রুদ্ধ!

জাহাজের প্রধান সেলুনে যাইতে হইলে আর একটি সেলুন অতিক্রম করিতে হয়;—এই সেলুনের নাম 'উদ্যান সেলুন।' টবের উপর নানা জাতীয় ফুল ও পাতাবাহারের গাছে এই সেলুন সুসজ্জিত। কত বিভিন্ন জাতীয় কচুর গাছ, কত রকম ক্রোটন, গাঁদা ও দোপাটী-জাতীয় ফুলের গাছ; বিলাতী ঝাউ ও তালজাতীয় গাছ-ই বা কত!—স্মিথ উদ্যান সেলুনের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়াই দেখিতে পাইল প্রধান সেলুনের দ্বার-সন্নিকটে আমেলিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া আছে!

হেন্‌ড্রিক স্মিথকে আমেলিয়ার সম্মুখে লইয়া গেল, তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "কর্ত্রী, আপনি যাহাকে আনিতে আদেশ করিয়াছেন—তাহাকে লইয়া আসিয়াছি।"

প্রধান সেলুন স্নিগ্ধ বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত, উদ্যান সেলুনের নানা জাতীয় ফুলের গন্ধে সেই কক্ষের সুশীতল বায়ুস্তর ভারাক্রান্ত, মধ্যে এই অপরূপ সুন্দরী যুবতী, চারিদিকে বিলাসের সহস্র উপাদান সজ্জিত।—স্মিথের মনে হইল সে অপ্সরবাঞ্ছিত কোন অমরায় উপস্থিত হইয়াছে!

আমেলিয়া চেয়ারে বসিয়া কি একখানি কাগজ পড়িতেছিল। সে মুখ তুলিয়া হেন্‌ড্রিককে বলিল, "উত্তম, উহাকে এখানে রাখিয়া যাও। আমি ডাকিলে আসিও।"

দ্বারের সম্মুখে একখানি সুদৃশ্য পর্দ্দা একপাশে গুটানো ছিল, হেন্‌ড্রিক তাহা প্রসারিত করিয়া প্রস্থান করিল।

হেন্‌ড্রিক প্রস্থান করিলে আমেলিয়া মুখ তুলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্মিথের মুখের দিকে চাহিল। স্মিথ তাহার চক্ষুতে ক্রোধ বা বিরক্তির কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না, বরং তাহাতে কৌতূহলের আভাস লক্ষিত হইল!

আমেলিয়া স্মিথকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "মাষ্টার স্মিথ! তোমার কি বলিবার আছে বল, শুনি।"

স্মিথ কোন কথা না বলিয়া অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিল। সে বুঝিল, তাহাকে ধরা পড়িতে হইয়াছে; সে যতই নিপুণ ভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করুক, আমেলিয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে প্রতারিত করিতে পারে নাই। নিজের উপর তাহার অত্যন্ত অশ্রদ্ধা হইল। ধরা পড়িয়া সে এখন কি কৈফিয়ৎ দিয়ে তাহা স্থির করিতে পারিল না।

আমেলিয়া স্মিথকে নির্ব্বাক দেখিয়া পুনর্ব্বার মৃদুস্বরে বলিল, "কেন স্মিথ! আমার কথার জবাব দিতেছ না কেন? কথায় ত তুমি কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার কর না; তোমার মুখে খৈ ফোটে! আজ বোবার মত দাঁড়াইয়া রইলে কেন?"

স্মিথ একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া মাথা তুলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি ধরা পড়িয়া গিয়াছি! এখন আর আপনাকে কি বলিব? কি-ই বা আমার বলিবার আছে? আমার ধারণা ছিল—আমার ছদ্মবেশ নিখুঁত, কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না। আমার গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছে।"

আমেলিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "সে কথা আমি শুনিতে চাহি নাই; আমার যাহা জিজ্ঞাস্য—তাহারই উত্তর দাও। আমার প্রশ্ন এই যে, তুমি ছদ্মবেশে এখানে কেন আসিয়াছ? কি উদ্দেশ্যে তুমি ফ্লোর-

ডি-লিজে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছ? ডেকের উপর তোমরা যখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলে—সেই সময় তোমাকে দেখিবামাত্র আমি চিনিতে পারিয়াছিলাম। তুমি সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া আমার দৃষ্টি এড়াইবার মতলব করিয়াছিলে! কিন্তু আমি ভিন্ন জাহাজের অন্য কেহ তোমাকে চিনিতে পারে নাই, এমন কি, হেন্‌ড্রিক পর্য্যন্ত তোমাকে সন্দেহ করিতে পারে নাই! সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে—তোমার ছদ্মবেশ নিখুঁত-ই হইয়াছিল। তবে আমার চক্ষুকে প্রতারিত করা—তুমি ত দূরের কথা—তোমার মনিবের পক্ষেও কঠিন। তুমি চোরের দলে মিশিয়া নানা কৌশলে আমার কর্ম্মচারীদের প্রতারিত করিয়া ফেরারী আসামীদের সঙ্গে এখানে উপস্থিত হইয়াছ; এজন্য তোমাকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে, কিন্তু তোমার এই গোয়েন্দাগিরি নিষ্ফল। এখানে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়া কোন লাভ নাই, ইহা কি এখনও বুঝিতে পার নাই?"

স্মিথ মাথা তুলিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "হাঁ, বুঝিয়াছি; কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

আমেলিয়া বলিল, "তুমি আমাকে উল্টা জেরা করিতে চাও? ভাল, আমি তোমাকে আমার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতেছি; কিন্তু তাহা বুঝাইতে হইলে আমাকে পূর্ব্ব-কথার আলোচনা করিতে হইবে। সে খুব বেশী দিনের কথা নয়, সুতরাং তাহা বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে। ডিলনের আকস্মিক মৃত্যুর পরে যে সকল কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা কি এত শীঘ্র ভুলিয়া গিয়াছ? আমার ভ্রাতা রবার্টকে ডিলনের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক তোমাকে সঙ্গে লইয়া নিউইয়র্কে আমার অনুসরণ করেন, এবং রবার্টকে এই জাহাজের উপর গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হন। কিন্তু নিরপরাধ বুঝিয়া মিঃ ব্লেক তাহাকে গ্রেপ্তার না করিয়া চলিয়া যান। তাহার অল্পকাল পরে আমি রবার্টকে লইয়া এই জাহাজেই আমেরিকা ত্যাগ করি। পরে জানিতে পারি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সমগ্র পুলিশ ফৌজ রবার্টকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু আমি তাহাকে যেখানে

আশ্রয় দান করিয়াছি, সেখান হইতে তাহাকে গ্রেপ্তার করা দূরের কথা—খুঁজিয়া বাহির করাও পুলিশের অসাধ্য। তাহার পর আমি কি উদ্দেশ্যে ফেরারী আসামীদের আশ্রয় দান করিতেছি ও তাহাদিগকে সযত্নে প্রতিপালিত করিতেছি তাহা এই জাহাজের ডেকের উপর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি, তুমি তাহা শুনিয়াছ। আমি এইরূপ লোক লইয়া যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি, তাহা ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। আমার এই উপনিবেশ কোথায় অবস্থিত—তাহা তোমরা চিরজীবন ধরিয়া চেষ্টা করিলেও জানিতে পারিবে না। আমরা সতর্ক থাকিলে তাহার সন্ধান পাওয়া বাহিরের কোন লোকের পক্ষেই সম্ভব নহে। ফেরারী আসামীগণকে আমি সেই স্থানে লইয়া গিয়া নানা কার্য্যে নিযুক্ত করিব; তাহারা সাধুভাবে কালযাপন করিবে, এবং তাহাদের চেষ্টাযত্নে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উপনিবেশ ক্রমে একটি আদর্শ রাজ্যে পরিণত হইবে।

"আমি জানি তুমি ও তোমার মনিব মিঃ ব্লেক লণ্ডনে আমার অনুষ্ঠিত কোন কোন কার্য্যে উদ্ভ্রান্ত হইয়া, প্রকৃত ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া রহস্যভেদের জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলে! মিঃ ব্লেক পুলিশের সহিত নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা ও ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। সে সকল সংবাদ আমার অগোচর নহে, কিন্তু সেজন্য আমি বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত হই নাই; আমার সকল কার্য্যেই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। তুমি অত্যন্ত ধূর্ত্ত, তাই আমার সতর্কতা সত্তেও তুমি আমার কর্ম্মচারীদের চোখে ধূলা দিয়া অনুতপ্ত চোর সাজিয়া ফেরারী আসামীদের দলে মিশিয়াছিলে, শেষে এই জাহাজেও আসিয়া পৌঁছিয়াছ। ইহাতে আমি একটু অসুবিধায় পড়িয়াছি, ইহা অস্বীকার করিব না; কিন্তু সেজন্য আমি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই, তুমি প্রাণপণে তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছ—তোমার প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছ। তোমাদের আমি বন্ধু মনে করিতাম; মিঃ ব্লেক আমার অনেক উপকার করিয়াছিলেন, আমিও একাধিকবার তোমাদের উপকার করিয়াছি। সে সকল কথা ভুলিবার নহে; কিন্তু মিঃ ব্লেক আমার হিতৈষী বন্ধু হইলেও কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি

এখন আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এ অবস্থায় তোমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দিলে আমার অত্যন্ত অসুবিধা ও ক্ষতি হইবে—তাহা তুমি অবশ্য বুঝিতেই পারিয়াছ।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ মিস্, আপনি যাহা বলিলেন তাহা যে বিন্দুমাত্র অসঙ্গত নহে—একথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। আমি কি কৌশলে আপনার জাহাজে আসিয়া পৌঁছিয়াছি—সে কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই; তবে আপনাকে আমার দুই একটি কথা বলিবার আছে।"

আমেলিয়া বলিল, "কি কথা অনায়াসে বলিতে পার; তোমার কোনরূপ সঙ্কোচের আবশ্যক নাই।"

স্মিথ বলিল, "আমি অসঙ্কোচেই বলিতেছি—আপনি সভ্য জগতের ফেরারী আসামীদের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়া ভাল কায করেন নাই। তাহাদের লইয়া আপনি যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, সেই উপনিবেশ কখন স্থায়িত্ব লাভ করিবে না; আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই।"

আমেলিয়া স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ বেগের সহিত বলিল, "কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই? তুমি কি বলিতেছ, স্মিথ! আমি তোমার কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।"

স্মিথ বলিল, "আমি তাহা আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি। কথাটা একটু অপ্রীতিকর, কিন্তু সত্য। আমার প্রভু মিঃ ব্লেক ও স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশের কর্ম্মচারীরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন—দেশ-বিদেশের ফেরারী আসামীদের গোপনে সংগ্রহ করিয়া অলক্ষ্য-কৌশলে কোন গুপ্ত স্থানে ক্রমাগত লইয়া যাওয়া হইতেছে। আপনি এ সকল কাণ্ডের মূলে আছেন—ইহা আমার প্রভু সন্দেহ করিয়াছেন কি না তাহা আমি এখনও জানিতে পারি নাই; কিন্তু চারিদিকের ঘটনাচক্র হইতে আপনাকে শীঘ্রই তাঁহার সন্দেহ হইবে। আপনি যখন যাহা করিয়াছেন—তাহার সূত্রটি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া আসা আপনার পক্ষে সম্ভব নহে। এইরূপ নানা সূত্র হইতে প্রকৃত রহস্য আবিষ্কার করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না। আপনি যে উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা

পবিত্র ও মহৎ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে যদি আপনি অন্য কাহারও সাহায্য গ্রহণ না করিতেন—তাহা হইলে আপনার আদর্শ নিশ্চয়ই অক্ষুণ্ণ থাকিত; কিন্তু কতকগুলি চোর ডাকাত বদমাস লইয়া আপনি কতদিন এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবেন? অপরাধ করিয়া যাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য,—তাহাদের আশ্রয় দান করিয়া—আইনের কর্ত্তব্য-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া আপনি অবিবেচনার কায করিয়াছেন, এ কথা আপনাকে বুঝাইতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র।

"আপনার উদ্দেশ্য মহৎ—এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু চোর ডাকাতের সাহায্যে এরূপ মহৎ সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতেই পারে না। আমাদের সঙ্গে যে সকল ফেরারী আসামী এই জাহাজে আপনার উপনিবেশের প্রজা হইতে আসিয়াছে, এবং যাহাদের সাহায্যে আপনার শক্তিবৃদ্ধি হইবে আশা করিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে চারি পাঁচটি লোক কারারুদ্ধ হইয়া কঠোর দণ্ড লাভেরই যোগ্য পাত্র; তাহাদের অন্য কোন যোগ্যতা নাই।—এ বিষয়ে আমার অভিমত মূল্যহীন, এরূপ মনে করিবেন না; আমি শৈশব কাল হইতে যত রকম চোর ডাকাত ও বদ লোকের সংস্রবে আসিয়াছি, এবং তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা বৃথা একথা আপনি বলিতে পারিবেন না।

"আমি আপনাকে দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, বাল্যকাল হইতে যে চুরিবিদ্যায় পরিপক্ক হইয়াছে—সে কখন তাহার সে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিবে না। কুকুরের লেজ দশ বৎসর সোজা করিয়া বাঁধিয়া রাখুন, বাঁধন খুলিয়া দিলেই তাহা বাঁকা হইবে। চোরের স্বভাবও সেইরূপ। আমি স্বীকার করি—কারাগারে অপরাধীর চরিত্র-সংশোধনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই; কিন্তু যত দিন বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত না হয়, ততদিন প্রচলিত ব্যবস্থাই অগত্যা মানিয়া চলিতে হইবে।—আপনি যাহাদের হিতের জন্য আজ সাগ্রহে আপনার উপনিবেশে লইয়া যাইতেছেন—তাহারাই একদিন আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া আপনাকে বিপন্ন করিবে, আপনার সমস্ত সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবে! তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আপনার ব্যবস্থা লঙ্ঘন

করিলে, আপনি কিরূপে তাহাদের শাসন করিবেন? তাহারা কিছু দিন পরে স্বদেশে ফিরিবার জন্য নিশ্চয়ই ব্যাকুল হইবে। তখন আপনি কঠোর সঙ্কটে পতিত হইবেন।

"আপনি আপনার ভ্রাতাকে লইয়া লণ্ডনে চলুন; আমি জানি আমার প্রভু তাঁহাকে নিরপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। তিনি লণ্ডনে গিয়া আমার প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহার সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। মিঃ ব্লেক ডিলনের মৃত্যু সম্বন্ধে যেরূপ সতর্কতার সহিত তদন্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশ্বাস—তিনি আদালতে আপনার ভ্রাতার নির্দ্দোষিতা অতি সহজেই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন। আপনি আমার এই পরামর্শ গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই ঠকিবেন না।"

আমেলিয়া স্থির ভাবে স্মিথের এই দীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিল। বালকের কথা হইলেও তাহার কথাগুলি এরূপ সারগর্ভ ও যুক্তিসঙ্গত যে, আমেলিয়ার মনে হইল সে মিঃ ব্লেকেরই শিক্ষানুযায়ী এ সকল কথা বলিল! কিন্তু মিঃ ব্লেক যে তাহার নিরপরাধ ভ্রাতাকে রাজদণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন, ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কর্ণেলিয়স্ ডিলনের ন্যায় মহাধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্তসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির হত্যাপরাধে অভিযুক্ত আসামীকে পুলিশের চক্রান্ত হইতে রক্ষা করা ব্লেকের সাধ্য নহে।—অন্য দিকে, তাহার উপনিবেশের অধিবাসীরা যদি একদিন একযোগে তাহার শাসন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য অধীর হয়,—তখন তাহাদিগকে সংযত করিবার উপায় কি, তাহাও সে ভাবিতে লাগিল।

তাহার আদর্শ অনিন্দ্যনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই আদর্শানুসারে চলিতে হইলে যে ভাবে চরিত্র গঠিত করিতে হয়—এই সকল ফেরারী আসামীর চরিত্র কি সেই ভাবে গঠিত হইয়াছে? তাহারা শাস্তির ভয়ে তাহার আদেশ পালন করিতেছে, আরও কিছু দিন করিতে পারে; কিন্তু বাহুবলে কি মানব হৃদয়কে চিরদিন বশীভূত রাখা যায়? পৃথিবীতে কত মহৎ লোকের মহৎ সঙ্কল্প ব্যর্থ হইতেছে—ইহার কারণ কি? পরের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে

যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন—তাঁহাদের অনেকেরই হৃদয়-শোণিতে ধরাতল রঞ্জিত হইয়াছে।

আমেলিয়া কয়েক মিনিট নত মস্তকে এই সকল কথা চিন্তা করিল; শেষে কি সে একটা বালকের পরামর্শে তাহার দীর্ঘকালের সাধনায় জলাঞ্জলি দিয়া—সে প্রাণপণে যাহা গড়িয়া তুলিতেছে তাহা আট্‌লাণ্টিকের অতলস্পর্শ গর্ভে বিসর্জ্জন করিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া যাইবে? সেখানে কর্ম্মহীন উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থজীবন যাপন করিবে?—এ চিন্তা অসহ্য! ভাল হোক, মন্দ হোক, যে পথ সে অবলম্বন করিয়াছে তাহা সে ত্যাগ করিবে না, এত দূর অগ্রসর হইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তন অসম্ভব।

অবশেষে সে মাথা তুলিয়া স্মিথকে বলিল, "দেখ স্মিথ, তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই। তুমি যাহা ভাল বুঝিয়াছ, তাহা তোমার নিকট ভাল; আমি যাহা ভাল বুঝিয়াছি, তাহা আমার নিকট ভাল। তোমার সুবুদ্ধি তোমারই থাক। আমার দুর্ব্বুদ্ধি লইয়া আমি সঙ্কল্প-পথে চলিব। কিন্তু একথা স্থির যে, তুমি তোমার গোয়েন্দাগিরির সাফল্য প্রমাণের জন্য মিঃ ব্লেকের নিকট ফিরিয়া যাইতে পাইবে না। অবশ্য, আমি তোমার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক নহি। তুমি বোধ হয় জান, আমি তোমাকে আন্তরিক স্নেহ করি। যদি তুমি আমার নিকট অঙ্গীকার কর আমার সম্বন্ধে তুমি যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছ, তাহা মিঃ ব্লেকের নিকট প্রকাশ করিবে না,—তাহা হইলে আমি তোমাকে মুক্তি দান করিব; তোমাকে সমুদ্রতটে রাখিয়া আসিব। নতুবা তুমি আমার বন্দী। কিন্তু তোমাকে বন্দী করিতে, তোমাকে চির-নির্ব্বাসিত করিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমার অনুরোধ রক্ষা কর; আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়া তুমি লণ্ডনে চলিয়া যাও।"

স্মিথ মাথা নাড়িয়া দৃঢ়তার সহিত বলিল, "না, মিস্! আমি আপনার নিকট এরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে পারিব না। আমি আমার প্রভুর নিকট সত্য কথা গোপন করিতে পারিব না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা তাঁহাকে বলিতেই হইবে।

তিনি আমার উপর যে কার্য্যের ভার দিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করাতেই আমার জীবনের সার্থকতা। আমি প্রভুর নিকট বিশ্বাসঘাতক হইব না; তাহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

আমেলিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "এ অবস্থায় তুমি যাহাতে আমার গুপ্তকথা তোমার প্রভুর নিকট ব্যক্ত করিতে না পার, অগত্যা আমাকে তাহার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সুতরাং তোমাকে বন্দী না করিলে চলিবে না। তোমাকে আমাদের সঙ্গে আমার উপনিবেশে যাইতে হইবে; সেখান হইতে তোমার পলায়নের উপায় নাই। তোমার প্রভুর সহিত ভবিষ্যতে তোমার দেখা হইবে কি না জানি না, কিন্তু শীঘ্র সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমাকে আমাদেরই দলের একজন হইয়া সেখানে বাস করিতে হইবে। বল, ইহাই কি তোমার প্রার্থনীয়?"

স্মিথ কোনও কথা না বলিয়া অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিল। সে কিরূপ ভীষণ সঙ্কটে পড়িয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভয়ে দুশ্চিন্তায় অধীর হইল। এই বিপদ হইতে মুক্তি লাভের কোনও উপায় সে দেখিতে পাইল না; অথচ একটি মাত্র অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেই সে মুক্তি লাভ করিতে পারে। একদিকে সত্যরক্ষা, স্বাধীনতা, মুক্তি;—অন্যদিকে মুক্তি বিনিময় প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, ভীরুতা, মিথ্যাচরণ।—কোন পথ সে অবলম্বন করিবে? তাহার মনে ভীষণ তুফান আরম্ভ হইল। জীবনে যে প্রভুর নিকট কোন দিন মিথ্যা কথা বলে নাই, সে মুক্তিলাভের জন্য তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিবে? ইহা অপেক্ষা চিরনির্ব্বাসন ভাল; মৃত্যুও বাঞ্ছনীয়।

স্মিথ মাথা তুলিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি সত্যগোপনের অঙ্গীকারে অসমর্থ; অঙ্গীকার করিয়া তাহা ভঙ্গ করিবার শক্তিও আমার নাই। আপনার যেরূপ অভিরুচি করিতে পারেন।"

আমেলিয়া বিমর্ষ ভাবে বলিল, "স্মিথ, আমি আশা করিয়াছিলাম, তুমি সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে; কিন্তু তাহা

যখন তোমার অসাধ্য, তখন আমি তোমাকে কড়া পাহারায় রাখিতে বাধ্য। আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তোমাকে বন্দীভাবে কালযাপন করিতে হইবে; কিন্তু তোমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এখনও সময় আছে,—তুমি ভাবিয়া দেখ।”

আমেলিয়া তৎক্ষণাৎ একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় অঙ্গুলি স্পর্শ করিল; এক মিনিট পরে হেন্‌ড্রিক পর্দ্দা ঠেলিয়া আমেলিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

আমেলিয়া হেন্‌ড্রিককে বলিল, “দেখ হেন্‌ড্রিক, এই ছোক্‌রা গোয়েন্দা; তুমি উহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ-দেখি উহাকে চিনিতে পার কি না!”

হেন্‌ড্রিক প্রায় দুই মিনিট স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, “কি আশ্চর্য্য, এ যে আমাদের পরম বন্ধু স্মিথ! মিঃ ব্লেকের সহকারী!—আপনি ত ঠিক চিনিয়াছেন। ছদ্মবেশে স্মিথ এখানে?”

আমেলিয়া বলিল, “হাঁ, স্মিথ গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়া আমার কাছে ধরা পড়িয়াছে। উহাকে একটা প্রহরীর জিম্বা করিয়া দেও, যেন তাহার নজরের বাহিরে যাইতে না পারে।—আমি উপনিবেশে ফিরিয়া উহার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিব। কিন্তু স্মিথ আমার অতিথি,—অন্যান্য লোকের সহিত এক টেবিলে আহার না করিয়া সে যদি আমার সেল্লুনে আমার সঙ্গে আহার করিতে চায়—তাহা হইলে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে, আর তাহাকে ভাল কামরায় রাখিবে। বুঝিয়াছ হেন্‌ড্রিক?”

হেন্‌ড্রিক বলিল, “হাঁ, কর্ত্রী! বুঝিয়াছি।—চল স্মিথ, তোমাকে তোমার কামরায় লইয়া যাই।”

হেন্‌ড্রিক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলে আমেলিয়া নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল; কি ভাবিয়া তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, কি এক অজ্ঞাত বেদনায় তাহার হৃৎপিণ্ড টন্‌-টন্‌ করিয়া উঠিল। সে কোন মতে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না।

স্মিথ হেন্‌ড্রিকের সহিত চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, “কোনও সুযোগে

পলায়ন করিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে পলাইব? পলায়নের সকল পথ রুদ্ধ, তাহার উপর কড়া পাহারার বন্দোবস্ত!—দেখা যাক্।”

আমেলিয়ার আদেশে হেন্‌ড্রিক স্মিথকে একটি উৎকৃষ্ট কামরায় রাখিতে গেল। কামরাটি বেশ ফাঁকায় অবস্থিত। স্মিথ সেই কামরার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমুদ্রতটের দিকে চাহিল। বহুদূরে বুদের বন্দরস্থিত আলোকমালা নক্ষত্রালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল; স্মিথের অনুমান হইল তটভূমির দূরত্ব জাহাজ হইতে তিন মাইলের অধিক নহে।—“ঐ ত তটের আলোক! সমুদ্র শান্ত, স্থির; তিন মাইল সাঁতার দিতে পারিব না?—এ সুযোগ ত্যাগ করিলে পুনর্ব্বার শীঘ্র এরূপ সুযোগ পাইব কি?—ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবসর।”

এই কথা চিন্তা করিয়া স্মিথ দ্রুতবেগে জাহাজের কিনারায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দৌড়াইতে দেখিয়া হেন্‌ড্রিক প্রথমে তাহার অভিসন্ধি ঠিক বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহা বুঝিতেও অধিক বিলম্ব হইল না।—সে ও দুইজন প্রহরী স্মিথকে ধরিবার জন্য দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিল; কিন্তু তাহারা স্মিথের সন্নিহিত হইবার পূর্ব্বেই সে এক লম্ফে জাহাজের কিনারার রেলিং ডিঙ্গাইল। তাহার পর চক্ষুর নিমিষে—“ঝপাং!”

হেন্‌ড্রিক তৎক্ষণাৎ রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল—অন্ধকার সমুদ্রে কৃষ্ণবর্ণ জলরাশি সবেগে আবর্ত্তিত হইতেছে!—কিন্তু স্মিথ কোথায়?

স্মিথ এক ডুবে জাহাজের কিছু দূরে গিয়া জলের উপর মাথা তুলিল, এবং বুদ বন্দরের দীপালোক লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে সাঁতার দিতে লাগিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই সে জাহাজে তুমুল কলরব শুনিতে পাইল। জাহাজের খালাসী মাল্লা আরোহী সকলে ব্যস্ত ভাবে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ী করিতে লাগিল।

স্মিথ শুনিতে পাইল, আমেলিয়া ডেকের উপর দাঁড়াইয়া উচ্চৈস্বরে বলিতেছে, “শীঘ্র বোট নামাও; উহাকে ধরিয়া আন। যেরূপে হউক—উহাকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিতেই হইবে। উহার উপর যেন কোন অত্যাচার না হয়; উহাকে জীবিত অবস্থায় আনা চাই। দেখিও যেন ডুবিয়া না মরে।”

জাহাজ হইতে তৎক্ষণাৎ বোট নামাইয়া দেওয়া হইল। স্মিথ নিশ্চয়ই

সমুদ্রতট লক্ষ্য করিয়া সাঁতার দিতেছে মনে করিয়া জাহাজের খালাসীরা সেই দিকে বোট বাহিতে লাগিল।

স্মিথ তখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। সে তাহার পশ্চাতে দাঁড়ের ঝুপ্-ঝুপ্ শব্দ শুনিতে পাইল! সে বুঝিল, নৌকার মাঝিরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে; এখন উপায় কি? যদি সে সমুদ্র-তটের অভিমুখে সাঁতার না দিয়া বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে তাহার অনুসরণকারীদের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে; ইহা ভাবিয়া সে তাহার গতি পরিবর্ত্তিত করিল। সে কুলের দিকে না গিয়া বহিঃসমুদ্রের দিকে সাঁতার দিয়া চলিল। স্মিথ সন্তরণে অসাধারণ দক্ষ ছিল, এবং অনেক যুবকের অপেক্ষা সে অধিক কাল দম্ বন্ধ করিয়া থাকিতে পারিত।

বোটের মাঝিরা স্মিথের চালাকি বুঝিতে পারিল না, তাহারা তটের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইল। স্মিথ তাহার বামে জাহাজের আলো দেখিতে পাইল। ফ্লোর-ডি-লিজ্ তখনও একই স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। ক্রমে সে জাহাজ অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে গেল। স্মিথ যখন বুঝিতে পারিল জাহাজ হইতে সে প্রায় শিকি মাইল দূরে আসিয়াছে, তখন সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল; সে পশ্চাতে ফিরিয়া অনেক দূরে জাহাজের আলোক দেখিতে পাইল। আরও দূরে নৌকার মাঝি মাল্লারা নৌকায় বসিয়া সোরগোল করিতেছিল; সেই কোলাহল স্তব্ধ সমুদ্রে তাহার কর্ণে সুস্পষ্ট প্রবেশ করিতে লাগিল।—কেহ বলিতেছিল, "বৃথা চেষ্টা, সে ডুবিয়া মরিয়াছে; ভাসিয়া থাকিলে তাহাকে দেখিতে পাইতাম।" কেহ বলিতেছিল, "আরও কিছুদূর চল, তাহাকে ধরিতে পারিব; যে এই অন্ধকার রাত্রে অতলস্পর্শ আট্‌লাণ্টিকে লাফাইয়া পড়িয়া পলাইবার সাহস করে,—এত শীঘ্র সে ডুবিয়া মরে না।" বোটের উপর এইরূপ নানা কথার আলোচনা চলিতেছিল। বোট ফিরিল না, আরও দূরে চলিয়া গেল। শেষে বোটের খালাসীদের কথা স্মিথ আর শুনিতে পাইল না।

স্মিথ একটু স্বস্তি অনুভব করিল। আর তাহার অনুসরণের ভয় নাই বুঝিয়া সে অতঃপর কি করিবে তাহাই ভাবিতেছে,—এমন সময় ফ্লোর ডি-লিজের

ঊর্দ্ধে উজ্জ্বল আলোক ধ্বক্-ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তাহার পর সেই জ্যোতি-তরঙ্গ চক্ষুর নিমিষে তটের দিকে প্রসারিত হইল। স্মিথ সবিস্ময়ে দেখিল—জাহাজ হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত দীর্ঘ পথ শুভ্র আলোকে জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে! তাহা দিবালোকের ন্যায় পরিস্ফুট; সমুদ্র-বক্ষস্থ তৃণটি পর্য্যন্ত সেই আলোকে সুস্পষ্ট দেখা যায়! 'সার্চ্চ লাইটে'র আবির্ভাবে স্মিথ অত্যন্ত ভীত হইল।

'সার্চ্চ লাইট' ও দূরবীণের সাহায্যে আমেলিয়া ফ্লোর-ডি-লিজের ডেকের উপর হইতে পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, স্মিথ তীরের দিকে যায় নাই। বোটের মাঝিরা তাহাকে না দেখিয়া আর অগ্রসর হইল না। সমস্ত দাঁড় এক সঙ্গে ঊর্দ্ধে উঠিল; মেট্ হেন্‌ড্রিক হালে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এখন সে কি করিবে?—পলাতকের অনুসরণে কোন্ দিকে যাইবে?

জাহাজের উপর 'বিগ্‌ল' বাজিয়া উঠিল। 'বিগ্‌ল' এর অর্থ বুঝিয়া হেন্‌ড্রিক্ বোট ঘুরাইয়া দিল; স্মিথ সার্চ্চ লাইটের আলোকে তাহা দেখিতে পাইল। অতঃপর কি ঘটে, তাহা দেখিবার জন্য সে স্পন্দিত বক্ষে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

স্মিথ সভয়ে দেখিল, সার্চ্চ লাইটের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; মুহূর্ত্তে তাহা অনন্ত নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ শুভ্র জ্যোতি-তরঙ্গে উদ্ভাসিত করিয়া তটের বিপরীত দিকের সমুদ্রবক্ষ বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত করিল, এবং সে যেখানে সাঁতার দিতেছিল, উজ্জ্বল রশ্মিচ্ছটা সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল! অবিলম্বে তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে ভাবিয়া সে জলে ডুবিল; সুতরাং সে যেখানে সাঁতার দিতেছিল, সার্চ্চ লাইট সেখানে আসিয়া পড়িলেও তাহাকে আবিষ্কার করা কঠিন হইল। সার্চ্চ লাইট আবার অন্য দিকে ঘুরিল, তখন সে মাথা তুলিয়া আবার সাঁতার দিতে লাগিল। সার্চ্চ লাইট এই ভাবে তিনবার ঘুরিয়া তাহার মাথার উপর আসিল; তিনবারই সে ডুব দিয়া সার্চ্চ লাইটের অনুসন্ধান ব্যর্থ করিল। কিন্তু সার্চ্চ লাইট চতুর্থ বার ঘুরিয়া আসিলে সে আর লুকাইতে পারিল না। আমেলিয়া তাহাকে বহুদূরে জলের উপর ভাসিতে দেখিল। সঙ্গে সঙ্গে পুনর্ব্বার 'বিগ্‌ল্' ধ্বনি হইল।—হেন্‌ড্রিক বোট লইয়া সবেগে তাহার দিকে

অগ্রসর হইল। স্মিথ আলোক-প্রবাহ অতিক্রম করিয়া যতই দূরে যাইবার চেষ্টা করে—আলোকও সেই সঙ্গে তাহার দিকে অগ্রসর হয়! দীর্ঘকাল জলে সাঁতার কাটিয়া স্মিথ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইল। আত্মরক্ষার জন্য সে আর কতক্ষণ চেষ্টা করিবে? সে দেখিল—বোটখানি তাহাকে ধরিতে আসিতেছে। ক্রমে বোটের দূরত্ব হ্রাস হইতে লাগিল। স্মিথ বোটের উপর হেন্‌ড্রিক ও ছয় জন মাল্লাকে দেখিতে পাইল; কিন্তু সে তখনও শেষ চেষ্টা ত্যাগ করিল না।

স্মিথ বুঝিল, এবার আর নিস্তার নাই! বোট ক্রমে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। সে তখন এক ডুবে বোটের এধার হইতে ওধারে গিয়া উঠিল, এবং দ্রুত সাঁতার দিয়া চলিল। সার্চ্চ লাইটের আলো তখনও দিবালোকের বিভ্রম উৎপাদন করিতেছিল; সেই আলোকে তাহাকে সম্মুখ হইতে পশ্চাতে গিয়া ভাসিয়া উঠিতে দেখিয়া হেন্‌ড্রিক তৎক্ষণাৎ বোটের মোড় ঘুরাইয়া তাহার অনুসরণ করিল। স্মিথ ক্রমাগত ঘণ্টা খানেক সাঁতার দিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিল; হেন্‌ড্রিক বোটখানি দ্রুতবেগে তাহার নিকট লইয়া গেল। তখন চারি পাঁচজন খালাসী জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্মিথকে ধরিয়া ফেলিল, এবং টানিয়া নৌকায় তুলিল। দেখিতে দেখিতে তাহার উভয় হস্ত দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ হইল। হেন্‌ড্রিক তাহাকে নৌকার উপর বসাইয়া রাখিল, এবং দুইজন মাল্লা তাহাকে দুই দিকে ধরিয়া রহিল; হেন্‌ড্রিক বোটখানি জাহাজের দিকে ফিরাইয়া লইয়া চলিল।—স্মিথ কোন কথা বলিল না।

আমেলিয়া এতক্ষণ জাহাজের ডেকে বসিয়া দূরবীণ দিয়া এই সকল ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিল; বোট জাহাজের দিকে ফিরিলে সে তাহার কেবিনে প্রবেশ করিল। হেন্‌ড্রিক স্মিথকে জাহাজে তুলিয়া তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কেবিনে লইয়া গেল, এবং তাহার হাতের বন্ধন খুলিয়া দিল। অনন্তর সে বাহিরে আসিয়া সেই কেবিনের দ্বারে চাবি দিল।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে জাহাজ টলিতে লাগিল, তাহার পর তাহা চলিতে আরম্ভ করিল। স্মিথ বুঝিল, আমেলিয়ার বন্দী হইয়া সে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে! কোথায়, কতদূর?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ সহ টাউন্‌টনের পশ্চিমে আসিয়া 'লাল হাওয়া-গাড়ী'র অনুসরণে অধিকতর বেগে ধাবিত হইতে সমর্থ হইলেন; কারণ এই দিকে লোকের তেমন জনতা ছিল না, পথে শকটাদির সংখ্যাও অল্প। বিশেষতঃ, এই অঞ্চলে মোটরের সংখ্যা অল্প বলিয়া গ্রামবাসীগণের অনেকেই লাল মোটরখানি লক্ষ্য করিয়াছিল।—গ্রামের লোকের নিকট সন্ধান লইতে লইতে মিঃ ব্লেক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি উত্তর ডেভনের বাইড্‌ফোর্ড, ক্লোভ্‌লি, হার্টল্যাণ্ড অতিক্রম করিয়া অবশেষে বুদের বন্দর অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

বুদের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেক মোটর থামাইয়া একজন পাহারাওয়ালাকে লাল মোটরের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বলিল, "প্রায় বিশমিনিট পূর্ব্বে একখানি প্রকাণ্ড লাল মোটর বুদের বন্দরের দিকে গিয়াছে দেখিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বন্দর লক্ষ্য করিয়া গাড়ী চালাইলেন। বন্দরের কিছুদূরে উচ্চ ভূমিখণ্ড প্রসারিত; তাহা অতিক্রম করিয়া বন্দরে প্রবেশ করিতে হয়। মিঃ ব্লেক সেই উচ্চভূমিতে উঠিয়া বন্দরের প্রান্তে—সমুদ্রকুলে যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা তিনি দীর্ঘকালেও ভুলিতে পারেন নাই!

তিনি দেখিলেন, সমুদ্রকুলে একখানি সুদীর্ঘ ও সুদৃশ্য বজ্‌রা বাঁধা আছে; যেন তাহা কাহারও আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে! তাহার কিছু দূরে তটের উপর একখানি সুবৃহৎ লাল বর্ণের মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ উভয়েই তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন—এই মোটরের সন্ধানেই তাঁহারা লণ্ডন হইতে এতদূরে আসিয়াছেন। মোটর-

খানি দেখিয়া আনন্দে ও উৎসাহে তাঁহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তাঁহারা মনে করিলেন, এইবার বোধ হয় সকল কষ্ট, সকল পরিশ্রম সফল হইবে।

মিঃ ব্লেক মহা উৎসাহে সেই লাল মোটরের অভিমুখে তাঁহার ধূসর বর্ণের মোটরখানি পরিচালিত করিলেন; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তিনি দেখিতে পাইলেন, লাল মোটরখানি দ্রুতবেগে পূর্ব্বোক্ত বজ্‌রার নিকট অগ্রসর হইল। তাহা থামিতে না থামিতে মোটরের আরোহী বা আরোহিনী মোটর হইতে লাফাইয়া পড়িল, এবং কয়েক লম্ফে সেই বজ্‌রায় আরোহণ করিল! সঙ্গে সঙ্গে মোটরখানি সমুদ্রতট দিয়া সুদূর-প্রসারিত বালিয়াড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার গতি-বেগে চারিদিকের বালুকারাশি উড্ডীন হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল।—লাল মোটরখানি আরও কিছুদূর অগ্রসর হইল, তাহার পর মোড় ঘুরিয়া মহাবেগে সমুদ্র-গর্ভে নামিয়া পড়িল! চক্ষুর নিমেষে তাহা অতলস্পর্শ মহাসমুদ্রের কোথায় বিলীন হইল, মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না; মোটরের চালককেও তিনি দেখিতে পাইলেন না! এই অদ্ভুত দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ উভয়েই স্তম্ভিত ভাবে তাঁহাদের মোটরে বসিয়া রহিলেন।

এতক্ষণ লাল মোটরের দিকেই তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল; এইবার তাঁহাদের দৃষ্টি পূর্ব্বকথিত বজ্‌রায় আকৃষ্ট হইল। কিন্তু তখন বজ্‌রাখানি সমুদ্রবক্ষে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।—মিঃ ব্লেক দেখিলেন অসুরের মত বলবান পাঁচ জন জোয়ান সেই বজ্‌রাখানি সবেগে বাহিয়া লইয়া যাইতেছে। মিঃ ব্লেকের বোধ হইল বজ্‌রার মাথার দিকে একটি রমণী বসিয়া আছে!—এই রমণীই কি সেই বজ্‌রার অধিস্বামিনী? কে—সে?—এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় মিঃ ব্লেকের হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক এতক্ষণ পরে বুঝিলেন—এই দুর্ভেদ্য রহস্যের সূত্র কাহার করধৃত; কে এই বিচিত্র অভিনয়ের নায়িকা! তাঁহার সন্দেহ প্রতীতিতে পরিণত হইল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মোটরের উপর বসিয়া রহিলেন। তাঁহার আক্ষেপ হইল, এই অপ্রীতিকর কার্য্যে কেন তিনি হস্তক্ষেপণ করিয়াছেন?

ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ মোটর হইতে নামিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দূর সমুদ্রে ভাসমান বজ্‌রার দিকে চাহিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "মিঃ ব্লেক, ব্যাপারখানা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বজ্‌রায় যে রমণীকে দেখা যাইতেছে —উহাকে আমেলিয়া বলিয়াই সন্দেহ হইতেছে, চেহারা যেন তাঁহারই মত! আমেলিয়া এই বজ্‌রায় কি করিতে আসিয়াছেন? তিনি কোথায় যাইতে-ছেন? লাল মোটরে কি তিনিই আসিয়াছিলেন? আমেলিয়ার ন্যায় সম্ভ্রান্ত মহিলা আইনের গণ্ডী কাটিয়া কতকগুলা বদমাস ফেরারী আসামী ও গুণ্ডাদের লইয়া দল পাকাইবেন, ইহা যে বিশ্বাসের অযোগ্য! ব্যাপার কি মিঃ ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর টমাসের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর, এখন হঠাৎ তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছি না; ইহার উত্তর দেওয়া সময়সাপেক্ষ। এখন আমাদের হাতে অনেক কায আছে। তুমি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দূরে সমুদ্রবক্ষে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইবে। যদি আমার অনুমানে ভুল হইয়া না থাকে, তাহা হইলে ঐ জাহাজখানি নিশ্চয়ই ফ্লোর-ডি-লিজ্। উহা শীঘ্রই বোধ হয় অদৃশ্য হইবে। তুমি বজ্‌রায় যে রমণীকে উপবিষ্ট দেখিয়াছ ঐ রমণী আমেলিয়া ভিন্ন অন্য কেহই নহে। যদি আমরা কোন উপায়ে ঐ জাহাজে অরোহণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমার 'ডায়ারী'ভুক্ত কয়েকজন ফেরারী আসামীকে উহার উপর দেখিতে পাইতাম। আমাদিগকে জাহাজখানি ধরিতে হইলে এখানে দাঁড়াইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতে চলিবে না। সমুদ্রতীরে কোন বোট পাওয়া যায় কি না খুঁজিয়া দেখা যাউক, কিন্তু আমরা দু'জনে জাহাজে পৌছিয়া বিশেষ কোন ফল হইবে এরূপ বোধ হয় না; হয়ত আমরাই বিপন্ন হইব। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে এখানকার পুলিশের সাহায্য গ্রহণই কর্ত্তব্য মনে হইতেছে। চল, আমরা প্রথমে থানায় গিয়া লোক সংগ্রহ করি

ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ মিঃ ব্লেকের যুক্তির সমর্থন করিলে উভয়ে মোটরে

উঠিয়া বসিলেন। মিঃ ব্লেক মোটরের পরিচালন-চক্র ধরিয়া তাহার মোড় ঘুরাইয়া দিলেন, এবং দ্রুতবেগে নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর টমাস বুদারনগরের থানায় উপস্থিত হইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে নিজের পরিচয় দিয়া একখানি বোট সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। থানার দারোগা তৎক্ষণাৎ একজন কন্‌ষ্টেবলকে বোটের সন্ধানে পাঠাইল।

প্রায় বিশ মিনিট পরে কন্‌ষ্টেবল ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, কার্য্যোপযোগী উৎকৃষ্ট বোট সে অঞ্চলে একখানিও নাই!

অতঃপর কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে পরামর্শ আরম্ভ হইল। পরামর্শে স্থির হইল, তৎক্ষণাৎ টিন্‌টাজেল্ নামক বন্দরে টেলিফোঁ করিয়া বোট সংগ্রহ করিতে বলা হউক। টিন্‌টাজেল্ দূরবর্ত্তী অন্য একটি বন্দর। মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ সমুদ্রতটে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন সমুদ্র-বক্ষস্থিত জাহাজখানিতে দীপালোক প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। আমেলিয়া তখন জাহাজে আসিয়া ফেরারী আসামীদের পরীক্ষা করিতেছিল। তাহার অল্পকাল পরে স্মিথ সমুদ্রে লাফাইয়া পলায়নের চেষ্টা না করিলে আমেলিয়া নিশ্চয়ই জাহাজ চালাইবার আদেশ দিত; কিন্তু স্মিথকে ধরিবার জন্য জাহাজ ছাড়িতে বিলম্ব হইল।

মিঃ ব্লেক এ সকল কথা জানিতেন না, অন্যান্য আরোহীর সহিত স্মিথ ফ্লোর-ডি-লিজে নীত হইয়াছে ইহাও তাঁহার কল্পনাতীত। জাহাজে দীপালোক প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া মিঃ ব্লেক অনুমান করিলেন জাহাজখানি অবিলম্বেই তাহার গন্তব্যপথে চলিতে আরম্ভ করিবে। তিনি বোটের সন্ধানে মোটরে উঠিয়া ইন্‌স্পেক্টর সহ টিন্‌টাজেল্ অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

মিঃ ব্লেক টিন্‌টাজেলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সেখানকার পুলিশ একখানি উৎকৃষ্ট বোট সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। বোটখানি সাধারণ বোট নহে, তাহা বৃহদাকার 'মোটর লাইফ-বোট।' তাহা বন্দরের জেটির নিকট অপেক্ষা করিতেছিল; বোটখানি পরিচালিত করিবার জন্য একজন ইঞ্জিনিয়ার পাঁচজন কর্ম্মচারীসহ প্রস্তুত ছিল।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ সহ তৎক্ষণাৎ সেই মোটর বোটে আরোহণ করিলেন। ইঞ্জিনিয়ার অবিলম্বে মোটর বোট চালাইতে আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে মোটর বোট হইতে ফ্লোর-ডি-লিজের দীপালোক দেখিতে পাওয়া গেল; সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া মোটর বোট দ্রুত বেগে চলিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফ্লোর-ডি-লিজের দীপালোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই সময় ফ্লোর-ডি-লিজের সার্চ্চ লাইট তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অল্পকাল পরে জাহাজখানি সমুদ্রপথে চলিতে আরম্ভ করিল। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন মোটর বোট যতই দ্রুতবেগে অগ্রসর হউক, জাহাজের বেগবৃদ্ধি হইলে তাহার অনুসরণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না; কিন্তু জাহাজ তখনও ধীরে ধীরে চলিতেছিল।—একখানি মোটর বোট যে দূর হইতে তাহার অনুসরণ করিয়াছে, জাহাজের কাপ্তেন ভঘান বা মেট্ হেন্‌ড্রিক তাহা বুঝিতে পারে নাই। মোটর বোট দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া ক্রমেই ফ্লোর-ডি-লিজের সন্নিকটবর্ত্তী হইল। মিঃ ব্লেক তাহার ইঞ্জিনের ঘস্-ঘস্ শব্দ শুনিতে পাইলেন, এবং ফ্লোর-ডি-লিজের ডেকের উপর দুই একজন লোকও দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ফ্লোর-ডি-লিজের কাপ্তেন, জাহাজ থামাও। আমি জাহাজে উঠিব।"

কাপ্তেন ভঘান বলিল, "কে তুমি? জাহাজে আসিবার তোমার কি আবশ্যক?"

মিঃ ব্লেক কি উত্তর দিবেন—মুহূর্ত্তকাল তাহা চিন্তা করিলেন; এবং সত্য কথা বলিতে কোন বাধা নাই ভাবিয়া তিনি সুস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "আমি রবার্ট ব্লেক; মিস্ আমেলিয়াকে বল আমি তাঁহার জাহাজে যাইতে চাই। যদি তোমরা আমার অনুরোধ রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি ল্যাণ্ডস্ এণ্ডের টেলিগ্রাম আফিসে গিয়া বিনাতারের টেলিগ্রাম দ্বারা গবর্মেণ্টকে জানাইব—যেন অবিলম্বে একখানি মানোয়ারী জাহাজ তোমাদের অনুসরণে প্রেরণ করা হয়।"

দুই তিন মিনিট ব্লেক জাহাজ হইতে কোন উত্তর পাইলেন না,

কিন্তু জাহাজের গতিবেগ মন্দীভূত হইল ; তাহার পর কাপ্তেন ভঘান বলিল, "জাহাজ হইতে দড়ির সিঁড়ি নামাইয়া দেওয়া হইতেছে, তাহার সাহায্যে মিঃ ব্লেক জাহাজে উঠিয়া আসিতে পারেন ; কিন্তু তিনি অন্য কাহাকেও সঙ্গে আনিতে পারিবেন না।"

মোটর বোট অবিলম্বে জাহাজের পাশে ভিড়িলে, ফ্লোর-ডি-লিজ্ হইতে রজ্জুনির্ম্মিত সিঁড়ি নামাইয়া দেওয়া হইল ; মিঃ ব্লেক সেই সিঁড়ির সাহায্যে একাকী জাহাজে উঠিলেন। তিনি জাহাজে উঠিবার সময় ইন্স্পেক্টর টমাস্‌কে বলিলেন, "তোমরা প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাক। আমি আবশ্যক মনে করিলে তোমাকে আহ্বান করিব, তখন তুমি সকলকে সঙ্গে লইয়া জাহাজে উঠিবে, এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইবে।"

মিঃ ব্লেক জাহাজের ডেকে পদার্পণ করিয়াই কাপ্তেন ভঘানকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। ফ্লোর-ডি-লিজের মেট্ হেন্‌ড্রিক ও আমেলিয়া স্বয়ং কিছু দূরে দণ্ডায়মান ছিল।

মিঃ ব্লেক কাপ্তেন ভঘানের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাহাকে কোন কথা না বলিয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া আমেলিয়ার সম্মুখীন হইলেন,—মৃদুস্বরে তাহাকে বলিলেন, "মিস্ আমেলিয়া, তোমার সহিত আমার গোপনে দুই একটি কথা আছে।"—তাঁহার কণ্ঠস্বর, গম্ভীর অচঞ্চল।

আমেলিয়া একটু আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল ; দীপরশ্মি তাহার মুখমণ্ডলে পতিত না হওয়ায় মিঃ ব্লেক তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

আমেলিয়া বলিল, "কোন আপত্তি নাই ; আপনি আমার সঙ্গে নীচে চলুন।"

মিঃ ব্লেক আমেলিয়ার অনুসরণ করিয়া জাহাজের প্রধান সেলুনে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া আমেলিয়া চেয়ারে বসিতে যাইবে, এমন সময় মিঃ ব্লেক তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া ফেলিলেন, এবং পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। আমেলিয়া অটল থাকিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না ; মিঃ ব্লেকের দৃষ্টির সম্মুখে সে সঙ্কুচিত হইয়া চক্ষু অবনত করিল। তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিল, "আপনি

আমার হাত ছাড়ুন? আপনি এভাবে কেন আমার জাহাজে আসিয়াছেন বলিবেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমেলিয়া, তুমিই প্রথমে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমিই অগ্রে বল—এ সকল কি ব্যাপার? তোমার এ মতি কেন হইল? শেষবার নিউইয়র্কে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার পর এই দেখা হইল। ইতিমধ্যে তুমি কোথায় ছিলে, কি করিতেছিলে, তাহা জানিতে পারি নাই! তুমি কি উদ্দেশ্যে এবং কোন্ সাহসে এ সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহাই আমি জানিতে চাই।"

আমেলিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনাকে আমার কিছুই বলিবার নাই; আপনি দয়া করিয়া আমার হাত ছাড়ুন।"

মিঃ ব্লেক আমেলিয়ার হাত না ছাড়িয়া আরও জোরে চাপিয়া ধরিলেন, তাহার পর কোমল স্বরে বলিলেন, "আমেলিয়া, তুমি বলিতেছ—তোমার কিছুই বলিবার নাই; কিন্তু একথা বলিয়া কি আমাকে তুমি প্রতারিত করিতে পারিবে?—না, তাহা পারিবে না। যদি তুমি কোন কথা না বল—তবে কি আমিই তোমাকে সকল কথা বলিব? আমি কি জানি, তাহা শুনিবে? আমি জানি—কে আমাকে তিনমাস পূর্ব্বে আন্তর্জাতিক উন্নতি-সাধক কোম্পানীর সেয়ার সার্টিফিকেট পাঠাইয়াছিল। আমি জানি, সভ্য জগতের বিভিন্ন দেশের ফেরারী আসামীদের আশ্রয়দান যাহার কার্য্য—এই কোম্পানীর সংগঠনও তাহারই কার্য্য!—সে কে তাহা তোমাকে বলিব কি?

"আমি কি তোমাকে বলিব,কে সুদখোর ইহুদী সাইমন্ কেন্‌টিসের আফিসের সিন্ধুক খুলিয়া পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের হীরক অপহরণ পূর্ব্বক তাহার পরিবর্ত্তে ঐরূপ একখানি সেয়ার-সার্টিফিকেট তাহার সিন্ধুকে রাখিয়া আসিয়াছিল?—পুনর্ব্বারই বা কে তেইশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের জহরৎ লুঠ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ঐ পরিমাণ টাকার সেয়ার সার্টিফিকেট রাখিয়া অন্যের অলক্ষ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল?

"আমি কি তোমাকে বলিব—মার্কিণ কেসিয়ার জন পিবডি, ফরাসী দেশের ফেরারী আসামী লারোসী, রুসিয়া দেশের ফেরারী আসামী পস্‌কক্‌ এবং ইংরাজ বস্ত্রব্যবসায়ী বিপন্ন ফিন্‌লে স্ত্রী-কন্যাসহ পলায়ন পূর্ব্বক কাহার নিকট কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ?

"আমি কি তোমাকে বলিব—সাইমন্‌ কেন্‌টিসের আফিসে দ্বিতীয়বার ডাকাতি করিবার পর কে প্রত্যূষে পাঁচটার সময় পিল্‌চারের হোটেলে ফিরিয়া বেলা দশটা পর্য্যন্ত সেখানে ছিল, তাহার পর মোটরযোগে সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল ?

"আমেলিয়া, আমি তোমাকে আরও বলিতে পারি—স্পেন দেশীয় ফেরারী আসামী খুনী বেনাডো আন্তর্জাতিক উন্নতি-সাধক কোম্পানীর আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, এবং জর্ম্মাণ-আমেরিকান ফেরারী আসামী শ্লেসিং নিউইয়র্কে ধরা পড়িয়াও সাক্ষীর জবানবন্দীর দোষে মুক্তিলাভ করিয়াছিল —কিন্তু পাছে অন্য কোন অপরাধে তাহাকে পুনর্ব্বার ধরা পড়িতে হয়, এই ভয়ে সে নিউইয়র্ক হইতে ইউরোপে পলাইয়া আসিতেছে !

"লণ্ডনের সোহো পল্লীস্থিত হল্‌ ষ্ট্রীটের সন্নিহিত একটি গলির ভিতর একটি গুদাম আছে, তাহাও আমার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই—এ কথা কি তুমি অবিশ্বাস করিবে ?—সাইমন্‌ কেন্‌টিসের সিন্ধুক হইতে কি উদ্দেশ্যে সেই বিপুল অর্থরাশি অপহৃত হইয়াছিল—তাহা শুনিতে চাও কি ? আন্তর্জাতিক উন্নতি-সাধক কোম্পানীর কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অর্থাভাব নিবন্ধনই এই চুরি, ইহা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার ? এই চুরির পর কৃপণ কেন্‌টিসের সিন্ধুক লুণ্ঠন করিয়া পুনর্ব্বার তেইশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের জহরতগুলি যে বিপথগামী জন ফিন্‌লের মহাজনদের ঋণ পরিশোধ-উদ্দেশ্যেই আত্মসাৎ করা হইয়াছিল, একথা কি আমার অজ্ঞাত মনে করিয়াছ ? আমি কি জানি না যে, এ সকলই একজনের কায ? এসকল যাহার কায, সে কোন পুরুষ নহে, সে একটি সুন্দরী নারী ! তাহার হৃদয় অতি কোমল, পরদুঃখে সে কাতরা, তাহার চরিত্র নানা সৎগুণে ভূষিত। সে এই সকল অসমসাহসিক দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত

হইয়াছিল,—ইহাতে তাহার কোন স্বার্থ ছিল না ; দুর্ম্মতিগ্রস্ত, অধঃপতিত, পাপ-পঙ্কে লুণ্ঠিত হতভাগ্য মানবগণের কল্যাণ ও মুক্তি কামনাতেই সে এইরূপ বিপদসঙ্কুল কার্য্যে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছে।—কিন্তু তাহার এই মহৎ, পবিত্র কামনা পূর্ণ হইবার নহে ; অন্ততঃ, মানব সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

"আরও কিছু শুনিবে ?—আমার বিশ্বস্ত ও প্রীতিভাজন অনুচর স্মিথ তোমার এই জাহাজেই আছে ! আমেলিয়া, আমি ত বলিয়াছি, তুমি যে মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মজীবন বিপন্ন করিয়া ইউরোপের সকল দেশের প্রচলিত রাজবিধানের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপণ করিয়াছ—তোমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নহে। তুমি আমাকে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়া মনে করিও। আমার যথাশক্তি তোমাকে সাহায্য করিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই ; তুমি কি তোমার হিতৈষী সুহৃদের সৎপরামর্শ গ্রহণ করিবে-না ?"

আমেলিয়া মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া অবনত মস্তকে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতর ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার চঞ্চল হৃদয়ে নানাভাবের যে তুফান বহিতেছিল, তাহা কিঞ্চিৎ সংযত হইলে সে মাথা তুলিয়া কোমল দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "আপনার সকল কথার আমি ঠিক অনুসরণ করিতে পারি নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম আপনি আমাকে সন্দেহ করিয়াছেন। আমি ইহাও জানিতে পারিয়াছিলাম, যে সাইমন্ কেন্‌টিস্ চুরির তদন্তভার আপনার হস্তেই সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারও যে আপনার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করে নাই, ইহা আমি বুঝিতে পারি নাই। এখন আর আপনার সহিত তর্কবিতর্ক করিয়া কোন লাভ নাই। আপনি যাহাতে আমাকে ধরিতে না পারেন, সে জন্য আমি চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি করি নাই, যথাসাধ্য সতর্কতাও অবলম্বন করিয়াছিলাম ; কিন্তু আমার সকল চেষ্টা, সকল সতর্কতা বিফল হইয়াছে ! আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। ইহাতে আমার কোন ক্ষতি-

বৃদ্ধি নাই ; কিন্তু আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আমার সংস্থাপিত উপনি সম্বন্ধে কোন কথা আমার নিকট হইতে বাহির করিয়া লইতে পারিবেন যদি আমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হই, আমার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়—তাহা হ আমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের ভার অন্যে গ্রহণ করিবে। আমি যে আদর্শ করিয়াছি, তাহার অনুসরণ করাই আমার একমাত্র সঙ্কল্প।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমেলিয়া, তুমি যে সকল ফেরারী আসামীকে জাহাজে আশ্রয় দান করিয়াছ, তাহাদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ কর। আ এ অনুরোধ রক্ষা না করিলে তুমি বাহুবলে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পা না, কেবল অসুবিধায় পড়িবে মাত্র।"

শরণাগত বিপন্ন অপরাধীদের পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাবে তাহার সম্মান ক্ষুণ্ণ হইলেও আমেলিয়া তাহার সঙ্কট বুঝিতে পারিল। নিদারুণ বেদনায় তাহার গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল ; সে ক্ষুণ্ণস্বরে মিঃ ব্লেককে ব "আমার অপেক্ষা আপনি বলবান, ইংলণ্ডের রাজশক্তি আপনার সহায় ; আ সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করি, এরূপ আমার শক্তি নাই। ইচ্ছা হইলে আপনি তাহাদিগকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পা কিন্তু তাহারা আমার অভয়বাণীতে নির্ভর করিয়াই আমার আশ্রয় করিয়াছে। আমার উপনিবেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, এবং সকলই নষ্ট অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ত্যাগ করা সঙ্গত ইহা বুঝিয়া, ইহাদিগকে ত্যাগ করাই মনে করিতেছি। আর ন্যায়তঃ ইহাদিগকে আশ্রয় দানেরও আমার অ নাই। স্মিথ আমার জাহাজেই আছে,—কিন্তু আমি তাহার কোন অনিষ্ট নাই। তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে আদৌ আমার প্রবৃত্তি হয় সে আমার পরম স্নেহের পাত্র। আমি অতীত স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া এরূপ আমার শক্তি নাই। সে সুখ, সেই আনন্দ ও তৃপ্তি আমার মরুময় পথের দুর্লভ পাথেয় বলিয়াই মনে করি। আমি সাইমন্ কেন্‌টিসের হইতে যাহা লইয়া আসিয়াছি, তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিব না ; তাহার উপযুক্ত মূল্য তাহার সিন্দুকেই রাখিয়া আসিয়াছি। সুতরা

ওয়ায় ঠিক চুরি করা হইয়াছে কি না সন্দেহ। অবশ্য, আমি তাহার সম্মতি-
মে তাহা লই নাই, একথা সত্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেয়ার সার্টিফিকেটে যে হারে সুদ দেওয়ার অঙ্গীকার
ছে—সেই ভাবে নিয়মিতরূপে প্রতিমাসে তাহাকে সুদের টাকা পাঠাইতে
রিবে ?"

আমেলিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিল, "নিশ্চয়ই। প্রতারণার অভিপ্রায়
কিলে সেয়ার সার্টিফিকেট রাখিয়া আসিতাম না।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "শোন আমেলিয়া, আমি যে
তোমার জাহাজে আসিয়াছি, সেই বোটে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের
রমাসও আসিয়াছে। সে বেচারী আসামীদেরই ধরিতে আসিয়াছে;
হমন্ বেটিসের সিন্ধুক লুঠের কথা সে জানে না। তুমি স্মিথকে ও তোমার
াহাজের চুরারী আসামীগুলাকে আমার হস্তে অর্পণ কর,—চুরির কথা আমি
াতত কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। আমি স্বীকার করিতেছি
ার পক্ষ ইহা অনুচিত কার্য্য হইবে, আমার বিবেক কখনই ইহার সমর্থন
বে না; কিন্তু তথাপি আমি তোমার মঙ্গলের জন্য ইহা করিব। আমি
টিমের চুরির তদন্তভার লইলেও তাহার অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধার করিবার
কার আবদ্ধ হই নাই। আমি লণ্ডনে ফিরিয়া এ সম্বন্ধে তাহার সহিত
র্শকরিব। তুমি কি তোমার ভ্রাতাকে নিরাপদে রাখিবার জন্যই এই
াসিক, দুঃসাধ্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও নাই ?"

মেলিয়া নির্ব্বাক; সে কোন উত্তর দিল না।

ব্লেক বলিলেন, "আমেলিয়া, এরূপ নির্ব্বাসিত জীবন বড় সুখকর নহে।
াকে লইয়া লণ্ডনে ফিরিয়া যাও; পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ
করিতে পারে—কিন্তু আমি তাহাকে নিরপরাধ বলিয়াই বিশ্বাস করি!
ইন নিরপেক্ষ। নিরপরাধ ব্যক্তি কখন কখন দণ্ডভোগ করে—সে
; দোষে নহে। আমি স্বয়ং তোমার ভ্রাতার পক্ষ সমর্থন করিব;

আমার বিশ্বাস, আমি তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে পারিব।—তুমি
আমার উপর নির্ভর করিতে পারিবে না?"

আমেলিয়া বলিল, "আপনার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে; যদি ক
তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে পারে—তবে আপনিই তাহা পারিব
কিন্তু যদি আপনার চেষ্টা বিফল হয়, যদি তাহাকে কঠোর কারাদণ্ডে ত
হইতে হয়, বা কারাদণ্ড অপেক্ষা ভীষণতর দণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়;—যা
হইলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। সে অপমান, লাঞ্ছনা, কলঙ্ক আমি
করিতে পারিব না। সে বেচারী বড় হতভাগ্য, জীবনে সে বহু বিড়ম্বনা ভ
করিয়াছে। আমি তাহাকে আশ্রয় দান করিয়াছি, তাহার অবশিষ্ট
যাহাতে দুঃখময় না হয়—সে জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিব। আমি
লণ্ডনে লইয়া যাইবার অনুরোধ করিবেন না; ফেরারী আসামীগুলিকে
লইয়া যান। মানুষের সকল চেষ্টা সফল হয় না, আমার ইচ্ছা কি
নিয়তি নিয়ন্ত্রিত হইবার নহে! তাহাদের অদৃষ্টলিপি কে খণ্ডন
আপনি আমার হাত ছাড়িয়া দিন।"

মিঃ ব্লেক আমেলিয়ার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন "হেন্‌ড্রিককে বল
গুলাকে বাহিরে লইয়া দাঁড় করাক।"

আমেলিয়া তৎক্ষণাৎ হেন্‌ড্রিককে আহ্বান করিয়া তদ্রূপ আদ
করিল; তাহার পর মিঃ ব্লেককে অভিবাদন করিয়া দ্রুতবেগে
হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

হেন্‌ড্রিক কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমেলিয়ার আদেশ পা
ফেরারী আসামীরা ফেয়ার-ডি-লিজের ডেকের উপর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে
হইল। যখন তাহারা শুনিতে পাইল তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য
লণ্ডন হইতে পুলিশ আসিয়াছে, তাহাদিগকে লণ্ডনে ফিরিয়া যাইতে
—তখন তাহাদের ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না; তাহারা কি
উপক্রম করিল! কিন্তু মিঃ ব্লেক টোটাভরা পিস্তল বাহির করিয়াই
গুলি করিতে উদ্যত হইলে নিরুপায় নিরস্ত্র আসামীরা বল প্রয়ো

ভাব ধারণ করিল। তাহারা সকলে একে একে দড়ির সিঁড়ি বাহিয়া
া-ডি-লিজের ডেক হইতে মোটর বোটে নামিয়া গেল। মিঃ ব্লেক তাহা-
ক ইন্‌স্পেক্টর টমাস ও পুলিশ প্রহরীদের জিম্মা করিয়া দিলেন।
তঃপর স্মিথ তাহার কেবিন হইতে বাহির হইয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপ-
ত হইল। মিঃ ব্লেক অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,
-যাইতে যাইতে পথে তোমার সকল কথা শুনিব।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক ফ্লোর-ডি-লিজের কাপ্তেন ভঘান ও মেট্ হেন্‌ড্রিকেকে
ভাবে অভিবাদন করিয়া স্মিথসহ মোটর বোটে অবতরণ করিলেন।
বোট সকলকে লইয়া জাহাজের পার্শ্ব ত্যাগ করিলে—ফ্লোর-ডি লিজ্
বিয়া তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। দিনের পর দিন তাহা
শান্ত মহাসাগর লক্ষ্য করিয়া আমেলিয়ার অজ্ঞাতবাসের অভিমুখে চলিতে
কিন্তু মিঃ ব্লেকের প্রশান্ত মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিল।
তা .কি উপকার করিয়াছেন, তাহা সে বিস্মৃত হইতে পারিল না।

* * * * *

প্রত্যাগমন করিয়া ইন্‌স্পেক্টর টমাসের কার্য্য-নৈপুণ্যে তাহার
ল; মিঃ ব্লেক যে ইহার মূল, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা জানিতে পারিলেন
ণ এই ব্যাপারে মিঃ ব্লেকের কোন সংস্রব আছে—তাহা প্রকাশ
কে টমাসকে নিষেধ করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেকের অনুরোধে টমাস্
স্কে নির্ব্বাক রহিল।

ক লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া শুনিলেন, শ্লেসিং যে জাহাজে লিভার-
তেছিল—সেই জাহাজ হইতে পলায়নের চেষ্টায় সমুদ্রে পড়িয়া
ারয়াছে। সে জানিতে পারিয়াছিল, সেই জাহাজ ইংলণ্ডে উপস্থিত
যহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। এই সংবাদে সে ভীত হইয়া একটি
জাহাজ হইতে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু আর কূলে
রিয়াই।

সম্পূর্ণ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

রহস্য লহরীর ৩৮ নং উপন্যাস

শোণিত-তৃষা

ইটালী দেশের লোমহর্ষণ বিচিত্র র

ইটালীর প্রধান মন্ত্রী সাংঘাতিক আহত

আততায়ীর লণ্ডনে পলায়ন।

রোমান পুলিশের অনুসরণ!

কার্য্যক্ষেত্র,—রোম ও লণ্ডন।

ঘটনার পর ঘটনার তরঙ্গ!

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ের আবর্ত্তন!

সুন্দরী ইটালিয়ানির হাসির অন্তর

সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার ঝলক!

(যন্ত্রস্থ)

Lib. Gen
Bk collection of
late R. P. Gupta
Through purchase
Rs. 75/-

৮৯১.৪৪–৬১১.৪"২৮"
রহস্য
কী.অ.(OR)